মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২০তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০১৬

Contents

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২০তম বর্ষ	৩য় সংখ্যা
ছফর-রবীউল আউয়াল	১৪৩৮ হিঃ
অগ্রহায়ণ-পৌষ	১৪২৩ বাং
ডিসেম্বর	২০১৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০৭২১-৮৬১৩৬৫।
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৭৩৮-৯৭৭৭৯৭
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ১৬০/-)	৩০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮০০/-	১৪৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১১৫০/-	১৮০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৪৫০/-	২১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮০০/-	২৪৫০/-

সূচীপত্র

◈ **সম্পাদকীয়** ০২

◈ **দরসে কুরআন :** ০৩

কুরআন অনুধাবন *(শেষ কিস্তি)*
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

◈ **প্রবন্ধ :**

♦ আল্লাহ্র উপর ভরসা *(শেষ কিস্তি)* ০৯
-অনুবাদ : আব্দুল মালেক

♦ জীবনের খেলা ঘরে ১৫
-মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

♦ ইসলামে তাক্বলীদের বিধান *(২য় কিস্তি)* ২০
-অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ

♦ তিন শ্রেণীর মুছল্লী জাহান্নামে যাবে ২৫
-যহূর বিন ওছমান

◈ **সাময়িক প্রসঙ্গ :** ২৯

♦ ভেজাল ঔষধে দেশ সয়লাব

◈ **হাদীছের গল্প :** ৩০

♦ মহামারী আক্রান্ত এলাকায় না যাওয়া

◈ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৩১

♦ কৃতজ্ঞতা *-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*

◈ **কবিতা :** ৩২

♦ ছাড় আঁখি বারি ♦ যুবক তুমি
♦ বলতো দেখি ♦ নামে আহলেহাদীছ

◈ **সোনামণিদের পাতা** ৩৩

◈ **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৭

◈ **মুসলিম জাহান** ৩৮

◈ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৩৯

◈ **সংগঠন সংবাদ** ৪০

◈ **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

ট্রাম্পের বিজয় ও বিশ্বের কম্পন

গত ৮ই নভেম্বর সদ্যসমাপ্ত আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প বিজয়ী হয়েছেন। তের লক্ষাধিক পপুলার ভোটে বিজয়ী হয়েও ডেমোক্রাট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন ৫৮টি ইলেক্টোরাল (২৯০-২৩২) ভোটে হেরে পরাজিত হয়েছেন। মূলতঃ আমেরিকার এই নির্বাচন ব্যবস্থাই ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছে। নিয়মানুযায়ী যে রাজ্যে ইলেক্টোরাল ভোটের অধিকাংশ একজন প্রার্থী পাবেন, সে রাজ্যের সব ইলেক্টোরাল ভোট তার বলে গণ্য হবে। পপুলার ভোট বেশী পেলেও যায় আসে না। যেমন সবচেয়ে বড় রাজ্য ক্যালিফোর্ণিয়ায় রয়েছে ৫৫টি ইলেক্টোরাল ভোট। এখানে যদি কোন প্রার্থী ৫১ শতাংশ অর্থাৎ ২৮টি ভোট পান, তাহ'লে তিনি বাকী সব ইলেক্টোরাল ভোট পেয়েছেন বলে ধরে নেওয়া হবে। সংখ্যালঘু ইলেক্টরদের মতামতের কোন মূল্য নেই। একইভাবে যেসব রাজ্যে যে দল জিতবেন বলে নিশ্চয়তা আছে, সে সব রাজ্যে সাধারণতঃ প্রার্থীরা কোন প্রচারণা চালান না। বরং প্রার্থীর লক্ষ্য থাকে দোদুল্যমান রাজ্য সমূহের ভোটারদের আকর্ষণ করা। ৫০টি রাজ্যের মধ্যে এবারের নির্বাচনে এমন রাজ্যের সংখ্যা ছিল ১১টি। আর তাদের ভোটেই জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে। আমেরিকার ভোটাররা সরাসরি প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে ভোট দেন না, বরং তাদের মনোনীত ইলেক্টরদের ভোট দেন। এইসব ইলেক্টররা ১৯শে ডিসেম্বর পুনরায় ভোট দিবেন এবং ৬ই জানুয়ারী ভোট গণনা শেষে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন চূড়ান্ত হবে। অতঃপর ২০শে জানুয়ারী নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। মোট ৫৭০টি ইলেক্টোরাল ভোটের ২৭০টি যিনি পাবেন, তিনিই জিতবেন। নির্বাচিত ইলেক্টররা দলের মনোনীত হ'লেও তারা তার বিরুদ্ধে ভোট দিতে পারেন। কিন্তু তাতে তারা ফেইথলেস বা বিশ্বাসভঙ্গকারী ইলেক্টর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যান। ইতিহাসে এ যাবৎ ১৫৭ জনকে এমন পাওয়া গেছে। যদিও তাদের এই বিপরীত ভোট নির্বাচনী ফলাফলকে পরিবর্তন করতে পারে নি। বিগত ২০০০ সালে জর্জ বুশ-এর চাইতে ডেমোক্রাট প্রার্থী আল-গোর ৫ লক্ষাধিক পপুলার ভোট বেশী পেয়েছিলেন। কিন্তু ইলেক্টোরাল ভোট (২৬৬-২৭১) ৫টি কম পাওয়ায় তিনি প্রেসিডেন্ট হ'তে পারেন নি। বাংলাদেশী গণতন্ত্রে একটি ভোটের ব্যবধানেও একজন জিততে পারেন। আজীব এই নির্বাচনী ব্যবস্থার মারপ্যাঁচে জাত ব্যবসায়ী এবং দু'বছর আগেও রাজনীতি না করা এই উচ্চাভিলাষী ধনকুবের ব্যক্তিটি ৫২ তাসের সবচেয়ে পাওয়ারফুল ট্রাম্প কার্ডের মত নিজের নামের তেলেসমাতি দেখিয়েছেন। যা সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছে। তাঁর যত উদ্ভট বক্তৃতা-বিবৃতি ও ইতরামির কথা এযাবৎ প্রকাশিত হয়েছে, তাতে তাঁকে কোন যুক্তিতেই আমেরিকার মত একটি দেশের প্রেসিডেন্ট হিসাবে কল্পনা করা যায় না। তবুও সেটাই হয়েছে মূলতঃ বর্ণবিদ্বেষ ও জাতিবিদ্বেষ তাড়িত হয়ে। জনৈক গবেষকের হিসাবে ১০টি কারণের মধ্যে আরও যোগ হয়েছে ট্রাম্পের মুসলিম বিদ্বেষী ও অভিবাসী বিরোধী ভূমিকা। তাছাড়া ১৯২০ সালে সেদেশের নারীরা ভোটাধিকার পেলেও কোন নারীকে প্রেসিডেন্ট পদে দেখতে আমেরিকানরা অতটা উদার নয়। ওবামাও সেকথা আগেই বলেছিলেন। যদিও অন্য দেশে তাঁরা নারী অধিকার নিয়ে সোচ্চার। গণতন্ত্রে বিবেকের চেয়ে আবেগ বেশী কাজ করে। আর এটাই কাজে লাগিয়ে থাকেন প্রার্থীরা।

গণতান্ত্রিক বিশ্ব তাই এখন গণতন্ত্র নিয়েই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। গণতন্ত্র কি তাহ'লে একটি আদর্শহীন হুজুগে ব্যবস্থা? এর সংজ্ঞা কি? এর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি? এর জওয়াবে গণতন্ত্রের পূজারীরা এখন বাকহীন। কেননা দেখা গেছে ইতিহাসে যত হুজুগে বক্তা তার জনগণকে মাতাতে পেরেছেন, তিনি দ্রুত জনগণের অবিসংবাদিত (?) নেতা হ'তে পেরেছেন। আবার সেই হুজুগে জনগণ তার হাতেই বেশী নির্যাতিত হয়েছে এবং তাদের হাতেই অবশেষে তার জীবন গেছে। এছাড়া গণতন্ত্র একেক দেশে একেক রকম। চীনে, রাশিয়ায় ও বিশ্বের অনেক দেশে রয়েছে এক দলীয় গণতন্ত্র। অন্যদের টুঁ শব্দটি করার অবকাশ সেখানে নেই। আমেরিকায় রয়েছে মূলতঃ দ্বিদলীয় গণতন্ত্র। আর যেসব দেশে নামকা ওয়াস্তে বহু দলীয় গণতন্ত্র আছে, সেগুলিও মূলতঃ দ্বিদলীয়। দলের নেতা ও সরকারের নেতা যেহেতু একই ব্যক্তি, তাই এসব দেশে বাধাহীন সরকারী নির্যাতনে কাবু হয়ে থাকে কথিত বিরোধী দলগুলি। ফলে পরস্পর হিংসা ও গালাগালি এবং বেশীর বেশী সংসদে গরম গরম বক্তৃতার সুযোগ দেওয়া ছাড়া বিরোধী মতের কোন মূল্যায়ন এসব ব্যবস্থায় নেই। তবে সব দেশের গণতন্ত্র একটি স্থানে এসে মিলিত হয়। সেটি হ'ল এটি ধনিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাকারী একটি প্রতারণাপূর্ণ নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা এবং নির্বাচিত অধিকাংশ সরকার লাগামহীন দুর্নীতিগ্রস্ত সংস্থা।

১৭৭৬ সালে বৃটিশের কাছ থেকে স্বাধীন হয়ে বিগত ২৪০ বছর ধরে আমেরিকায় এই নির্বাচনী প্রথা চলে আসছে। অনেকেই এর পরিবর্তন চান। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রীট আন্দোলনের নেতাদের ভাষায় সেদেশে ১ শতাংশ ধনিক শ্রেণী বাকী ৯৯ শতাংশ মানুষের রক্ত চুষে খাচ্ছে। শান্তিতে নোবেল জয়ী বারাক ওবামা তাদের এই আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করেছেন। ফলে এখন আর তাদের কোন শব্দ শোনা যায় না। অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশে কমবেশী একই অবস্থা বিরাজ করে। মানবিক মূল্যবোধ এসব দেশ থেকে তিরোহিত। দলীয় বিদ্বেষ, দলীয় নির্যাতন, দলীয় শোষণ, এসব দেশের নাগরিকদের পরস্পরে বিভক্ত ও বিদ্বিষ্ট করে রেখেছে। হিংসায় জর্জরিত এইসব দেশের মানুষ সবকিছু দলীয় চোখ দিয়ে দেখে ও দলীয় কান দিয়ে শোনে। আমেরিকার ভোটাররাও তাই ট্রাম্পের মত একজন দলীয় ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছেন, যত বিতর্কিতই তিনি হৌন না কেন? তারা তার হাতে যেমন ভেটো ক্ষমতা দিয়েছে। তেমনি নিম্ন কক্ষ ও উচ্চ কক্ষের নিয়ন্ত্রণও তুলে দিয়েছে। এখন তিনি যা বলবেন, তাই-ই হবে। তাঁর স্বেচ্ছাচারকে রুখবার কেউ নেই। জনৈক গবেষকের ভাষায়, আরব বসন্তের পর এবার আমেরিকা বসন্তের (তথা ধ্বংসের) সূচনা হবে'।

সারা পৃথিবীতে তাবৎ অশান্তি ও রক্তস্রোতের জন্য এক নম্বর দায়ী হ'ল আমেরিকা। একথা সবাই বলেন। কিন্তু আবার তাদেরই তাবেদারী করেন সকলে স্রেফ ভয়ে। তাই আল্লাহ হয়ত এবার তাদের দিয়েই তাদের ধ্বংসের ফায়ছালা করেছেন। যেমন ইতিপূর্বে আরেক পরাশক্তি সোভিয়েট রাশিয়াকে আল্লাহ তাদের হাত দিয়েই ১৬ টুকরা করেছেন। ইতিমধ্যে ক্যালিফোর্ণিয়াতে পৃথক রাষ্ট্র হওয়ার শ্লোগান উঠেছে। ২৫টিরও বেশী রাজ্যে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মিটিং-মিছিল চলছে। হেট-ক্রাইম তথা মুসলিম বিদ্বেষের মুখে রাস্তা-ঘাটে মুসলিমরা অপদস্থ হচ্ছেন। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ১৮ বছরের কর না দেওয়ার অপরাধ সহ ৭৫টি মামলা বিচারাধীন। এর দ্বারা তার বিরুদ্ধে 'অভিসংশন বিল' আনার চিন্তা-ভাবনাও চলছে। তাকে ১৯শে ডিসেম্বর ভোট না দেওয়ার জন্য ইলেক্টরদের প্রতি আবেদন জানিয়ে লাখ লাখ স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে নির্বাচিত কোন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এগুলি বিরল ঘটনা।

(বাকী অংশ ৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

কুরআন অনুধাবন

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(শেষ কিস্তি)

যদি কোন কলহপ্রিয় ব্যক্তি বলে যে, কুরআনের উপরে আমল করার অর্থই হ'ল আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনয়নের শামিল। তবে তার জবাবে বলা হবে যে, মুমিনদের উপর অনুগ্রহের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ তোমাদের নিকট কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ) সহ এসেছেন। لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ 'বিশ্বাসীদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন যখন তিনি তাদের নিকট তাদের মধ্য থেকে একজনকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত সমূহ পাঠ করেন ও তাদেরকে পরিশুদ্ধ করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত (কুরআন ও সুন্নাহ) শিক্ষা দেন' *(আলে ইমরান ৩/১৬৪)*।

এখানে كتاب-এর উপরে حكمة-এর عطف দ্বারা عطف بيان বুঝানো হয়নি। কেননা অলংকার শাস্ত্রবিদগণ জানেন যে, এটি عطف بيان-এর স্থানই নয়। কারণ এখানে আল্লাহ্র ইহসান ও তাঁর রাসূলের বিভিন্ন গুণাবলী বর্ণনা করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি কিতাব ও হিকমত দ্বারা একই বস্তু বুঝানো হয়, তাহ'লে রাসূলের গুণাবলীর মধ্যে একটির অভাব পরিলক্ষিত হবে। আর যদি হিকমত দ্বারা আল্লাহ্র কিতাব ছাড়া অন্য কিছু বুঝানো হয়, তবে রাসূল (ছাঃ)-এর কথা ও কর্ম ব্যতীত অন্য কি বস্তু হ'তে পারে? অন্যত্র বলা হয়েছে, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র এবং আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের নেতৃবৃন্দের' *(নিসা ৪/৫৯)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের জন্য পৃথক পৃথকভাবে أَطِيعُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু أُولِي الْأَمْرِ-এর জন্য পৃথকভাবে أَطِيعُوا শব্দ ব্যবহৃত হয়নি। বরং তাকে রাসূলের উপরে عطف করা হয়েছে। এর মধ্যে বিশেষ রহস্য নিহিত রয়েছে। এখানে একটি أَطِيعُوا শব্দ ব্যবহার করে রাসূল ও উলিল আমরকে তার উপরে عطف করা যেত। অথবা প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক তিনটি أَطِيعُوا ব্যবহার করা যেত। তা না করে আল্লাহ ও রাসূলের জন্য পৃথক দু'টি أَطِيعُوا বলার উদ্দেশ্য হ'ল দু'টি আইন সমষ্টির দিকে ইঙ্গিত করা। যার একটি আল্লাহ্র সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হয়ে 'কিতাবুল্লাহ' এবং অপরটি রাসূলের সাথে সম্পর্কিত হয়ে 'সুন্নাতে রাসূলিল্লাহ'। আর যেহেতু উলুল আমরের জন্য পৃথক কোন আইন সমষ্টি নেই, বরং তারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যশীল, সেহেতু তাদের জন্য পৃথকভাবে أَطِيعُوا শব্দ ব্যবহার করা হয়নি। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, আমাদের জন্য গ্রহণযোগ্য দলীল মাত্র দু'টি : কুরআন ও সুন্নাহ।

যদি বলা হয় রাসূলের হুকুম মূলতঃ আল্লাহ্র হুকুম, তাহ'লে প্রশ্ন থেকে যায় যে, আল্লাহ্র সাথে রাসূলের উল্লেখের কারণ কি? দেখুন অন্যত্র কেবল রাসূলের আনুগত্য এবং তার নির্দেশাবলী প্রতিপালনের কঠোর নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 'অতএব তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো (পূর্ণ) মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা-সংকোচ না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*। এ আয়াতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রাসূলের নির্দেশাবলীর উপর আমল করা ঠিক অনুরূপ অপরিহার্য, যেরূপ কুরআনের উপর আমল করা অপরিহার্য। পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, কুরআন অত্যন্ত বিশ্বস্ত সূত্রে আমাদের নিকটে পৌঁছেছে। এদিক থেকে কুরআন চূড়ান্ত দলীল হিসাবে স্বীকৃত। কিন্তু হাদীছের মর্যাদা অনুরূপ নয়। কারণ অনেক কম সংখ্যক হাদীছ এমন আছে যা মুতাওয়াতির বলে পরিগণিত। এ পার্থক্য কেবল সবল ও দুর্বল বর্ণনার প্রেক্ষিতে পরিদৃষ্ট হয়। অন্যথায় কোন হাদীছ যদি ছহীহ প্রমাণিত হয়, তবে তা অবশ্য পালনীয় হওয়ার ব্যাপারে উক্ত হাদীছ ও কুরআনের আয়াতের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। কেননা হাদীছ সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى- إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى 'রাসূল কোন মনগড়া কথা বলেন না, যা বলেন তা অহী ব্যতীত নয়' *(নাজম ৫৩/৩-৪)*। আর একারণেই আল্লাহ বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল' *(নিসা ৪/৮০)*।

যে সকল মুজাদ্দিদ (?) যেমন মাওলানা মওদূদী- হাদীছকে কেবল ঐতিহাসিক মর্যাদা প্রদান করে থাকেন, তাদের জন্য নিম্নে বর্ণিত আয়াতগুলি পুনঃ পুনঃ পাঠ করা উচিত। لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ- 'রাসূলের

Contents

আহ্বানকে তোমরা পরস্পরের প্রতি আহ্বানের ন্যায় গণ্য করো না। আল্লাহ তাদেরকে জানেন যারা তোমাদের মধ্য থেকে চুপিসারে চলে যায়। অতএব যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা এ বিষয়ে সাবধান হৌক যে, ফিৎনা তাদেরকে গ্রাস করবে অথবা মর্মন্তুদ শাস্তি তাদের উপর আপতিত হবে' *(নূর ২৪/৬৩)*। وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত হও' *(হাশর ৫৯/৭)*। وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ 'আর আমরা তোমার নিকটে নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, যেন তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। শেষোক্ত আয়াতে اتاكم ونهاكم দু'টি ক্রিয়ারই কর্তা হলেন 'রাসূল' এবং তাঁর প্রতি সম্বন্ধ اسناد مجازى নয় বরং اسناد حقيقى। যদি তা না হ'ত, তাহ'লে কর্তা হিসাবে রাসূল না বলে আল্লাহ বলা হ'ত। আর আল্লাহ্র হুকুম সর্বাবস্থায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এখানে আল্লাহকে কর্তা করা হয়নি। এতে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র রাসূল নিজের তরফ থেকে তোমাদের যা কিছু প্রদান করেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত হও।

কুরআনের আয়াত সমূহের সঠিক অর্থ সুন্নাহ ব্যতিরেকে নির্ধারিত হ'তে পারে না। যেমন কুরআন বলেছে, أَقِيمُوا الصَّلاَةَ এর অর্থ 'তোমরা ছালাত কায়েম কর' *(বাক্বারাহ ২/৪৩)*। যদি সুন্নাহ থেকে না নেয়া হয়, তাহ'লে উক্ত হুকুম প্রতিপালনে এক অদ্ভূত রকমের বিশৃংখলা দেখা দেবে। অনুরূপভাবে وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (এবং তোমরা রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর' *(ঐ)*-এর অর্থ ও উদ্দেশ্য একেবারে অজানা থেকে যাবে। এমনিভাবে ছালাত, যাকাত, সূদ-জুয়া কোনকিছুরই সঠিক অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব হবে না এবং গোটা কুরআন পাঠের পরও ইবাদত ও লেনদেনের কোন পূর্ণ নকশা তৈরী হবে না।

হযরত ইমরান বিন হুছায়েন (রাঃ) একবার কিছু লোকের সম্মুখে শাফা'আত সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন, হে আবু জুনায়েদ! আপনি আমাদের নিকট এমনসব হাদীছ বলছেন, যার মূল আমরা কুরআনে পাই না। ইমরান (রাঃ) একথা শুনে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন এবং বলেন, তোমরা কি কুরআন পাঠ করোনি? তোমরা কি কুরআনের কোথাও ছালাত সমূহের রাক'আত সংখ্যার বিবরণ পেয়েছ? তোমরা কি শ্রবণ করোনি যে, কুরআন স্বয়ং ঘোষণা করেছে, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ 'রাসূল যা নিয়ে এসেছেন তা তোমরা গ্রহণ কর' *(হাশর ৫৯/৭)*।

সুন্নাত ও অভিধান :

ছাহাবায়ে কেরাম ভাষাবিদ ও অলংকার শাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও কোন কোন আয়াতের অর্থ উদ্ধারে ব্যর্থ হয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর শরণাপন্ন হ'তেন। যেমন হজ্জ ফরযের আয়াত وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ 'আর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে এ গৃহের হজ্জ করা ঐ ব্যক্তির উপর ফরয করা হ'ল, যার এখানে আসার সামর্থ্য রয়েছে' *(আলে ইমরান ৩/৯৭)* নাযিল হ'লে ছাহাবী আক্বরা' বিন হাবেস (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এটা কি এ বছরের জন্য, না প্রতি বছরের জন্য? জবাবে রাসূল (ছাঃ) বললেন, একজন মুমিনের জীবনে মাত্র একবার ফরয'।[১] (২) তায়াম্মুমের আয়াত فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا 'অতঃপর যদি পানি না পাও, তাহ'লে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর' *(মায়েদাহ ৫/৬)* নাযিল হ'লে ছাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারেন নি যে, এটা কেবল ওযূর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না ফরয গোসলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ফলে সফর অবস্থায় 'আম্মার বিন ইয়াসের ও ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) উভয়ের ফরয গোসলের হাজত হ'লে পানি না পেয়ে ওমর গোসল করতে না পারায় ছালাত আদায় করেন নি। কিন্তু 'আম্মার স্বীয় ইজতিহাদের ভিত্তিতে মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে তায়াম্মুম করেন। ঘটনা জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) তায়াম্মুমের নিয়ম শিখিয়ে দিলেন এবং বললেন, তায়াম্মুম হ'ল ওযূর বিকল্প এবং ওযূ ও গোসল উভয় ক্ষেত্রে একই নিয়মে প্রযোজ্য।[২] যদি রাসূল (ছাঃ) এখানে তায়াম্মুমের সঠিক অর্থ নির্ধারণ না করে দিতেন, তাহ'লে ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে ভীষণ মতানৈক্যের সৃষ্টি হ'ত এবং উক্ত বিষয়াদির চূড়ান্ত কোন ফায়ছালা কখনোই সম্ভব হ'ত না।

কখনো কালামের অর্থ সম্বোধনকৃত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ নির্ধারণ করতে সক্ষম হন না। যেমন অসুস্থ বন্ধুকে কুশল জিজ্ঞেস করলে যদি তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বলেন, 'ভাল আছি' তবে তার অর্থ হয় 'ভাল নেই'। এমনিভাবে দৈনন্দিন জীবনে কোন কোন বাক্যের অর্থ ও উদ্দেশ্য যদি সম্বোধনকৃত ব্যক্তির সাহায্য ব্যতিরেকে আমরা বুঝতে না পারি, তাহ'লে সুন্নাতের সাহায্য ছাড়া আমরা কিভাবে কুরআন অনুধাবনে সক্ষম হব?

ইবনু আবী হাতেম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদের একটি উক্তি নকল করেন। তিনি বলেন, এমন কোন বস্তু নেই যার উল্লেখ কুরআনে নেই। কিন্তু আমাদের অনুভূতি তা অনুধাবনে অক্ষম। সেকারণ তা ব্যাখ্যাদানের জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে বলেন, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ 'আর আমরা তোমার নিকটে নাযিল করেছি কুরআন, যাতে তুমি মানুষকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দাও যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে' *(নাহল ১৬/৪৪)*। ইমাম শাফেঈ

১. আবুদাঊদ হা/১৭২১; আহমাদ হা/২৩০৪; ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আলে ইমরান ৯৭ আয়াত।
২. বুখারী হা/৩৩৮; মুসলিম হা/৩৬৮; মিশকাত হা/৫২৮।

বলেন, ছহীহ সুন্নাহ কখনোই কুরআনের পরিপন্থী নয়। বরং তার পরিপূরক। কেননা কোন ব্যক্তিই রাসূলের ন্যায় কুরআন বুঝতে সক্ষম নয়'। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ)-এর একটি বৃহৎ গ্রন্থ রয়েছে যার নামই হ'ল موافقه صحيح المنقول لصريح المعقول ('বিশুদ্ধ হাদীছ সর্বদা বিশুদ্ধ জ্ঞানের অনুকূল হওয়া')। যা বৈরূত ছাপায় (১৯৮৫) দুই খণ্ডে ৪৪৬+৪৮৭=৯৩৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। মাকহূল বলেন, أَحْوَجُ إِلَى السُّنَّة مِنَ السُّنَّة إِلَى الْقُرْآن– 'সুন্নাহ্র জন্য কুরআনের প্রয়োজনীয়তার চাইতে কুরআনের জন্য সুন্নাহ্র প্রয়োজনীয়তা অধিক'। ইয়াহইয়া ইবনে কাছীর বলেন, السُّنَّةُ قَاضِيَةٌ عَلَى الْكِتَابِ، وَلَيْسَ الْكِتَابُ بِقَاضٍ عَلَى السُّنَّة– 'সুন্নাহ কুরআনের উপর ফায়ছালাকারী, কিন্তু কুরআন সুন্নাহ্র উপর ফায়ছালাকারী নয়'। ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, مَا أَجْسُرُ عَلَى هَذَا أَنْ أَقُولَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ: إِنَّ السُّنَّةَ تُفَسِّرُ الْكِتَابَ وَتُبَيِّنُهُ– 'আমি এটা বলতে দুঃসাহস করি না। তবে আমি বলব যে, সুন্নাহ কিতাবকে ব্যাখ্যা করে ও তার মর্মকে স্পষ্ট করে' *(কুরতুবী)*। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, এর দ্বারা তাঁদের উদ্দেশ্য হ'ল, সুন্নাহ আল্লাহ্র কিতাবের জন্য ব্যাখ্যা স্বরূপ।

ইমাম আওযাঈ (মৃ. ১৫৭ হি.) জ্যেষ্ঠ তাবেঈ হাসসান বিন 'আত্বিয়াহ (মৃ. ১২০ হি.) থেকে বর্ণনা করেন তিনি বলেছেন, كَانَ الْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَحْضُرُهُ جِبْرِيلُ بِالسُّنَّةِ الَّتِي تُفَسِّرُ ذَلِكَ– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে (কুরআনের) অহি নাযিল হ'ত এবং তাঁর নিকটে জিব্রীল সুন্নাহ নিয়ে হাযির হ'তেন, যা সেটিকে ব্যাখ্যা করে দিত' *(কুরতুবী)*।

এক্ষণে যারা সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে ইবাদতের সময় ও পদ্ধতি সমূহ কেবলমাত্র কুরআন থেকে নেওয়ার চেষ্টা করেন, তারা এক হাস্যকর তাবীলের আশ্রয় নিবেন।

উদাহরণ স্বরূপ : إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّه 'জুম'আর দিন ছালাতের জন্য আযান দেওয়া হ'লে আল্লাহ্র যিকরের দিকে দ্রুত ধাবিত হও' *(জুম'আ ৬২/৯)*। সুন্নাহকে বাদ দিলে এ আয়াতের অর্থ নির্ধারণে সমস্যা দেখা দিবে। যেমন (১) এ নির্দেশ জুম'আর দিনের কোন্ ছালাতের জন্য? (২) যদি সেটা পৃথক ছালাত হয়, তবে তা কখন অনুষ্ঠিত হবে? মুনকিরে হাদীছ পণ্ডিত বলবেন, এক্ষেত্রে সুন্নাহ্র প্রয়োজন নেই। কেননা وَذَرُوا الْبَيْعَ এবং وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ আয়াতের এই দুই অংশ একথার প্রমাণ বহন করে যে, জুম'আর ছালাত যোহরের সময় অনুষ্ঠিত হবে। কেননা বেচা-কেনা এবং রিযিক অনুসন্ধান দুপুরের সময়েই হয়ে থাকে। অথচ এই ব্যাখ্যা কতই না দুর্বল। কেননা দুপুরের খরতাপে মূলতঃ বিশ্রামের সময়। আর বেচা-কেনা ও রিযিক অনুসন্ধান সকালে ও সন্ধ্যায় হয়ে থাকে। অতএব যদি এক্ষেত্রে সুন্নাহ আমাদেরকে নির্দেশনা না দিত, তাহ'লে আমরা বিভ্রান্তিতে পড়ে যেতাম।

এ কারণেই রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জে ঘোষণা করে গেছেন, تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ– 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা তা মযবুতভাবে আঁকড়ে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাহ' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৩৩৩৮)*। আর একারণেই ছাহাবায়ে কেরাম কোন মাসআলা সম্পর্কে রায় প্রদান করার পর রাসূলের কোন হাদীছ অবগত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে নিজের রায় পরিত্যাগ করতেন। এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা জানার জন্য ইবনু আব্দিল বার্র-এর مفتاح الجنة, খাওলীর مفتاح السنة, সৈয়ূতীর مفتاح إيقاظ همم أولي الأبصار এবং ফুল্লানীর الجنة فى الاحتجاج بالسنة প্রভৃতি কিতাব দ্রষ্টব্য।[৩]

অতএব যদি কেবলমাত্র কুরআনকেই শরী'আতের উৎস ধরা হয় এবং হাদীছ প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে উপেক্ষা করা হয়, তাহ'লে ইসলামের পূর্ণতার যে ঘোষণা, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার নে'মতকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)* শুনানো হয়েছে, তা মূল্যহীন হয়ে যাবে।

(১) এ কারণেই ওমর (রাঃ) বলতেন, সত্ত্বর তোমাদের নিকট এমন লোকদের আগমন ঘটবে, যারা কুরআনের অস্পষ্ট আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা নিয়ে তোমাদের সাথে কলহে লিপ্ত হবে। তোমরা সুন্নাহ দ্বারা তার মুকাবিলা করবে। কেননা আহলুল হাদীছগণ আল্লাহ্র কিতাব সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত হয়ে থাকেন'।[৪]

(২) খারেজীদের সঙ্গে আলোচনার জন্য ইবনে আব্বাসকে পাঠানোর সময় হযরত আলী (রাঃ) তাঁকে উপদেশ দেন, যেন তিনি হাদীছ দিয়ে তাদের মুকাবিলা করেন। ইবনু আব্বাস বললেন, আমি তো সুন্নাহ্র তুলনায় কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখি। কেননা কুরআন তো আমাদের ঘরেই নাযিল হয়েছে। আলী বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ। কিন্তু القرآن جمال ذو وجوه 'কুরআনে (সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে) বিভিন্ন অর্থ গ্রহণের সুযোগ থাকতে পারে'। ফলে তাতে ফায়ছালা কিছুই হবে না। অতএব তুমি সুন্নাহ দ্বারা দলীল পেশ করবে।

৩. এ ব্যাপারে জানার জন্য আমাদের ডক্টরেট থিসিস-এর 'মূলনীতি' অধ্যায়ের ১ম মূলনীতি (১৩৩-১৫০ পৃ.) পাঠ করুন।- লেখক।

৪. দারেমী হা/১১৯, আব্দুল্লাহ বিন ছালেহ-এর কারণে যঈফ। কিন্তু বাকী সকল সনদ ছহীহ; তাহকীক : ফাওয়ায আহমদ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ ১৪০৭হি./১৯৮৭ খৃ.)।

তাহ'লে তারা বাঁচার পথ পাবে না'। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাঃ) খারেজীদের সঙ্গে সুন্নাহ দ্বারা বিতর্কে অবতীর্ণ হন ও তারা লা-জওয়াব হয়ে যায়।[৫]

(৩) তাওয়াফরত অবস্থায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বছরার বিখ্যাত ফক্বীহ জাবের ইবনে যায়েদকে বলেন, সাবধান! কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ব্যতিরেকে অন্য কিছু দ্বারা ফৎওয়া দিবে না। যদি তুমি এ নীতি লংঘন কর, তাহ'লে নিজে ধ্বংস হবে এবং অন্যকেও ধ্বংস করবে'।[৬]

(৪) সাঈদ ইবনু জুবায়ের বলতেন, কোন কথা আমল ব্যতিরেকে এবং কোন কথা বা আমল নিয়ত ব্যতিরেকে কবুল হয় না। এমনিভাবে কোন কথা, আমল ও নিয়ত অতক্ষণ পর্যন্ত কবুল হয় না, যতক্ষণ না তা সুন্নাহ মোতাবেক হয়'।[৭]

হাদীছের শারঈ মর্যাদা ও তার উদ্দেশ্য :

এ সত্য ভুললে চলবে না যে, শারঈ ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীছের ওযন এক নয়। কেননা কুরআন قطعى الثبوت এবং হাদীছ ظنى বলে পরিগণিত। এ কারণে যদি কোন হাদীছ কুরআন মজীদের কোন চূড়ান্ত হুকুমের পরিপন্থী হয়, তবে তা গ্রহণ করা যাবে না। এক্ষণে সুন্নাহ শরী'আতের উৎস হওয়ার উদ্দেশ্য হ'ল-

(১) যদি কোন ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা এমন হুকুম পাওয়া যায় যে সম্পর্কে কুরআন নীরব রয়েছে (২) কিংবা তাতে উক্ত হুকুমের কেবল একটি দিক বর্ণিত হয়েছে (৩) অথবা উক্ত বর্ণনায় কোন অস্পষ্টতা রয়েছে। সেক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাহ্র সমন্বয়ে একটি বিস্তারিত হুকুম বের করতে হবে। নিম্নের উদাহরণ সমূহ দ্রষ্টব্য।-

উদাহরণ (১) কুরআনে কেবল ছালাতের হুকুম রয়েছে। কিন্তু তার পদ্ধতি বর্ণিত হয়নি। সুন্নাহ তা বর্ণনা করেছে। যেমন রাসূল (ছাঃ) বললেন, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّىْ 'তোমরা ছালাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ'...।[৮] (২) কুরআন কেবল বিবাহ হালাল ও যেনা হারাম বলেছে। কিন্তু বিবাহের পদ্ধতি বলেনি। সুন্নাহ তা বলে দিয়েছে। তাছাড়া স্ত্রীর ফুফু ও খালাকে বিবাহ করা হারাম করে দিয়েছে। (৩) কুরআনে কেবল যাকাত ফরয করা হয়েছে। কিন্তু যাকাতের নিছাব, তা আদায়ের সময়কাল এবং কি কি মালের যাকাত দিতে হবে, সবকিছু সুন্নাহ বলে দিয়েছে। (৪) কুরআনে কেবল সূদ হারামের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সূদ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এবং উক্ত নিষিদ্ধ করণের ভিত্তিই বা কিসের উপর তা জানা যায়নি। হাদীছ এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছে- সমান ওযনে একই প্রকারের জিনিস নগদে বিক্রয় করা যাবে। অতিরিক্ত লেনদেন সূদ হবে'।[৯]

৫. সৈয়ূত্বী, আদ-দুর্রুল মানছূর (বৈরূত : দারুল ফিকর, ১৯৯৩ খৃ.) ১/৪০।
৬. দারেমী হা/১৬৪, সনদ হাসান।
৭. সৈয়ূত্বী, মিফতাহুল জান্নাহ (মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খৃ.) ৬৪ পৃ.।
৮. বুখারী হা/৬৩১, ৬০০৮, ৭২৪৬; মিশকাত হা/৬৮৩, 'ছালাত' অধ্যায়-৪, অনুচ্ছেদ-৬।
৯. মুসলিম হা/১৫৮৭; মিশকাত হা/২৮০৮।

হাদীছে সূদ-এর ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। কিন্তু সূদ নিষিদ্ধ করণের উদ্দেশ্য ও অন্যান্য বিষয় বিস্তারিত জানা গেল না। সেকারণ ওমর ফারূক (রাঃ) বলেছিলেন, রাসূল (ছাঃ) চলে গেলেন। কিন্তু সূদের রহস্য আমাদের নিকটে পুরোপুরি উদ্ঘাটিত হয়নি'।[১০] ফলে মুজতাহিদ বিদ্বানগণ স্ব স্ব ইজতিহাদের আলোকে সূদ হারাম হওয়ার কারণ নির্দিষ্ট করেছেন। এক্ষণে যদি এ হাদীছটি না পাওয়া যেত, তাহ'লে কিসের ভিত্তিতে ইজতিহাদ করা হতো? অতএব সূদের বিষয়ে কুরআন মূল এবং হাদীছকে তার ব্যাখ্যা গণ্য করেই হুকুম বের করতে হবে।

(৫) কুরআনে একই সাথে দুই বোনকে বিবাহ নিষিদ্ধ করেছে *(নিসা ৪/২৩)*। কারণ তাতে দুই বোনের মধ্যকার রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়বে। যা আল্লাহ্র নিকটে অত্যন্ত অপসন্দনীয় কাজ। আয়াতের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ভাগিনেয়ী ও খালা এবং ভাইঝি ও ফুফুকে একত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ করলেন। কেননা সেক্ষেত্রেও রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া অপরিহার্য হবে।

(৬) কুরআনে হজ্জ ফরয করা হয়েছে। কিন্তু নিয়ম বলা হয়নি। তাই রাসূল (ছাঃ) বললেন, خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ 'হে জনগণ! তোমরা আমার নিকট থেকে হজ্জ ও কুরবানীর নিয়ম-কানূন শিখে নাও'..।[১১]

উপরের উদাহরণগুলি থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, কুরআন ও হাদীছ উভয়ের সমন্বয়ে মাসআলা সমূহ বের করতে হবে। এমন নয় যে, সুন্নাহ্র পৃথক শারঈ মর্যাদা রয়েছে এবং কুরআন থেকে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি সরিয়ে কেবল সুন্নাহ দ্বারা হুকুম বের করা যেতে পারে। আবু ইসহাক শাত্বেবী (মৃ. ৭৯০ হি.) স্বীয় 'মুওয়াফিক্বাত' গ্রন্থে সুন্নাহকে আল্লাহ্র কিতাবের সাথে সমন্বয় সাধনের বিভিন্ন পন্থার উপর আলোকপাত করে বলেন, সুন্নাহতে যেসব আহকাম পাওয়া যায়, তা সবই কুরআনে বিদ্যমান। কিন্তু সে সম্পর্কে কেবল তারাই অবগত হ'তে পারেন, যারা কুরআন সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান রাখেন এবং সে সম্পর্কে গবেষণা করেন'।[১২]

দিরায়াত বা বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের মূলনীতি :

হাদীছের যাচাই ও বর্ণনানীতি যেমন কুরআন হ'তে গৃহীত। অনুরূপভাবে বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের নীতিও কুরআন হ'তে গৃহীত। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে কিছু মুনাফিক মিথ্যা অপবাদ আরোপ ও তা ব্যাপকভাবে প্রচার করলে কিছু মুমিন তাতে সন্দিহান হয়ে পড়েন। এ সময় আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন, وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ 'আর যখন তোমরা এ অপবাদ শুনেছিলে তখন কেন তোমরা একথা বলোনি যে, এ

১০. ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ২৭৫ আয়াত।
১১. আহমাদ হা/১৪৪৫৯, মুসলিম হা/১২৯৭ (৩১০); মিশকাত হা/২৬১৮।
১২. আবু ইসহাক শাত্বেবী, আল-মুওয়াফিক্বাত ফী উছূলিশ শারী'আহ (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৪২৫ হি./২০০৪ খৃ.) 'সুন্নাহ' অধ্যায় ৪/৩৮৯-৪৬০ পৃ.।

বিষয়ে আমাদের কিছুই বলা উচিৎ নয়। আল্লাহ পবিত্র। নিশ্চয়ই এটি গুরুতর অপবাদ' *(নূর ২৪/১৬)*। অত্র আয়াতে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই ভিত্তিহীন সংবাদ শ্রবণের পর এর আলোচনা করাই তোমাদের জন্য উচিত ছিল না। কেননা তা একেবারেই অবিবেচিত হওয়ার দরুণ বুদ্ধিলব্ধ জ্ঞানের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

কুরআন অনুধাবনের উপায় সমূহ :

(১) আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করা।

আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ 'আমরা উক্ত কিতাব নাযিল করেছি আরবী কুরআন হিসাবে, যাতে তোমরা বুঝতে পার' *(ইউসুফ ১২/২)*। কুরআন সাধারণভাবে সকলের বোধগম্য হিসাবে নাযিল হয়েছে। যাতে এ থেকে উপদেশ গ্রহণ করা সহজ হয়। যেমন আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ– 'আমরা কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, উপদেশের জন্য। অতএব আছ কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী?' *(ক্বামার ৫৪/১৭)*। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, কুরআনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও গভীর মর্ম সকলের জন্য সহজ বোধ্য। এজন্য আল্লাহ বলেছেন, فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 'অতএব তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে এবং ফিরে এসে নিজ কওমকে (আল্লাহ্র নাফরমানী হ'তে) ভয় প্রদর্শন করে, যাতে তারা সাবধান হয়' *(তওবা ৯/১২২)*। এজন্য একদল মুমিনকে অবশ্যই কুরআনে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হয়। যাতে মানুষ কুরআন থেকেই যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব পেতে পারে। কুরআন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ছাড়াই তরজমা ও তাফসীরে দুঃসাহস করা ঠিক নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً– 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছে পড়ো না। নিশ্চয়ই কান, চোখ ও হৃদয় প্রত্যেকটির বিষয়ে তোমরা (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' *(ইসরা ১৭/৩৬)*।

(২) ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের বুঝ অনুযায়ী অনুধাবন করা।

প্রথম শতাব্দী হিজরীতে রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন ফিৎনার উদ্ভব ঘটলে এবং নওমুসলিমদের আধিক্য ঘটলে আক্বীদাগত বিষয়ে মতভেদ দেখা দেয়। সে সময় একদল লোক তাক্বদীর নিয়ে কুরআন-হাদীছের অপব্যাখ্যা শুরু করে। এ সময় জনৈক ব্যক্তি খলীফা ওমর বিন আব্দুল আযীয (৯৯-১০১ হি.)-এর নিকট বিষয়টির সমাধান জানতে চান। তখন তিনি বলেন, তোমাদের পেশকৃত আয়াত সমূহ ছাহাবীগণও পড়েছেন। তাঁরা এর ব্যাখ্যা জানতেন, যা তোমরা জানো না। আর এর সঠিক ব্যাখ্যা বুঝেই তাঁরা তাক্বদীরে বিশ্বাসী ছিলেন। মানুষ নিজেই নিজের ভাল-মন্দের মালিক নয়, এটা জেনেও তাঁরা সৎকর্ম করতেন এবং অন্যায় কাজ থেকে ভীত হ'তেন।[১৩]

(৩) আল্লাহভীরু ও হাদীছপন্থী ওস্তাদের নিকট কুরআন শিক্ষা করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং তিনি কুরআন ও সুন্নাহ্র মাধ্যমে মানুষকে পরিশুদ্ধ করেন *(আলে ইমরান ৩/১৬৪)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের একেকটি সূরা শিখাতেন' *(মুসলিম হা/৪০৩)*। একবার তিনি চারজন ছাহাবীর নাম করে বললেন, তোমরা আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ, সালেম, মু'আয বিন জাবাল ও উবাই বিন কা'ব-এর নিকট থেকে কুরআন গ্রহণ কর' *(বুখারী হা/৪৯৯৯)*। সালেম ছিলেন ছাহাবী আবু হুযায়ফার গোলাম *(ঐ, ফাৎহুল বারী)*। মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী বনু সুলায়েম গোত্রের রে'ল ও যাকওয়ান শাখার আমন্ত্রণে তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহ শিখানোর জন্য রাসূল (ছাঃ) আনছারদের মধ্য হ'তে ৭০ জন শ্রেষ্ঠ ক্বারী ছাহাবীকে প্রেরণ করেন। যাদেরকে তারা বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে হত্যা করে *(মুসলিম হা/৬৭৭ (১৪৭)*। যা বি'রে মা'ঊনার ঘটনা হিসাবে প্রসিদ্ধ। যাদের বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) ফজর ছালাতে মাসব্যাপী কুনূতে নাযেলাহ পাঠ করেন *(বুখারী হা/৪০৮৮)*।

ছাহাবী আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, তুমি কখনোই আলেম হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি ছাত্র হবে। আর তুমি কখনোই আলেম হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তুমি ইলম অনুযায়ী আমল করবে' *(দারেমী হা/২৯৩, সনদ হাসান)*। জ্যেষ্ঠ তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হি.) বলেন, নিশ্চয়ই কুরআন-হাদীছের ইলম হ'ল দ্বীন। অতএব তোমরা দেখ, কার নিকট থেকে দ্বীন গ্রহণ করছ' *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম)*।

(৪) দুনিয়াদার আলেম ও মুফাসসির হ'তে সাবধান থাকা।

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, তোমাদের পরে এমন একটা দিন আসছে, যখন মানুষের সম্পদ বেড়ে যাবে। সকলের সামনে কুরআন খোলা থাকবে। মুমিন-মুনাফিক, পুরুষ-নারী, ছোট-বড়, গোলাম-মনিব সবাই কুরআন পড়বে। আশংকা হয়, সে সময় কেউ বলে উঠবে, কি ব্যাপার! আমি কুরআন পড়ি, অথচ কেউ তো আমাকে অনুসরণ করে না। তখন সে বলবে, লোকেরা আমার অনুসরণ করবে না, যতক্ষণ না আমি তাদের জন্য নতুন কিছু উদ্ভাবন করব। অতএব তোমরা ঐ ব্যক্তি থেকে এবং তার উদ্ভাবিত বিষয় থেকে দূরে থাক। আর আমি তোমাদেরকে জ্ঞানী ব্যক্তির পদস্খলন থেকে সাবধান করছি। কেননা শয়তান কখনো জ্ঞানী ব্যক্তির যবান দিয়ে ভ্রান্ত কথা বলিয়ে দেয়। আবার কখনো মুনাফিক ব্যক্তি সঠিক কথা বলে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে মু'আয আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন! আমরা সেটা কিভাবে বুঝব? তিনি বললেন, তোমরা জ্ঞানী ব্যক্তির অস্পষ্ট বক্তব্য সমূহ হ'তে দূরে থাক। তবে জ্ঞানী ব্যক্তির সামান্য পদস্খলন যেন তোমাকে তার থেকে একেবারে

১৩. আবুদাঊদ হা/৪৬১২, সংক্ষেপায়িত; ছহীহ মাক্বতূ'।

দূরে সরিয়ে না দেয়। হ'তে পারে তিনি ফিরে আসবেন ও হক জানতে পারলে তিনি তা গ্রহণ করবেন। কেননা হকের একটি বিশেষ জ্যোতি আছে'।[১৪]

(৫) শব্দের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুযায়ী মর্মার্থ পেশ করা।

কুরআন কুরায়েশদের ভাষায় নাযিল হয়েছে। যা অন্যান্য আরবী উপভাষা সমূহ থেকে অনেক স্থানে পৃথক ভাব প্রকাশ করে। অতএব একই আরবীর দু'টি অর্থ হ'লে সেখানে কুরায়শী পাঠ অগ্রাধিকার পাবে। অনুরূপভাবে শব্দগুলির রূপক অর্থ ব্যবহারের আগে তার প্রকৃত অর্থ জানা আবশ্যক। যার মাধ্যমে অনেক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বেরিয়ে আসতে পারে। যা বান্দার প্রভূত কল্যাণ সাধন করে। যেমন (ক) আল্লাহ বলেন, وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ– 'আর চন্দ্র। তার জন্য আমরা মনযিল সমূহ নির্ধারণ করেছি। অবশেষে তা পুরাতন খেজুর কাঁদির ডাটার রূপ ধারণ করে' *(ইয়াসীন ৩৬/৩৯)*। কারণ যখন এই ডাটা পুরাতন হয়, তখন তা সরু, বাঁকা ও ফেকাসে হয়। এর মাধ্যমে চাঁদের শুরু, পূর্ণ ও শেষ তিনটি অবস্থা বুঝানো হয়েছে। যার মধ্যে পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং চন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্য নিহিত রয়েছে। এর অর্থ যদি 'পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে' (মুজীবুর রহমান, মুহিউদ্দীন খান ও ই.ফা.বা.) বলা হয়, তবে সেটা ভুল হবে। কেননা তার ডাল-পালা থাকতে হবে। অথচ চন্দ্রের ডাল-পালা থাকে না। বড় কথা চন্দ্রের তিনটি বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে।

(খ) একইভাবে কুরআনে যে সমস্ত আয়াতে ইহূদী-নাছারাদের বিষয়ে আলোচনা এসেছে, সেখানে মর্ম উদ্ধারের জন্য তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا 'আর তারা বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/১১৬)*। অন্যত্র এসেছে, وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ 'এবং নাছারারা বলে মসীহ ঈসা আল্লাহ্র পুত্র' *(তওবা ৯/৩০)*। অন্য স্থানে বলা হয়েছে, إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ 'যারা বলে যে, মসীহ ঈসা হ'ল আল্লাহ' *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। আরেক স্থানে এসেছে, قَالُوا إِنَّ اللهَ ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ 'যারা বলে আল্লাহ তিন উপাস্যের একজন' *(মায়েদাহ ৫/৭৩)*।

উপরোক্ত চারটি আয়াতের মর্ম এক নয়। বরং এর মধ্যে খ্রিষ্টানদের চারটি উপদলের ভুল বিশ্বাসের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। প্রথম দলের বিশ্বাস ছিল, ঈসা আল্লাহ্র পুত্র। দ্বিতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, ঈসা সরাসরি আল্লাহ্র পুত্র নন। তবে তিনি তাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই গ্রুপটি 'এডপশনিস্ট' (Adoptionist) বলে পরিচিত। তৃতীয় দলের বিশ্বাস ছিল, ঈসা নিজেই আল্লাহ। আর চতুর্থ দলের বিশ্বাস হ'ল, ঈসা তিন উপাস্যের একজন। অর্থাৎ আল্লাহ, মারিয়াম ও পাক রূহ মসীহ ঈসা। এদেরকে ত্রিত্ববাদী বলা হয়। বর্তমান খ্রিষ্টানদের অধিকাংশ এতেই বিশ্বাসী। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর দলগুলি নিজেদের মধ্যে মতভেদ করল। অতএব অবিশ্বাসীদের জন্য দুর্ভোগ সেই ভয়ংকর দিবস (ক্বিয়ামত) আগমনের দিন' *(মারিয়াম ১৯/৩৭)*।

উল্লেখ্য যে, খ্রিষ্টানদের চারটি দলের নাম হ'ল, ক্যাথলিক, অর্থোডক্স, প্রোটেস্ট্যান্ট ও রেস্টোরেশনিষ্ট। এছাড়াও রয়েছে 'এডপশনিস্ট' সহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু দল। বর্তমান পোপ ফ্রান্সিস ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের নেতা। যারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী।

(গ) অন্যত্র বলা হয়েছে, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 'তারা তো পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিকের কিছু কিছু বিষয় অবগত' *(রূম ৩০/৭)*। কিন্তু এর অনুবাদ যদি করা হয়, 'তারা পার্থিব জীবনের বাহ্যিক দিক সম্বন্ধে অবগত' (মুজীবুর রহমান, মুহিউদ্দীন, ই.ফা.বা.) তাহ'লে ভুল হবে। কারণ ظَاهِرًا শব্দটির তানভীন এসেছে تقليل বা স্বল্পতা বুঝানোর জন্য।

নিঃসন্দেহে মানুষ তার বাহ্যিক জীবনের অল্প কিছুই মাত্র জানে। তারা বহু কিছুর খবর রাখে না। আমেরিকার ন্যাশনাল একাডেমী অব সায়েন্সের চমকে দেওয়ার মত সাম্প্রতিক এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পৃথিবীর ৯৯.৯৯ শতাংশ প্রজাতি এখনো অনাবিষ্কৃত! পৃথিবীতে আরও এক হাযার কোটি প্রজাতির প্রাণী রয়েছে, যার কথা বিজ্ঞানীরা এখনো পর্যন্ত জানেন না। এ পর্যন্ত যত জীবাণু আবিষ্কৃত হয়েছে, তার এক লাখ গুণ বেশী জীবাণু এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। আরও ১০০ মিলিয়ন (১০ কোটি) জীবাণু নিয়ে গবেষণা করতে হবে *(আত-তাহরীক, ১৯/৯ সংখ্যা, জুন'১৬)*। তাই মহাবিশ্বের বিশালত্ব নিয়ে কল্পনা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আর তাই ছালাতের শুরুতেই সূরা ফাতিহার মধ্যে আল্লাহ্র প্রশংসা করে বলা হয়ে থাকে, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগৎ সমূহের প্রতিপালক'। অর্থাৎ পৃথিবী ছাড়াও যে কত জগৎ রয়েছে, তার হিসাব কেবল আল্লাহই জানেন। তাই আমাদের কৃতজ্ঞতা পূর্ণ সকল প্রশংসা কেবল তাঁরই জন্য। যিনি খাদ্য দিয়ে, পানি দিয়ে ও বায়ু দিয়ে এ পৃথিবীকে আমাদের জন্য বসবাস যোগ্য করেছেন। অতএব মানুষ তার বাহ্যিক জীবনের অতীব সামান্য কিছু জানে। সবকিছু জানার প্রশ্নই ওঠে না। অতএব কুরআন অনুধাবনের সময় বা তাফসীর করার সময় উপরোক্ত বিষয়গুলি অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

شدی قرآن از مہجوری خوار
شکوہ سنج گردش دوران شدی

'তোমার লাঞ্ছনার মূল কারণ এই যে, তুমি কুরআন ছেড়ে দিয়েছ + আর যামানা পরিবর্তনের অভিযোগ করছ'

(ইকবাল, রমূযে বেখূদী)।

১৪. আবুদাঊদ হা/৪৬১১, ছহীহ মাওকূফ।

Contents

আল্লাহ্র উপর ভরসা

*মূল (আরবী) : মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ**

*অনুবাদ : আব্দুল মালেক***

(শেষ কিস্তি)

তাওয়াক্কুল : মনোবিদ্যা ও মনের কাজ

আল্লাহ্র উপর ভরসা মন সংক্রান্ত বিদ্যা ও মনোবৃত্তি সংক্রান্ত কাজের সমষ্টি। মনসংক্রান্ত বিদ্যা এজন্য যে, বান্দার জানা আছে যে, আল্লাহই সকল কাজের পরিকল্পনাকারী ও নিয়ন্ত্রক ...। আর মনোবৃত্তি সংক্রান্ত কাজ এজন্য যে, তাওয়াক্কুলের ফলে বান্দার মন স্রষ্টায় স্থির থাকে, তার উপরই ভরসা ও নির্ভর করে...।

বিষয়টি পরিষ্কার করতে আমরা বলছি, আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী বান্দার নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানতে এবং আমলে নিতে হবে।

১. রব ও তাঁর গুণাবলীর পরিচয় লাভ : বান্দাকে তার প্রভুর নাম ও গুণাবলীসহ জানতে হবে। প্রভুর ক্ষমতা, যথেষ্টতা, রক্ষণাবেক্ষণ, শক্তিমত্তা, শ্রেষ্ঠত্ব, চিরঞ্জীবতা, ঘুম-ক্লান্তির ধারে-কাছেও না ঘেঁষা ইত্যাদি সম্পর্কে জানা। বান্দা যখন এসব কিছু জানবে ও বুঝবে তখনই সে যথাযথভাবে আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে এবং জানতে পারবে যে, সে এক পরাক্রমশালী মহাশক্তিধরের নিকট তার সবকিছু সঁপে দিয়েছে।

২. তাওহীদের পথে দৃঢ় থাকা : বান্দা যখন তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস নিশ্চিত করতে পারবে, তখন তার তাওয়াক্কুলের একটি বিরাট অংশ অর্জিত হবে। আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ 'এসত্ত্বেও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বলে দাও, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তার উপরেই আমি ভরসা করি' *(তওবা ৯/১২৯)*। আল্লাহকে যথেষ্ট ভাবাই তো তাওহীদ ও ভরসা।

৩. সকল কাজে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করা : সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে সর্বাবস্থায় আমাদেরকে আল্লাহ্র উপর নির্ভর করতে হবে। এই নির্ভরতা কোনমতেই ঐসব জাহেল মূর্খদের মত হবে না যারা সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণ হাতের নাগালে পেলে আল্লাহকে ভুলে বসে থাকে এবং উপায়-উপকরণ নিয়ে মেতে থাকে; আর সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণ হাতছাড়া হয়ে গেলে তখনই কেবল আল্লাহ্র উপর ভরসা করে।

৪. আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ : মুমিন বান্দা যতই তার রবের উপর ভরসা করবে ততই তার প্রতি সুধারণা পোষণ করবে। সে জেনে রাখবে যে, মালিকের উপর যে ভরসা করে মালিক তার জন্য যথেষ্ট, তার আর অন্য কিছু প্রয়োজন নেই। এতে করে তার অন্তর অস্থিরতায় ভুগবে না এবং দুনিয়া তার হাতে এল কিংবা হাতছাড়া হ'ল বলে কোন পরোয়া করবে না। কেননা তার নির্ভরতা তো তার মালিক আল্লাহ্র উপর। যেমন একজন বাদশাহ কোন লোককে এক টাকা দিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তা চুরি হয়ে গেল। তখন বাদশাহ তাকে বলল, চিন্তা কর না, আমার কাছে প্রচুর টাকা রয়েছে। তুমি যখনই আসবে আমি তোমাকে আমার কোষাগার থেকে তা কয়েকগুণ বেশী করে দেব। সুতরাং যে জানে যে, আল্লাহ সকল বাদশাহর বাদশাহ এবং তার ভাণ্ডার সব সময় পরিপূর্ণ থাকে, দুনিয়ার কোন স্বার্থ ছুটে গেলে তাতে সে পেরেশান হয় না বা অস্থিরতাবোধ করে না।

হাদীছে কুদসীতে এসেছে, আল্লাহ বলেন, أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِىْ بِىْ 'আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা করে আমি তার নিকট তেমনই'।[১] সুতরাং সুধারণা যেমন আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুলের দিকে আহ্বান জানায়, তেমনি আল্লাহ্র প্রতি তাওয়াক্কুলের মাঝেও অবশ্যই সুধারণা থাকে।

৫. আন্তরিকভাবে আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ : দুনিয়াতে একজন হীন ক্রীতদাস যেমন তার মনিবের অনুগত থাকে এবং তার কথা মেনে চলে, তেমন করে বান্দা যদি আল্লাহকে আনুগত্য ও মান্য করে তাহ'লেই ভরসা অর্জিত হবে। কবি বলেন,

إذا ابتليت فثق بالله وارضَ به* إن الذي يكشف البلوى هو الله

إذا قضى الله فاستسلم لقدرته* ما لامريء حيلة فيما قضى الله

اليأس يقطع أحياناً بصاحبه * لا تيأسن فنعم القادر الله–

'বিপদ থেকে রক্ষা পেতে ভরসা করো আল্লাহ পরে,
ভাল-মন্দ যা কিছু হোক খুশী থাক তাঁর তরে।
বিপদ যিনি কাটিয়ে দেন, তিনি মোদের আল্লাহ,
ফায়ছালা যা করেন তিনি মেনে চল সর্বদা।
মালিকের বিচার থেকে উদ্ধারের নেই কোন উপায়,
বুঝে নিও, যা পেয়েছ তাই যে ছিল প্রাপ্য তোমায়।
হতাশা তো ছিন্ন করে আশাবাদীর আশার বাণী,
কভু হতাশ হয়ো নাকো প্রভু তোমার কাদের গণী।'[২]

৬. দায়িত্বভার সমর্পণ : ফিরাউনের দলবলে বসবাসকারী একজন মুমিনের যবানীতে আল্লাহ বলেছেন, فَسَتَذْكُرُوْنَ مَا أَقُوْلُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ 'আমি যা তোমাদের (ফিরাউন ও তার লোকদের) বলছি অচিরেই তোমরা তা মনে করবে। আমি আমার দায়িত্বভার আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ করছি' *(মুমিন ৪০/৪৪)*।

** সঊদী আরবের প্রখ্যাত আলেম ও দাঈ।*
*** ঝিনাইদহ।*

১. বুখারী হা/৭৪০৫; মুসলিম হা/২৬৭৫।
২. শিহাবুদ্দীন আল-আবশীহী, আল-মুস্তাতরাফ ২/১৫১।

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেছেন, إِنَّ أَكْبَرَ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللهِ {وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ} 'কর্মভার আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ সংক্রান্ত আল্লাহ্র কিতাবে সবচেয়ে বড় আয়াত আল্লাহ্র বাণী 'আর যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার জন্য বেরোনোর উপায় করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে জীবিকা দেন যা সে ভাবতেও পারে না' *(তালাক্ব ৬৫/২-৩)*।[৩]

আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম তাঁর শিক্ষক ইবনু তায়মিয়ার বরাত দিয়ে বলেছেন, 'ফায়ছালাকৃত বিষয়কে দু'টি জিনিস ঘিরে থাকে। আগে থাকে ভরসা পরে থাকে সন্তুষ্টি। সুতরাং কাজে নামার আগে যে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে এবং কাজের পরে আল্লাহ্র উপর সন্তুষ্ট থাকে সেই উবূদিয়াত বা দাসত্বের দায়িত্ব পালন করে'।[৪]

এজন্যই ইস্তিখারার দো'আয় দেখুন বলা হয়েছে, وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِى بِهِ– 'আমার জন্য কল্যাণ নির্ধারণ কর, তা সে যেখানেই হোক ও তাতে আমাকে খুশী রাখ'।[৫] সুতরাং সিদ্ধান্তকৃত কাজে নেমে পড়ার আগে আল্লাহ্র উপর ভরসা করলে তা হবে আল্লাহ্র নিকট কর্মভার সমর্পণ, আর কাজ শেষে তার উপর ভরসা করলে তা হবে সন্তুষ্টি।

৭. কাজের উপায়-উপকরণের ব্যবস্থা করা, তবে তাকে কার্য সাধনে স্বয়ংসম্পূর্ণ না ভাবা :

জীবন ধারণে বা কোন কাজ সম্পন্ন করতে যে উপায়-উপকরণ অবলম্বনের কথা অস্বীকার করে এবং নিশ্চেষ্ট বসে থাকে, সে গণ্ডমূর্খ ও পাগল। আবার যে আল্লাহ্র কুদরতের উপর ভরসা না করে শুধুই উপায়-উপকরণ নিয়ে পড়ে থাকে তার আচরণ শিরকী।

আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ قَالَ : اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ– 'এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি কি তাকে (আমার উষ্ট্রীটাকে) বেঁধে রেখে (আল্লাহ্র উপর) ভরসা করব, না কি তাকে বন্ধনমুক্ত করে দিয়ে ভরসা করব? তিনি বললেন, আগে বেঁধে রাখো, তারপর ভরসা কর'।[৬] অনেক সময় বান্দা আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করা ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পায় না, অথচ দেখুন এই দো'আ কতই না উত্তম অবলম্বন।

আল্লাহ তা'আলা নিজেই তাঁর বান্দাদেরকে উপায় অবলম্বন করতে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন, هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِزْقِهِ 'তিনি সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে অনুকূল করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তার (ভূমির) বুকে বিচরণ করো এবং তাঁর দেওয়া রূযী খাও' *(মুলক ৬৭/১৫)*। তিনি আরও বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوْا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– 'তারপর যখন (জুম'আর) ছালাত শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র দেওয়া অনুগ্রহ (জীবিকা) অনুসন্ধান করবে, আর আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করবে। সম্ভবতঃ তোমরা সফল হবে' *(জুম'আ ৬২/১০)*। তিনি আরও বলেন, وَآخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللهِ– 'আর অন্য কিছু লোক আছে, যারা যমীনে বিচরণ করে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ (জীবিকা) তালাশ করে' *(মুযযাম্মিল ৭৩/২০)*।

ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর যুগে কিছু লোক দাবী করত যে তারা ভরসাকারী। তারা বলত, আমরা বসে থাকব, আমাদের খাওয়া-পরা দেওয়ার দায়িত্ব আল্লাহ্র উপর। তাদের উক্তি সম্পর্কে ইমাম ছাহেবকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'এটা একদম রাবিশ কথা, আল্লাহ কি বলেননি, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ– فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِيْ الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ– 'হে ঈমানদারগণ! যখন জুম'আর দিনে ছালাতের আযান দেওয়া হয় তখন তোমরা বেচাকেনা ছেড়ে আল্লাহ্র যিকিরে (ছালাতে) এগিয়ে এস। যদি তোমাদের বোধ-বুদ্ধি থাকে তবে এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। অতঃপর যখন ছালাত শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা যমীনে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ (জীবিকা) তালাশ করবে আর আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করবে, সম্ভবতঃ তোমরা সফল হবে' *(জুম'আ ৬২/৯-১০)*।[৭]

তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কার্যাবলী :

১. কুলক্ষণ ও অশুভ : কুলক্ষণ ও অশুভ বলতে বুঝায়- কোন মানুষ একটা কিছু দেখতে কিংবা শুনতে পেয়ে তাকে কুলক্ষণ ও অশুভ গণ্য করে এবং মনে করে যে, এই দেখা বা শোনার ফলে তার মনোবাসনা ও লক্ষ্য মোটেও পূরণ হবে না। আর কাজে নামার আগে এরূপ ঘটলে তার ঐ কাজে নামা উচিত হবে না।

এরূপ অশুভ ভাবনা আল্লাহ্র উপর ভরসার একেবারেই পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ্র সঙ্গে জুড়ে থাকা মন এবং আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী কোন অন্তরকে কখনই কোন কানা লোকের দর্শন, বাম দিক দিয়ে পাখি উড়ে যাওয়া, বিমানে

৩. *আল-মু'জামুল কাবীর, ৯/১৩৩, হা/৮৬৫৯।*
৪. *ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালিকীন ২/১২২।*
৫. *বুখারী হা/১১৬২; তিরমিযী হা/৪৮০; নাসাঈ হা/৩২৫৩।*
৬. *তিরমিযী হা/২৫১৭, আলবানী এটিকে হাসান বলেছেন।*
৭. *ইবনুল জাওযী, তালবীসু ইবলীস, পৃঃ ৩৪৮।*

তের নম্বর সিট লাভ করা ইত্যাকার কোন অনর্থক ও বাতিল কথা তার গন্তব্য থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে না।

এদিকে নবী করীম (ছাঃ)ও কুলক্ষণ ও অশুভ গণ্য করা সম্পর্কে সবাইকে হুঁশিয়ার করেছেন। তিনি বলেছেন, لاَ طِيَرَةَ 'কুলক্ষণ ও অশুভ বলে কিছু নেই'।[৮]

এই কুলক্ষণ ও অশুভর প্রতি বিশ্বাস এবং এগুলো মেনে চলা কেবলই যে তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী তা নয়; বরং এগুলো আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসেরও পরিপন্থী।

২. জ্যোতিষী ও গণকের কাছে যাওয়া : তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী যেসব কাজ রয়েছে তন্মধ্যে জ্যোতিষী, গণক ও হারানো বস্তুর সন্ধানদাতাদের নিকট ধর্ণা দেওয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসব গণক ও জ্যোতিষী অদৃশ্য লোক ও ভবিষ্যৎ জানার দাবী করে। মুমিন বান্দা যদি সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্র উপর ভরসা করে থাকে তাহ'লে সে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারস্থ হবে না এবং যিনি ছাড়া আর কারো গায়েব বা অদৃশ্য লোকের খবর জানা সম্ভব নয়, সেই মহান আল্লাহকে ছেড়ে অন্য কাউকে সে খুঁজবে না।

ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আলী (রাঃ) যখন খারেজীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করছিলেন তখন এক জ্যোতিষী এসে তাঁকে বলে, হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি এই যুদ্ধে যাবেন না। কারণ চাঁদ এখন বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করছে। চাঁদ বৃশ্চিক রাশিতে থাকাকালে আপনি যাত্রা করলে আপনার বাহিনী পরাজিত হবে। তখন আলী (রাঃ) বলেছিলেন, আমি বরং আল্লাহ্র উপর ভরসা ও ভরসার্থে এবং তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণ করতে অবশ্যই যাত্রা করব। শেষ পর্যন্ত তিনি যাত্রা করেন এবং ঐ সফরে তিনি প্রচুর কল্যাণ লাভ করেন। অধিকাংশ খারেজী এ যুদ্ধে ধরাশায়ী হয়। আর নবী করীম (ছাঃ)-এর আদেশ মতো যুদ্ধ করে জয়ী হওয়াতে আলী (রাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন।[৯]

কোন মুমিন যদি এ ধরনের কোন জ্যোতিষী, গণকঠাকুর কিংবা হারানো বস্তুর সন্ধানদাতা থেকে কোন খবর শুনতে পায় তাহ'লে তার বিরোধিতা করা এবং তার কোন কথা বিশ্বাস না করাতেই সে সর্বাত্মক মঙ্গল লাভ করবে।

৩. তাবীয ঝুলান : গলা, হাত ইত্যাদি যে কোন অঙ্গে তাবীয ঝুলানো বা বাঁধা ভরসা বিরোধী কাজ। অনেক জাহেল মূর্খ তাদের বুকের উপর নীল সুতা কিংবা কাগজ পাতা ঝুলিয়ে রাখে। ভেল্কিভাজ, যাদুকর, গণকঠাকুর কিসিমের লোকদের থেকে তারা আত্মরক্ষার্থে এগুলো ব্যবহার করে। যার কাজ এ ধরনের তার আল্লাহ্র উপর ভরসা থাকল কোথায়?

অপরাধ অনুপাতে এসব লোক শাস্তিযোগ্য হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ 'যে তার দেহে (তাবীয ইত্যাদি) যা কিছু লটকাবে তাকে তার উপরেই সোপর্দ করা হবে'।[১০] যখন সে কালি লেখা পাতা বা অনুরূপ কিছু ঝুলাবে এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে না, তখন আল্লাহ তাকে ঐ ঝুলানো বস্তুর উপরে অর্পণ করবেন। তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য এটাই হবে যথেষ্ট।

৪. গাছ, পাথর ইত্যাদিকে বরকতময় ভেবে তার থেকে বরকত কামনা করা :

গাছ, পাথর ও অন্য যেসব জিনিস থেকে বরকত লাভের আশা করা অবৈধ সেসব কিছু থেকে বরকত লাভ করা তাওয়াক্কুল বিরোধী কাজ। কখনো কখনো এ ধরনের কাজ শিরকের দিকে ধাবিত করে। *নাঊযুবিল্লাহ।*

৫. জীবিকার খোঁজ না করে বেকার বসে থাকা : ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, উপায়-অবলম্বন গ্রহণ করা তাওয়াক্কুলের অন্যতম শর্ত। অবলম্বন গ্রহণ না করা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। আমাদের এ কালে যে বালা-মুছীবত ব্যাপকতা লাভ করছে সে সম্পর্কে আমরা এখানে কিছু আলোচনা করছি। এ মুছীবত হ'ল বেকারত্ব। অনেক লোকই তাদের খাওয়া-পরার জন্য কোন কাজকর্ম না করে অন্যের উপর ভরসা করে পড়ে থাকে। ছেলে খাবারের জন্য পিতার উপর এবং ভাই চাকুরিজীবী বোনের উপর ভরসা করে থাকে। যুবশ্রেণী কোন ফলপ্রসূ কাজ তালাশ করে না, বরং তারা যে কাজে কোন শ্রম নেই কিংবা থাকলেও সামান্য তেমন কাজ নিয়ে পড়ে থাকতে ভালবাসে। জীবিকার জন্য শ্রম ও চেষ্টার উপর বেকার ও অলস সময় কাটানোকেই তারা প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অথচ কুরআন-সুন্নাহতে জীবিকা উপার্জনের অনেক পথের কথা বলা হয়েছে। আমরা তার কিছু এসব অলস বেকারদের জন্য তুলে ধরছি।

(ক) জীবিকার সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন এবং হালালের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় হালাল জীবিকা হ'ল যুদ্ধলব্ধ গণীমত। আল্লাহ বলেন, فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّبًا 'সুতরাং যুদ্ধে তোমরা যা কিছু গণীমত রূপে লাভ করেছ, তা হালাল ও পবিত্র হিসাবে ভক্ষণ কর' *(আনফাল ৮/৬৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَجُعِلَ رِزْقِىْ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِى 'আর আমার জীবিকা রাখা হয়েছে আমার বর্শার ছায়াতলে'।[১১]

(খ) নিজ হাতে কামাই : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِه، وَإِنَّ نَبِىَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه– 'কোন ব্যক্তি নিজ হাতের কামাইয়ের মাধ্যমে যা খায় তার থেকে উত্তম কোন খাদ্য সে কখনো খায়নি। আল্লাহ্র নবী দাঊদ নিজ

৮. *বুখারী হা/৫৭৫৪; মুসলিম হা/২২২৩; মিশকাত হা/৪৫৭৬।*
৯. *ইবনু তায়মিয়াহ, আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা ১/৫৭।*
১০. *তিরমিযী হা/২০৭২; নাসাঈ হা/৪০৭৯, শু'আইব আরনাঊত বলেছেন, হাদীছটি হাসান লিগাইরিহী। মিশকাত হা/৪৫৫৬।*
১১. *আহমাদ হা/৫১১৪; ইরওয়া হা/২৬৯১, আলবানী এটিকে ছহীহ বলেছেন।*

হাতের কামাই থেকে জীবিকা নির্বাহ করতেন'।[১২] তিনি আরো বলেন, لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ– 'তোমাদের কারো পিঠে করে কাঠের বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়া অপরের কাছে ভিক্ষা চাওয়া অপেক্ষা অনেক ভাল, সে লোকটা তাকে দিতেও পারে আবার নাও পারে'।[১৩]

(গ) ব্যবসা-বাণিজ্য : বহু আনছার ও মুহাজির ছাহাবীর পেশা ছিল ব্যবসা। আব্দুর রহমান ইবনু আওফ (রাঃ)-কে দেখুন, তার আনছারী ভাই তাকে তার মালের অর্ধেক দিতে চাইলে তিনি অস্বীকার করে বললেন, دُلُّونِى عَلَى السُّوقِ 'তোমরা আমাকে বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দাও'।[১৪]

(ঘ) চাষাবাদ ও ফল বাগান তৈরী : এগুলো জীবিকা অন্বেষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা এগুলোতে যতটা আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে দেখা যায়, অন্য কোন কাজে তা দেখা যায় না। এতে প্রকৃতই আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হয়। কেননা চাষী যখন বীজ বপন করে, পানি সেচ দেয় তখন তার খুব ভাল মতো জানা থাকে যে, বীজের অঙ্কুরোদগম হওয়া আল্লাহ্র মর্যির উপর নির্ভরশীল, আবার প্রাকৃতিক বিপদ-আপদ থেকে ফসলের সুরক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্রই আছে। কত ফসল যে পঙ্গপালের আক্রমণে নিঃশেষ হয়ে গেছে! আর কত ক্ষেত-খামার অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, প্রচণ্ড তুষারপাতে ধ্বংস হয়ে গেছে তার ইয়ত্তা আছে কি?

এজন্যই চাষী কৃষকরা শ্রমজীবী লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র সঙ্গে অধিক সম্পর্কযুক্ত মানুষ। তাকালেই তা নযরে আসবে।

৬. চিকিৎসার চেষ্টা না করা :

রোগশোক দেখা দিলে চিকিৎসার চেষ্টা না করা তাওয়াক্কুল পরিপন্থী কাজ। নবী করীম (ছাঃ) তো বলেছেন, مَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً 'আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ দেননি যার প্রতিষেধক বা চিকিৎসা তিনি দেননি'।[১৫]

একইভাবে তিনি রোগের চিকিৎসা করতেও আদেশ দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا 'আল্লাহ্র বান্দাগণ, তোমরা চিকিৎসা করাও'।[১৬]

আর চিকিৎসাতো আল্লাহ কর্তৃক বিধেয় অবলম্বনের অন্তর্গত।

ভরসাকারীদের কাহিনী :

আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী নেককারদের কাহিনী শুনলে বান্দা আল্লাহ্র উপর অবশ্যই তাওয়াক্কুলে উদ্বুদ্ধ হবে। আল্লাহ্র উপর সত্য ভরসা করে তারা কী ফল লাভ করেছে তা জানলে নিশ্চয়ই তার আগ্রহ বাড়বে। আর ভরসাকারীদের শিরোমণি তো আমাদের রাসূল (ছাঃ)।

নবী করীম (ছাঃ) ও তরবারিওয়ালা :

এক সফরে নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ এক মরু উপত্যকায় বিশ্রামের জন্য ডেরা ফেলেন। নবী করীম (ছাঃ) একটা গাছে তাঁর তরবারি ঝুলিয়ে রেখে শুয়ে পড়েন। ছাহাবীরাও যে যার মত ছায়াদার গাছ দেখে বিশ্রামে মশগুল হয়ে পড়েন। হঠাৎ করে নবী করীম (ছাঃ)-এর গলার আওয়াযে তারা ঘাবড়িয়ে যান। তারা তাঁর কাছে এসে দেখেন তাঁর পাশে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে, আর তার পাশে একটা তরবারি পড়ে আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদের বললেন,

إِنَّ رَجُلاً أَتَانِى وَأَنَا نَائِمٌ فَأَخَذَ السَّيْفَ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِى فَلَمْ أَشْعُرْ إِلاَّ وَالسَّيْفُ صَلْتًا فِىْ يَدِهِ فَقَالَ لِىْ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى قَالَ قُلْتُ اللهُ. ثُمَّ قَالَ فِى الثَّانِيَةِ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّى قَالَ قُلْتُ اللهُ. قَالَ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ–

'আমি ঘুমিয়ে ছিলাম, এমন সময় এই লোকটা এসে তরবারিটা হাতে করে। আমি জেগে দেখি, সে আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখলাম তার হাতে তরবারির খাপ খোলা। সে আমাকে বলল, আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। দ্বিতীয়বার সে বলল, আমার হাত থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ। এবার সে তরবারিটা খাপে পুরে ফেলল। এখন তো তাকে দেখছ, সে বসে পড়েছে'।[১৭] একেই বলে ভরসা, আত্মসমর্পণ ও আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা।

নবী করীম (ছাঃ) গিরিগুহায় :

আবুবকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, وَأَنَا فِى الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لأَبْصَرَنَا. فَقَالَ : مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا– '(ছাওর) গিরিগুহায় থাকাকালে আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, (হে আল্লাহ্র রাসূল!) কেউ যদি তার দু'পায়ের নিচ দিয়ে তাকায় তাহ'লে তো সে অবশ্যই আমাদের দেখে ফেলবে। তিনি বললেন, হে আবুবকর! দু'জন ভাবছ কি? আল্লাহ তো তাদের (আমাদের) তৃতীয়জন'।[১৮]

এই হ'ল ভরসা ও আল্লাহতে সমর্পণ, যা ভীষণ সঙ্কট কালে বান্দার থেকে খোলাখুলি ফুটে উঠেছে। বান্দা অন্তর থেকে আল্লাহ্র মুখাপেক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার উপর ভরসা করেছে এবং তার নিকটেই নিজের যাবতীয় কাজ অর্পণ করেছে, বিশেষ করে যখন আল্লাহ্র নিকট সমর্পণ ব্যতীত তার আর কোন অবলম্বন অবশিষ্ট নেই।

---

১২. বুখারী হা/২০৭২; মিশকাত হা/২৭৫৯।
১৩. বুখারী হা/২০৭৪।
১৪. বুখারী হা/৫০৭২।
১৫. বুখারী হা/৫৬৭৮।
১৬. তিরমিযী হা/২০৩৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৪৩৬; হাদীছ ছহীহ।
১৭. মুসলিম হা/৮৪৩।
১৮. বুখারী হা/৩৬৫৩; মুসলিম হা/২৩৭১।

জনৈকা মহিলা ও তার ছাগপাল :

মহিলা ও তার ছাগল পালের ঘটনায় তাওয়াক্কুলের গুরুত্বের চূড়ান্ত রূপ ধরা পড়েছে। ভরসা করলে একজন মানুষ কী ফল লাভ করতে পারে সে কথাও এ ঘটনা থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) তাঁর গ্রন্থে নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগের এ ঘটনাটি সংকলন করেছেন।

إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِيْهِ فَخَرَجَتْ فِيْ سَرِيَّةٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتَرَكَتْ ثُنْتَىْ عَشْرَةَ عَنْزاً لَهَا وَصِيْصِيَتَهَا كَانَتْ تَنْسِجُ بِهَا- قَالَ : فَفَقَدَتْ عَنْزاً مِنْ غَنَمِهَا وَصِيْصِيَتَهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ إِنَّكَ قَدْ ضَمِنْتَ لِمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِكَ أَنْ تَحْفَظَ عَلَيْهِ وَإِنِّى قَدْ فَقَدْتُ عَنْزاً مِنْ غَنَمِى وَصِيصِيَتِى وَإِنِّى أَنْشُدُكَ عَنْزِى وَصِيصِيَتِى. قَالَ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ شِدَّةَ مُنَاشَدَتِهَا لِرَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَصْبَحَتْ عَنْزُهَا وَمِثْلُهَا وَصِيصِيَتُهَا وَمِثْلُهَا-

‘জনৈকা মহিলা মদীনায় বাড়ীতে ছিল। অতঃপর সে মুসলিম সেনাদলের সাথে যুদ্ধে যাত্রা করেছিল। বাড়ীতে সে ১২টা ছাগল এবং তার কাপড় বুননের একটা তাঁত/কাঁটা/মাকু রেখে গিয়েছিল। বাড়ী ফিরে এসে সে দেখে, তার ছাগপাল থেকে একটা ছাগল আর তার সেই তাঁত/কাঁটা/মাকু নেই। সে তখন আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করে বলল, হে আমার মালিক! তুমি তো তোমার রাস্তায় যে বের হবে তার হেফাযতের দায়িত্ব নিয়েছ। এদিকে আমি তোমার রাস্তায় বের হয়ে ফিরে এসে দেখছি আমার ছাগপাল থেকে একটা ছাগল আর আমার কাপড় বুননের তাঁত/কাঁটা/মাকু নেই। আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি, আমার ছাগল ও তাঁত/কাঁটা/মাকু ফিরিয়ে দাও। উক্ত মহিলা তার মালিকের নিকট কঠিনভাবে যে শপথ করেছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বার বার তার উল্লেখ করলেন। অবশেষে মহিলাটি সকাল বেলা তার ছাগল ও অনুরূপ একটা ছাগল আর তাঁত/কাঁটা/মাকু এবং অনুরূপ একটা তাঁত/কাঁটা/মাকু ফিরে পেল’।[১৯] সুবহানাল্লাহ! কী ভীষণ ব্যাপার!!

এই মহিলা আল্লাহ্র উপর প্রকৃত অর্থে ভরসা করেছিল। ফলে আল্লাহ কেবল তার ছাগলই হেফাযত করেননি; বরং তাওয়াক্কুলের বরকতে তাকে দ্বিগুণ করে দিয়েছেন।

জনৈকা মহিলা ও তার চুলা :

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আরেকটি ঘটনা তাঁর সনদে আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

‘অতীতকালে দু’জন স্বামী-স্ত্রী ছিল। ধন-সম্পদ বলতে তাদের কিছুই ছিল না। স্বামী বেচারা একদিন সফর করে বাড়ী ফিরে এল। সে ছিল প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত। ক্ষুধায় অবসন্ন হয়ে সে তার স্ত্রীর নিকটে বলল, তোমার কাছে খাবার মত কিছু আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ, সুসংবাদ শোন তোমার নিকট আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক এসেছে। [তার কাছে আসলে কিছুই ছিল না, কেবলই আল্লাহ্র উপর আশা-ভরসা ও নির্ভর করে সে একথা বলেছিল]। পুরুষ লোকটা বলল, তোমার ভাল হোক, তোমার কাছে কিছু থাকলে একটু জলদি কর। সে বলল, হ্যাঁ আছে বৈকি। একটু ছবর কর, আমরা আল্লাহ্র রহমতের আশা করছি। এভাবে যখন তার ক্ষুধা দীর্ঘায়িত হয়ে চলল তখন সে তার স্ত্রীকে বলল, তোমার উপর রহম হোক, ওঠো, দেখ, তোমার কাছে রুটি-টুটি থাকলে তা নিয়ে এস। আমি তো ক্ষুধায় একবারে শেষ হয়ে গেলাম। স্ত্রী বলল, এই তো চুলা পেকে এল বলে, তাড়াহুড়ো কর না। এভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেলে যখন স্বামীটা আবার কথা বলবে বলবে এমন সময় স্ত্রী মনে মনে বলল, আমি উঠে গিয়ে আমার চুলাটা দেখি না। সে গিয়ে দেখল, চুলা ছাগলের সিনার/রানের গোশতে ভরপুর হয়ে আছে, আর তার যাঁতা দু’টো থেকে আটা বের হয়ে চলেছে। সে যাঁতার নিকট গিয়ে তা ঝেড়ে মুছে আটা বের করে নিল এবং চুলা থেকে ছাগলের সিনার/রানের গোশত বের করে আনল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যাঁর হাতে আবুল কাসেম মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবন তাঁর শপথ! মহিলাটি যদি তার দু’যাঁতায় যা আটা ছিল এবং ঝাড়ামুছা না করত তাহ’লে ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত যাঁতাটি তাকে আটা দিয়ে যেত’।[২০]

ওমর (রাঃ) ও কুষ্ঠরোগী এবং খালিদ (রাঃ) ও বিষ :

হাদীছের গ্রন্থগুলোতে দু’টি ঘটনার উল্লেখ আছে কিছু লোক যা দুষ্কর মনে করে।

একটি ঘটনা ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে জড়িত। তিনি একজন কুষ্ঠরোগীর সাথে বসে খেয়েছিলেন।[২১]

দ্বিতীয় ঘটনা হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর বিষ পানের সাথে জড়িত। আবুস সাফার থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার খালিদ বিন ওয়ালীদ হিরা নগরে অবস্থান করছিলেন। তখন লোকেরা তাকে বলল, احْذَرِ السُّمَّ لاَ يَسْقِيَكَهُ الْأَعَاجِمُ، فَقَالَ: إِيتُونِيْ بِه فَأُتِيَ بِه، فَأَخَذَهُ بِيَدِه ثُمَّ اقْتَحَمَهُ وَقَالَ: بِسْمِ اللهِ فَلَمْ يَضُرَّهُ شَيْئًا- ‘আপনি কিন্তু সাবধানে থাকবেন, অনারবরা যেন আপনাকে বিষ পান না করিয়ে দেয়। তিনি তখন বললেন, তোমরা আমার নিকট বিষ নিয়ে এস। তাঁর নিকট বিষ নিয়ে আসা হ’ল। তিনি ‘বিসমিল্লাহ’ বলে তা পান করে নিলেন। বিষে তার মোটেও কোন ক্ষতি হ’ল না’।[২২]

---

১৯. *আহমাদ হা/২০৬৮৩; ছহীহাহ হা/২৯৩৫, হাদীছ ছহীহ।*

২০. *আহমাদ হা/৯৪৪৫, হায়ছামী মাজমাউয যাওয়ায়েদ গ্রন্থে (হা/১৭৮৭৪)এর বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিয়েছেন। তবে শায়খ আলবানী ও শু'আয়েব আরনাউত যঈফ বলেছেন। ছহীহাহ হা/২৯৩৭-এর আলোচনা দ্রঃ।*

২১. *তিরমিযী হা/১৮১৭, সনদ যঈফ; মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা হা/২৫০২২; মূল বইয়ে ভুলবশতঃ ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ছাপা হয়েছে।*

২২. *মুসনাদে আবু ইয়া'লা হা/৭১৮৬।*

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনায় আল্লাহ তা'আলার উপর তাঁর কঠিন তাওয়াক্কুলের নিদর্শন মেলে।

আলেমগণ এ ঘটনার বেশ কিছু দিক উল্লেখ করেছেন। যেমন-

(১) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) রোগ সংক্রমণের বিষয়কে দৃঢ়ভাবে নাকচ করতে চেয়েছেন এবং কুষ্ঠরোগী থেকে নবী করীম (ছাঃ)-এর দূরে থাকার আদেশ লঙ্ঘন করতে চাননি।

(২) ওমর (রাঃ) কুষ্ঠ রোগীকে সমবেদনা জানাতে এরূপ করেছিলেন।

(৩) যে আল্লাহ্র উপর শক্তিশালী ভরসা রাখে সে হাদীছ لَا عَدْوَى 'রোগ সংক্রমণ বলে কিছু নেই'-এর উপর আমল করবে; আর যে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুলে দুর্বল সে 'কুষ্ঠরোগী থেকে পালিয়ে যাও' (فِرَّ مِنَ الْمَجْذُوم) হাদীছেরউপর আমল করবে।[২৩]

আর খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-এর ঘটনা থেকে বুঝা যায় তিনি আল্লাহ তা'আলার উপর যথার্থ ভরসা করেছিলেন বলেই বিষ তাঁর উপর কোনই ক্রিয়া করতে পারেনি। তাই বলে অন্য কারো জন্য বিষ পানে খালিদ (রাঃ)-এর অনুকরণ আদৌ সিদ্ধ হবে না। বিদ্বানগণ তাঁর ঘটনারও বেশ কিছু দিক তুলে ধরেছেন। যেমন-

(১) এটি ছিল খালিদ (রাঃ)-এর কারামত। তাই অন্য কারো পক্ষে তার অনুসরণ বৈধ হবে না। নচেৎ বিষের প্রভাবে সে নিহত হ'তে পারে।

(২) হ'তে পারে যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে খালিদের জন্য এমন কোন অঙ্গীকার ছিল যে, বিষ তাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাই খালিদ (রাঃ) আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তা পান করে নিয়েছিলেন।[২৪]

(৩) কিছু বর্ণনায় এসেছে, শত্রুপক্ষ যাতে এ দৃশ্য দেখে তার অনুগত হয় এবং মুসলমানদের জান-মালের কোন ক্ষতি না করে সেজন্য তিনি বিষ পান করেছিলেন।

শেষ কথা :

প্রিয় ভাই আমার! উপরের আলোচনা থেকে আপনার কাছে আল্লাহ্র উপর ভরসা করার শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমরা আপনাকে ব্যাখ্যা করেছি যে, ভরসা উপায়-উপকরণ অবলম্বনে বাধা দেয় না এবং উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করাকে ভরসা (توكل) বলে না; বরং তাওয়াকুল (التواكل) বা তাওয়াক্কুলের ভান বলে। তাওয়াকুল বাতিলের পূজারী ও কুঁড়েদের দর্শন।

আমরা আপনার সামনে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুলের হুকুম বা বিধান এবং যেসব ক্ষেত্রে আল্লাহ তাওয়াক্কুলের আদেশ দিয়েছেন তেমন কিছু ক্ষেত্রও আলোচনা করেছি।

আমরা আল্লাহ্র উপর যথার্থ ভরসাকারী কিছু লোকের ঘটনা এবং তাদের অর্জিত ফলাফলের কথাও আপনার সামনে তুলে ধরেছি। ভরসা বিষয়ে আল্লাহ্র সহযোগিতায় আমাদের সামান্য কিছু আলোচনা এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ তা'আলার নিকট আমাদের একান্ত প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে এবং আপনাদেরকে তাঁর উপর ভরসাকারীদের শ্রেণীভুক্ত করেন, আমাদেরকে একত্ববাদীদের দলভুক্ত করেন এবং আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন, যারা হক কথা বলে এবং হক মত বিচার করে। আর আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি বর্ষিত হৌক আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন এবং তাঁর ছাহাবীগণের উপর।

---

২৩. বুখারী হা/৫৭০৭; মিশকাত হা/৪৫৭৭।
২৪. ঐ, ১০/২৪৮।

জাতীয় গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা ২০১৭

নির্বাচিত গ্রন্থ

সকলের জন্য উন্মুক্ত

তাফসীরুল কুরআন (৩০তম পারা) (২য় সংস্করণ)

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

পুরস্কার

১ম পুরস্কার : ১০,০০০/- (সনদসহ)।
২য় পুরস্কার : ৭,০০০/- (সনদসহ)।
৩য় পুরস্কার : ৫,০০০/- (সনদসহ)।
বিশেষ পুরস্কার : ২,০০০/- (৫টি)।

প্রতিযোগিতার তারিখ : তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭-এর ২য় দিন, সকাল ১০-টা
প্রতিযোগিতার স্থান : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়
প্রশ্নপদ্ধতি : এম সি কিউ, সময় : ১ ঘণ্টা। **পরীক্ষার ফি :** ১০০ টাকা
পুরস্কার বিতরণ : তাবলীগী ইজতেমা মঞ্চ, ২য় দিন বাদ এশা।

সার্বিক যোগাযোগ
০১৯৮৭-১১৫৬৬২
০১৭২২-৬২০৩৪০

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০৭২১-৮৬১৬৮৪।

জীবনের খেলা ঘরে

*মাওলানা মুহিউদ্দীন খান**

[দেশের প্রখ্যাত আলেম, মাসিক 'মদীনা' পত্রিকার সম্পাদক এবং বাংলা ভাষায় ইসলামী ভাবধারায় সাহিত্য রচনার অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুহিউদ্দীন খান (১৯৩৫-২০১৬)। তিনি ছিলেন দেশের ইসলামী আন্দোলনের একজন সাহসী মুরব্বী। মাযহাবী মতভিন্নতা সত্ত্বেও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। ২০০৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তদানীন্তন চারদলীয় জোট সরকার আমীরে জামা'আতসহ 'আন্দোলনে'র কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে অন্যায়ভাবে কারান্তরীণ করলে তিনি এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। অথচ তখন তিনি চার দলীয় জোটের শরীক ছিলেন। এমন একজন সাহসী মানুষের আত্মজীবনী হল 'জীবনের খেলা ঘরে'। এতে মাওলানার সংগ্রামী জীবনের স্মৃতিগাথা অঙ্কিত হয়েছে। উঠে এসেছে তাঁর ব্যক্তিজীবন, কর্মজীবন ও সমকালীন ইতিহাসের নানা আলেখ্য। সেখান থেকে কিছু চম্বুক অংশ 'আত-তাহরীক'-এর পাঠকবৃন্দের জন্য পত্রস্থ করা হল।- সম্পাদক]

আমাদের এই অঞ্চলে ছয় শতাধিক বছরের মুসলিম শাসনের কালটাও সবসময় নিষ্ঠাবান মুসলমানদের জন্য অনুকূল পরিবেশমণ্ডিত ছিল না। একাধিকবার এ অঞ্চল থেকে মুসলমানদের সম্পূর্ণ উৎখাত করার অপপ্রয়াস হয়েছে। হয়েছে প্রচুর রক্তপাত। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে হযরত নূর কুতবে আলমের জেহাদ, হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের জেহাদ আন্দোলন, মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী, হাজী শরীয়তুল্লাহ, মীর নেছার আলী তিতুমীর, মাওলানা আবুবকর ছিদ্দিকী ও মুন্সী মেহেরুল্লাহ (রহঃ) প্রমুখের সংস্কার আন্দোলনের ইতিহাস মুসলমানদের বহু দুর্ভোগের অলিখিত বিবরণ বুকে ধারণ করে আছে। আমাদের প্রথম জীবনে যাঁদের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হয়েছি, তাঁদের মধ্যে মাওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ এবং মাওলানা নূর মুহম্মদ আজমীর জবানীতে মুসলমানদের দুর্ভোগ দুর্দিনের অনেক মর্মস্পর্শী ইতিহাস শ্রবণ করেছি। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে কিভাবে এই অধঃপতিত মুসলিম জাতির জন্য তিলে তিলে কলিজার খুন পানি করে তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন, এ সম্পর্কিত অনেক কাহিনীই মাওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁর জবানী থেকে শোনার সুযোগ হয়েছে।

১৯৬১-র ২রা মার্চ মঙ্গলবার অপরাহ্নে মাসিক মদীনার কয়েকটা কপি ব্যাগে পুরে মাওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁর দরবারে হাযির হলাম। মাওলানা সাহেব বাদ আছর আজাদ অফিসের আঙ্গিনার বাগানে কুরসী পেতে বসতেন। তাঁর সামনে অর্ধ বৃত্তাকারে সাজানো থাকতো অনেকগুলি হাতলছাড়া চেয়ার। প্রতিদিনই মজলিস জমতো। মাওলানা সাহেব ছিলেন আহলেহাদীছ মতাবলম্বী, তাই আছরের নামায পড়তেন মাগরিবের অন্ততঃ দু'ঘণ্টা আগে। সুতরাং মজলিস চলতো একটানা দু'ঘণ্টাতক। এ মজলিসে দেশের সেরা জ্ঞানী-গুণী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী প্রমুখ বিচিত্র ধরনের লোকজনের সমাবেশ ঘটত।

আমি যখন পৌঁছলাম, তখন মাওলানা সাহেব মাত্র বসেছেন। সামনে উল্লেখযোগ্য তেমন কেউ নাই। সালাম দেয়ার সাথে সাথেই আমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন। সাথে ছিলেন আমার সহপাঠী বন্ধু মরহুম মাওলানা মুজীবুর রহমান। লক্ষ্য করলাম, আমাকে দেখে মাওলানা ছাহেবের সুন্দর চেহারাটা যেন জ্বলজ্বল করে উঠল। হাতের ছড়িটা ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে একটা স্নেহের চুম্বন দিলেন। বললেন, আজ সকাল বেলায়ই আজাদে তোমার পত্রিকা প্রকাশ করার খবরটা পড়েছি। এমন একটা খবর পাঠ করে আমার মন আনন্দে একেবারে নেচে উঠেছে। মনে পড়ছে, আজ থেকে ষাট বছর আগে আমি যখন প্রথম কর্মক্ষেত্রে বিশেষতঃ লেখালেখির জগতে অবতরণ করেছি, তখন একদিন এক ইসলামী জালসায় সে যুগের মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় ব্যক্তিত্ব মুন্সী মেহেরুল্লাহ সাহেবের সাথে দেখা। সে বছরই আমি মাদরাসায়ে আলীয়া কলিকাতা থেকে জামাতে উলা পাস করেছি। মুন্সী সাহেব ঠিক এভাবেই আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে একটা চুম্বন দিয়ে বলেছিলেন, ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত তোমাদের ন্যায় যুবকদের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে দেখে আমি আনন্দে আত্মহারা! উল্লেখ্য যে, সে সময় মাওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ, খুলনার (বর্তমানে সাতক্ষীরা) মাওলানা আহমদ আলী, চট্টগ্রামের মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী প্রমুখ অনেকেই বলিষ্ঠ কলম হাতে নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করেছেন। মাওলানা সাহেব আরও বললেন, আমাদের পূর্বসূরী সেই মুরুব্বী পুরুষের অনুসরণে আমিও তোমাকে অভিনন্দিত করছি। তবে একটা অভিযোগও আছে। আমাকে তুমি দাওয়াত করলে না কেন?

আমি বিনয়ের সাথে জবাব দিলাম, ভয়ে। আপনাকে নিয়ে কোথায় বসাবো? তিনি বললেন, কেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রিন্সিপ্যাল ইবরাহীম খাঁ, কবি গোলাম মোস্তফা, খান বাহাদুর জসিমুদ্দীন প্রমুখ দেশবরেণ্য ব্যক্তিরা যেখানে বসেছিলেন, সেখানে কি আমার বসার কোন অসুবিধা হতো?

এ প্রশ্নের জবাব দিলেন মাওলানা মুজীবুর রহমান। তিনি সবিস্তারে আমার পাগলামির কথা, দেওয়ান আবদুল হামীদ ও কবি জহীর বিন কুদ্দুছের আয়োজনের কথা বললেন। বিবরণ শুনে মাওলানা সাহেব হাসতে লাগলেন। এই সুযোগে আমি বিনয়ের সাথে তাঁর সামনে রক্ষিত টেবিলটায় মাসিক মদীনার একখানা কপি রাখলাম। মাওলানা সাহেব কপিটা হাতে তুলে নিয়ে খুব মনোযোগ সহকারে নেড়েচেড়ে দেখলেন। পত্রিকার মান দেখেও সন্তোষ প্রকাশ করলেন। টুকিটাকি কিছু উপদেশ দিলেন। বললেন, শুরু তো করেছ প্রাণের টানে, ঈমানের উত্তাপ তাড়িত হয়ে, তবে কাজটা খুবই কঠিন। এই সাধনায় আমি বিগত ষাটটি বছর অতিক্রম করেছি। মুসলিম সমাজের অনুভূতি যে কোন্ স্তরে পৌঁছে দেয়া হয়েছে, তা পদে পদেই

* প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মাসিক মদীনা।

অনুভব করতে পারবে। তবে যখনই কোন সংকট অনুভব কর, আমার নিকট চলে এসো। আমার আন্তরিক সহযোগিতা পাবে।

সেদিনের মজলিসে এ দেশের মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতি উদ্ধারের সাধনা এবং প্রতিপক্ষের নোংরা কর্মকৌশল নিয়েই আলোচনা হ'ল। সেদিন আমার কানে যে কথাটি সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছিল, তা হচ্ছে, মাওলানা সাহেব বলছিলেন, আমাদের তিন পুরুষের সাধনায় বাংলার মুসলমানদের একটা স্বতন্ত্র পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আমরা অনেক সাধনার পরও নিজেদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি, স্বতন্ত্র ভাষাশৈলী নির্মাণ করতে পারি নাই। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তারপর রবী ঠাকুররা আমাদেরকে 'যবন হরিদাসে' রূপান্তরিত করার যে অপপ্রয়াস শুরু করেছিল, চল্লিশের দশকে তা থেকে আমরা বাহ্যত বের হয়ে আসতে সক্ষম হলেও এই ষাটের দশকে এসে আমরা পুনরায় একটা ভয়াবহ পরাজয়ের মুখোমুখি হয়েছি। আজ এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের যে তোড়জোড় দেখতে পাচ্ছি, এসবের মধ্যে আমাদের বিগত তিন পুরুষের চেষ্টা-সাধনার শোচনীয় ব্যর্থতাই আমি প্রত্যক্ষ করছি। এক শ্রেণীর শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীর মধ্যে যে হারে অপসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ বাড়ছে, খুব শীঘ্রই এমন একটা সময় আসবে যে, আমাদের সকল অর্জন এসব অপসংস্কৃতির সয়লাবে খড়কুটার মত ভেসে যাবে বলে আমার আশঙ্কা হয়। সামনে খুব দুর্দিনের ঘনঘটা দেখতে পাচ্ছি। আমরা লড়েছি অমুসলিমদের বিরুদ্ধে। তখন মুসলমান সমাজ বিদ্যাবুদ্ধি এবং অর্থবিত্তে এখনকার তুলনায় অনেক দুর্বল হলেও তাদের মধ্যে একতা ছিল। শত্রু-মিত্রের পার্থক্যবোধ এখনকার তুলনায় অনেক প্রখর ছিল। তারা জ্ঞানী-গুণীদের কথার গুরুত্ব দিতে জানতেন। কিন্তু ইদানীংকালে সে অনুভূতি যেন অনেকটাই ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে আমি আত্মহননের প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি! এমন একটা যুগ সন্ধিক্ষণে তোমার মাসিক মদীনাকে আমি কোন ভাষায় খোশ আমদেদ জানাবো বুঝে পাচ্ছি না। দোয়া করি, সফলকাম হও! *(পৃঃ ২৫৬-৫৮)*।

উল্লেখ্য যে, এ বছর রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী নিয়ে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী খুব তোড়জোড় শুরু করেছিল। অবশ্য সচেতন মুসলমানদের প্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত ওরা পিঠটান দিতে বাধ্য হয়েছিল। তবে সাময়িক এই পরাজয়ে ওরা থেমে যায় নাই। বরং ওদের সাংস্কৃতিক হ্যাংলাপনা আরও বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আর শেষ পর্যন্ত ত্রিকালদর্শী জ্ঞানবৃদ্ধ মাওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁর আশঙ্কাও একদিন অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হতে আমরা দেখেছি।

নানা কারণে ৬৯ সালটা[১] ছিল খুবই ঘটনাবহুল। এই বছরই প্রথম মার্কিন নভোচারীরা চাঁদে অবতরণ করে। সারা দুনিয়াতে তখন একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একশ্রেণীর ছ্যাবলা লোক চাঁদে মানুষের পদচারণাকে ধর্ম-বিশ্বাসের উপর আঘাত করার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত হয়। অন্যদিকে একশ্রেণীর অর্ধশিক্ষিত ধর্মীয় পণ্ডিত বিষয়টা ধর্ম-বিশ্বাসের পরিপন্থী এবং কোন অবস্থাতেই তা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করতে কোমরে গামছা বেঁধে নেমে পড়ে। বাংলাদেশের ধর্মীয় পণ্ডিত গোষ্ঠীর মধ্যে যে কত পদের মাল রয়েছে তা অনুধাবন করার কিছুটা সুযোগ আমার তখনই হয়েছিল।

বাংলা ভাষায় ইসলামী পঠনসামগ্রীর শোচনীয় দৈন্যদশা সম্পর্কে আমার কিছুটা ধারণা ছাত্র জীবনেই হয়েছিল। বিশেষতঃ যাদের মধ্যে কোরআন-হাদীসের জ্ঞান রয়েছে, দুনিয়া এবং এর পারিপার্শ্বিকতা বিষয়ে তাদের ধারণার শোচনীয়তা আমাকে পীড়িত করতো। খুবই দ্রুত বিবর্তনশীল পৃথিবী সম্পর্কে জানবার বোঝবার চেষ্টা না করে বরং উল্টা তর্ক আমরা অনেকেই বেশ রপ্ত করেছিলাম। এমনই এক বিরক্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম মাসিক মদীনার দ্বিতীয় সংখ্যার কপি প্রেসে দেয়ার সময়। এক পড়ন্ত বেলায় একা একা বসে আছি ইংলিশ রোডের অফিসটায়। এমন সময় এলেন মুরুব্বী শ্রেণীর এক ভদ্রলোক। বললেন, তিনি একটি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে হেড মৌলভীর চাকরী করতেন, সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত হয়েছেন। মানুষ চাঁদে যেতে পারে এ কথার প্রতিবাদ করে তিনি একটা দীর্ঘ নিবন্ধ রচনা করেছেন। প্রবন্ধটা তিনি মাসিক মদীনায় ছাপাতে আগ্রহী এবং এখানে বসে তিনি এই দীর্ঘ প্রবন্ধ আমাকে পড়ে শোনাতে চান। আমি তাঁর লেখাটার উপর একটুখানি চোখ বুলিয়েই বুঝতে পারলাম, এটা ছাপার উপযুক্ত নয়। তবুও চক্ষুলজ্জার খাতিরে বললাম, এত বড় প্রবন্ধ পড়ে শোনানোর প্রয়োজন নাই, রেখে যান, অবসর মত আমি নিজেই পড়ে দেখব। কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা, আমাকে না শুনিয়ে ছাড়বেন না। আমার সম্মতি না নিয়েই পড়তে শুরু করলেন। আধঘণ্টাতক চোখ বুজে শুনলাম। এর মধ্যে হাজির হলেন দেওয়ান আব্দুল হামীদ এবং অধ্যাপক নূরুল হক। (শেষোক্তজন বর্তমানে লন্ডনে ব্যারিস্টারী করেন বলে শুনেছি। তখন নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজে অধ্যাপনা করতেন)।

আমি চোখ মুখ বন্ধ করে শুনছিলাম। কিন্তু নূরুল হক শুনতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, হুযুর, এবার থামুন। আপনার এই লেখা মাসিক মদীনায় ছাপা হবে না। সুতরাং আর কষ্ট করবেন না। ভদ্রলোক রাগতঃস্বরে জানতে চাইলেন, কেন ছাপা হবে না শুনি? নূরুল হক বললেন, এজন্য যে, প্রথমতঃ এ পর্যন্ত যা শুনলাম, তার একটি বাক্যও শুদ্ধ হয় নাই। তাছাড়া মানুষ চাঁদে পৌঁছুতে পারে না, এটা ইসলামী বক্তব্য নয়। চাঁদ তো একটা গ্রহ মাত্র। মানুষের সেবার জন্য আল্লাহ পাক তাঁর কুল কায়েনাত সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং সেই মানুষ তার কোন খাদেমের গায়ে পা রাখলে সেটা সর্বনাশের কি হলো?

ভদ্রলোক একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন, অমন কথা যে বলবে বা বিশ্বাস করবে, সে নির্ঘাত কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং আমার এ লেখা প্রকাশ করে মাসিক

১. *মূল বইয়ে ভুলবশতঃ ৬১ ছাপা হয়েছে।- সম্পাদক।*

মদীনাকে প্রমাণ করতে হবে যে, আমরা কুফুরী মতবাদ প্রচার করতে নামি নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন হুমকি দিতে লাগলেন যে, তাঁর অনেক ছাত্র আছে। যদি এই লেখা ছাপা না হয় তবে তিনি ছাত্রদের দিয়ে এর প্রতিকার করবেন। পত্রিকা কি করে চালাই দেখে নিবেন।

এবার দেওয়ান আব্দুল হামীদ মুখ খুললেন। বললেন, জনাব! এবার আপনি আসতে পারেন। ছাত্র জুটিয়ে আসবেন। আমরা তখন এখানে তালা লাগিয়ে পালিয়ে যাব। তবুও আপনার এই 'রাবিশ' ছাপার জন্য রাখা যাবে না।

ভদ্রলোক বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিলেন আর রাগে ফুঁসছিলেন। আমি কিন্তু মোটেও ঘাবড়ালাম না। কেননা ইতিপূর্বে সাপ্তাহিক 'নেজামে ইসলাম' পত্রিকা এবং পরে সাপ্তাহিক 'আজ' সম্পাদনা করতে গিয়ে এ ধরনের অনেক পাগলের মোকাবেলা করতে হয়েছে। কিন্তু এ লোকটি মনে হল বেশ সেয়ান পাগল। যা হোক, শেষ পর্যন্ত ঝক্কি-ঝামেলার পর লোকটাকে বিদায় করা গেল *(পৃঃ ২৫৮-৬০)*।

আব্বার নিকট পত্রিকা প্রকাশ করার অনুমতি নিয়েছিলাম। কিন্তু তখন সম্ভবতঃ তিনি আমার এই উদ্যোগকে যুব মানসের একটা সাময়িক খেয়ালখুশী রূপেই বিবেচনা করেছিলেন। আর্থিক কোন সহযোগিতা করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তবে তাঁর নিকট থেকে সর্বাপেক্ষা বড় সম্পদ আমি যা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে- তাঁর প্রাণ উজাড় করা 'মকবুল' দোয়া। এই দোয়া আমি পেয়েছি ১৯৭৬ সালের রমযান পর্যন্ত। সেদিনই তিনি এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। যেদিন পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল সেদিনই প্রথম একটি কপি ডাকযোগে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কপিটা হাতে পেয়ে তিনি যে কি খুশী হয়েছিলেন, তা বর্ণনা করার মত নয়। সে সপ্তাহেই আব্বা ঢাকা চলে এসেছিলেন এবং দেখা হওয়া মাত্র আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। তাঁর স্বভাবসুলভ বাৎসল্যের এই আতিশয্য আমাকে রীতিমত আবেগাপ্লুত করেছিল। বুকে অনেক বেশী বল পেয়েছিলাম। কারণ শিশুকাল থেকেই আমার এমন একটা বিশ্বাস প্রবল ছিল যে, আব্বার কোন দোয়াই আল্লাহ পাক রদ করেন না। আমি লক্ষ্য করেছি, বিগত তিন যুগের এই চলার পথে অনেক যাতনা ভোগ করেছি। এমন আর্থিক সংকটে পতিত হয়েছি, যা বলার মত নয়; কিন্তু মাসিক মদীনার অগ্রযাত্রা এসব সংকটে বাধাগ্রস্ত হয় নাই। বিগত তিন যুগে মাসিক মদীনাকে আমি কতটুকু নিষ্ঠাপূর্ণ শ্রম ও মেধা দিয়েছি জানি না, তবে মাসিক মদীনা আমাকে খ্যাতি দিয়েছে, মর্যাদা দিয়েছে, দীর্ঘ কষ্ট ভোগের পর জীবন-জীবিকায়ও কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছে। এটা 'মদীনা' নামের বরকত এবং আমার আব্বাসহ আরও জানা অজানা অসংখ্য হিতাকাঙ্ক্ষীর আন্তরিক দোয়াতেই যে সম্ভব হয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না *(পৃঃ ২৬১)*।

কর্মজীবনের চার দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। বিগত অর্ধশতাব্দীকালের আমাদের সামাজিক উত্থান-পতনের একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী হয়ে আছি। অনেক প্রসিদ্ধ বুযুর্গ এবং পাশাপাশি ভেকধারী পীর-ফকীরের ক্রিয়াকর্ম কাছে থেকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে। এখনও স্বঘোষিত বহু মোজাদ্দেদে জমানের প্রাদুর্ভাব অহরহই দেখতে পাই। এদের সাথে আমার মরহুম আব্বা এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধবের জীবনযাত্রা, চিন্তা-চেতনা এবং আমল-আখলাকের তুলনা করলে শুধু হতাশাই বাড়ে। মনে হয়, সিংহের খান্দান ক্রমেই যেন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, আর তাদের পরিত্যক্ত স্থানে এসে ভীড় করছে ফেউ জাতীয় মেরুদণ্ডহীন ধূর্ত কিছু ইতর প্রাণী!! বাংলার মুসলমান আজ নানামুখী বিজাতীয় আগ্রাসনের করুণ শিকার। কিন্তু এই মহাদুর্দিনে তাদের পার্শ্বে একজন মুন্সী মেহেরুল্লাহ বা নিদানপক্ষে একজন মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরীও নাই!!

এটা কিসের আলামত, সম্পূর্ণ ধ্বংসের, না অন্য কিছু, তা একমাত্র রাব্বুল আলামীনই বলতে পারেন!! *(পৃঃ ২৬২)*।

(২) দেশবরেণ্য আলেমে দ্বীন ও মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ড. মুহম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর পিতা মাওলানা আহমদ আলী (১৮৮৩-১৯৭৬ খৃঃ) সম্পর্কে তিনি বলেছেন, '... সাতক্ষীরার মাওলানা আহমদ আলী (রহঃ) প্রমুখ অনেকেই কলমের জেহাদে অংশ নিয়ে জাতির জন্য বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার রেখে গেছেন' *(পৃঃ ৬৫)*।

(৩) ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মার্চ লাহোরে আয়োজিত উপমহাদেশের সকল অঞ্চলের মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক মহাসমাবেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ যুগান্ত কারী প্রস্তাবের উত্থাপক ছিলেন বাংলার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নেতা এ.কে. ফজলুল হক। এ উপলক্ষে লাহোরের সেই বিশাল জনসমুদ্রে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, অনেকের মতে সেটি ছিল এ.কে. ফজলুল হকের জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা। এ সম্মেলনেই এ.কে. ফজলুল হককে 'শেরে-বাংলা' বা বাংলার বাঘ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সাথে সাথেই সমগ্র উপমহাদেশের রাজনীতিতে এক দারুণ পরিবর্তনের সূচনা হয়। লাহোর প্রস্তাবে প্রদত্ত শেরে বাংলার হুঙ্কার সমগ্র উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে বসেও আমরা সে হুঙ্কারের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই মুরুব্বীগণের মুখে মুখে। তখন মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংবাদপত্র ছিল মাওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত দৈনিক আজাদ ও সাপ্তাহিক মোহাম্মদী। অতি উৎসাহী কর্মীদের মাধ্যমে পত্রিকা দুটিই দেশের গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত পৌঁছতে শুরু করে *(পৃঃ ৭৮)*।

(৪) ছাত্র জীবনে আমাদের সংগঠনটির নাম ছিল জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া। অর্থাৎ আরবী শিক্ষার ছাত্র সংগঠন। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আমার জানা মতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন মাওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ, মাওলানা মুনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা নূর মুহম্মদ আজমী, মাওলানা ওবায়দুল হক প্রমুখ অনেকেই। এঁরা সবাই ছিলেন এ জাতির এক একজন সেরা ব্যক্তিত্ব।

এঁদের সকলেরই মেধা, প্রজ্ঞা এবং সাধনা জাতির প্রাণশক্তি উজ্জীবিত করেছে। মুসলিম-বাংলার সাংবাদিকতার পিতৃ-পুরুষ ছিলেন মাওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ *(পৃঃ ১৩৭-৩৮)*।

(৫) ঢাকায় তখন ছিলেন মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব পীরজী হুজুর, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী, মুফতী দ্বীন মুহম্মদ খান, মাওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ, মাওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী প্রমুখ বিশিষ্ট আলেম এবং সমাজ নেতৃবৃন্দ। আক্ষেপের বিষয়, সেসব মনীষীর তুল্য ব্যক্তিত্ব আমার ধারণায় বর্তমান বাংলাদেশে খুব বেশী নাই। এটাও আমাদের জন্য একটা বড় ধরনের দুর্ভাগ্য বলতে হবে *(পৃঃ ১৬৬)*।

(৬) ঢাকায় তখন বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরীও ছিল। এগুলির মধ্যে মাওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ, মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী, হাজী বশীরুদ্দীন, মাওলানা আব্দুর রহমান কাশগড়ী এবং উর্দ্দু দৈনিক পাসবানের সম্পাদক জনাব সৈয়দ মোস্তফা হাসানের ব্যক্তিগত লাইব্রেরীগুলি ছিল স্মরণে রাখার মত।... এখন এই বিরাট ঢাকা শহরে মাওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ বা মাওলানা আবদুল্লাহ আল কাফীর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীর ন্যায় একটা লাইব্রেরী কেউ গড়ে তুলতে পারেন নি। পারেন নি মানে সেই রুচি ও গরজবোধই যেন বিলুপ্ত হয়ে গেছে *(পৃঃ ১৬৮-৬৯)*।

(৭) মাওলানা আরেফদের পরিবারটি ছিল বহু আগ থেকেই আল্লাহর দ্বীনের পথে নিবেদিতপ্রাণ।[২] বালাকোট বিপর্যয়ের পর বিহারের এনায়েত আলী-বেলায়েত আলীর নেতৃত্বে জেহাদ আন্দোলনের যে ধারাবাহিকতা অব্যাহত ছিল, ঢাকার বংশাল ছিল সে আন্দোলনের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান কেন্দ্র। বংশালের বড় মসজিদে সবসময়ই জেহাদ আন্দোলনের কর্মীরা মজুত থাকতেন। মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা হাজী বদরুদ্দীন (রহঃ) (বট্টু হাজী) ছিলেন এতদঞ্চলের জেহাদ আন্দোলনের প্রধান প্রতিনিধি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পার্বত্যাঞ্চলের মোজাহেদ ঘাঁটিগুলিতে নিয়মিত অর্থ প্রেরণ করা হতো বংশাল থেকে। ইংরেজের দক্ষ গোয়েন্দা বাহিনীর দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে বট্টু হাজীর কর্মীরা টাকা নিয়ে যেতেন সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত। ...সীমান্তের মোজাহেদ বাহিনীর সাথে বংশালের সম্পর্ক পঞ্চাশের দশকের শেষ অবধি অব্যাহত ছিল। তখনও রমযান মাসে মোজাহেদদের প্রতিনিধিরা বংশাল বড় মসজিদে আসতেন, অবস্থান করতেন এবং কিছু অর্থ সাহায্য নিয়ে যেতেন। মাওলানা মুহম্মদ আরেফ, তাঁর ছোট ভাই হাজী মুহম্মদ আকীল (রহঃ) এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মুরুব্বী এই সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন *(পৃঃ ১৬৯-৭০)*।

(৮) ...জমিয়তে আহলে হাদীসের সদর মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল কুরায়শী প্রমুখ অনেক যুগশ্রেষ্ঠ ওলামা-মাশায়েখকে। এখনও মুগ্ধ চমৎকৃত হয়ে যাই যখন ভাবি যে, ঐ সমস্ত বুযুর্গগণকে কাছে থেকে দেখা এবং তাঁদের কাছাকাছি বসা, তাদের টুকটাক খেদমত করার[৩] সৌভাগ্য আমার হয়েছিল! কারণ সেসব বুযুর্গের সমপর্যায়ের কেউ এদেশে আর জন্মগ্রহণ করেছেন বলে আমার জানা নেই *(পৃঃ ১৭৯-৮০)*।

(৯) বর্তমান এই ইংরেজী শতাব্দির শুরুতে এদেশে খৃষ্টান মিশনারী ও হিন্দু আর্যসমাজীদের পাশাপাশি কাদিয়ানী ধর্মমতের আবির্ভাব ঘটে। এদেশবাসী মুসলমানদের উপর ছিল এটা সবচাইতে বড় আঘাত। কারণ আর্যসমাজীদেরকে একজন সাধারণ মুসলমানও হিন্দু বলেই জানতো। তেমনি খৃষ্টান মিশনারীরাও তাদের নিকট চিহ্নিত ছিল।

এদের প্রচারণায় মুসলমানগণ খুব কমই কান দিত। তাই খৃষ্টান মিশনারীরা হযরত মুহম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নবুয়তের বিকল্প সৃষ্টি করে। যেহেতু এটা ছিল খৃষ্টান সাম্রাজ্যবাদীদের একটি সাজানো ষড়যন্ত্র, সে কারণে সমসাময়িক আলেম সমাজ এই ষড়যন্ত্র রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। অসংখ্য কাদিয়ানী প্রচার পুস্তিকার মোকাবেলায় মুন্সী মুহম্মদ মেহেরুল্লাহর 'রদ্দে কাদিয়ানী' নামের পুস্তকখানা এখনও স্মরণীয় হয়ে আছে। মাওলানা রুহুল আমীন (চব্বিশ পরগনা), মাওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ, মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শীও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

আমরা যাঁদের দেখেছি এবং যাঁদের লেখা পড়ে দাওয়াত ও জেহাদের পথে উদ্বুদ্ধ হয়েছি এঁদের মধ্যে আমার বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা শক্তিমান লেখক ছিলেন মাওলানা নূর মুহম্মদ আজমী ও জমিয়তে আহলেহাদীসের সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী, মাওলানা মুনীরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও মাওলানা মুহম্মদ আকরম খাঁ *(পৃঃ ১৮৩)*।

(১০) সাহিত্য ও সংবাদপত্রসেবীদের সাথে সম্পর্কের জের ধরেই ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে দেশে মার্শাল 'ল' জারী হওয়ার পরপরই ময়মনসিংহ শহরে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্ত সাময়িক পত্র-পত্রিকার সম্পাদক-মালিকদের একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে প্রধান অতিথি হয়ে এসেছিলেন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব জাকির হোসেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন সাপ্তাহিক আরাফাত সম্পাদক মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ)। ময়মনসিংহ শহরের জন্য এই সম্মেলনটি ছিল খুবই আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং এতে শহরের সর্বস্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শরীক হয়েছিলেন।... ময়মনসিংহ সম্মেলন থেকেই আমরা গঠন করেছিলাম 'ইস্ট পাকিস্তান পিরিওডিক্যালস এসোসিয়েশন' বা পূর্ব-পাকিস্তান সাময়িকী পরিষদ। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল অবহেলিত সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলোর মানোন্নয়ন এবং দাবী-দাওয়া আদায়। মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শীকে এই সংস্থার

---

২. *এঁরই পুত্র আলহাজ্জ মোহাম্মাদ আহসান ইতিপূর্বে ছিলেন ঢাকা যেলা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সভাপতি এবং বর্তমানে ঢাকা যেলা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর সভাপতি।-সম্পাদক।*

৩. *মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের ভাষ্য মতে ঢাকায় এসে তিনি মাওলানা আব্দুল্লাহিল কাফীর সাপ্তাহিক আরাফাতে দু'বছর কাজ করেছেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়েছেন (আত-তাহরীক, আগস্ট'১৬, পৃঃ ২৪, ৩৮)।- সম্পাদক।*

সভাপতি এবং কিতাব আলী তালুকদারকে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়েছিল *(পৃঃ ২১৩-১৪)*।

(১১) ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে শুক্রবার দিন হযরত সৈয়দ আহমদ ও মাওলানা ইসমাঈল দেহলভী (রহঃ) তাঁদের বিশিষ্ট কয়েকজন মুজাহিদ নেতাসহ শহীদ হন। তখন ইংরেজ, শিখ এবং সামন্তবাদী হিন্দুরা অনেকটাই স্বস্তির নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরই বিখ্যাত ইংরেজ আমলারা বলতে বাধ্য হয় যে, 'জীবিত সৈয়দ আহমদের চাইতে মৃত সৈয়দ আহমদ তাদের জন্য অনেক বেশী বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিপদ থেকে আত্মরক্ষার উদ্দেশেই ওরা পাঞ্জাবের ফরমান আলী নামক জনৈক ব্যক্তির দ্বারা উর্দু ভাষায় পবিত্র কুরআনের একটি বিকৃত তফসীর লেখায়। কিন্তু জীবন বিপন্ন জেনেও তখনকার আলেম সমাজ সেই অপচেষ্টা প্রতিহত করেছিলেন। তারপর হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে যে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে উঠেছিল, তা নির্মূল করার লক্ষ্য নিয়েই সাম্রাজ্যবাদী শয়তানেরা কাদিয়ানী ধর্মমতের সৃষ্টি করে। এ নতুন ধর্মের প্রবর্তক নিজেকে নবী বলে দাবি করে জেহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া প্রচার করে। তার যুক্তি ছিল, প্রথম জামানায় মুসলমানদের শুধু আত্মরক্ষার লক্ষ্যেই জেহাদ ফরয করা হয়েছিল। কিন্তু এ জামানায় কার বিরুদ্ধে আমরা জেহাদ করব? ইংরেজরা তো আমাদের ধর্মকর্মে বাধা দেয় না। আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিটা ছিল আকর্ষণীয়। কিন্তু প্রিয় নবীজী (সাঃ) তো বলে গেছেন যে, 'জেহাদ কেয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে'[৪]-এই হাদীসের ব্যাখ্যা কি হবে? কাদিয়ানী দাজ্জালদের প্রকৃত স্বরূপ তো আমাদের পিতৃপুরুষেরা পরিষ্কারভাবে উদঘাটন করে গেছেন। কিন্তু এ যুগের প্রতিরোধ আন্দোলনের অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করার উদ্দেশে যখন ওলামা-মাশায়েখগণেরও কারো কারো মুখে সেই কাদিয়ানী দাজ্জালদেরই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই, তখন দুঃখ রাখার আর জায়গা থাকে না। আমার মনে হয় যোগ্যতা ছাড়াই অনেকে শুধুমাত্র পৈতৃক উত্তরাধিকার সূত্রে 'গদ্দিনশীন' পীর হয়ে যান, তারা 'গদীর' প্রসারের লক্ষ্যেই হয়ত বা ঝুঁকিপূর্ণ কোন কিছুতে জড়িত হতে চান না। জনগণের বোধ-বিশ্বাস ঈমান-আকীদা নিয়ে যে মুরতাদ শয়তানেরা খেলছে, ক্রমেই দ্বীনের অনুভূতি থেকে সরিয়ে দিচ্ছে, এ সম্পর্কে সম্ভবত তারা একটু খেয়াল করার সময় পান না *(পৃঃ ২২৪-২৫)*।

---

৪. আল-মু'জামুল আওসাত্ব হা/৪৭৭৫। উক্ত শব্দে (الجهاد ماض إلى يوم القيامة) *(হাদীছটি যঈফ হলেও মর্ম ছহীহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মক্কা বিজয়ের পরে আর হিজরত নেই। কিন্তু জেহাদ ও হিজরতের নিয়ত অবশিষ্ট থাকবে' (বুখারী হা/১৮৩৪; মুসলিম হা/১৩৫৩; মিশকাত হা/২৭১৫)। -সম্পাদক।*

মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com

নিয়মিত প্রকাশনার ২০ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা
মার্চ ২০১৭

লেখা আহ্বান

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
৩০ জানুয়ারী ২০১৭

তাবলীগী ইজতেমা ২০১৭ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক,
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫
মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪, ০১৭১৭-৮৬৫২১৯,
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

মাদরাসাতুল হাদীছ আস-সালাফিয়া
(ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষার অপূর্ব সমন্বয়)
আকাশতারা, সাবগ্রাম, বগুড়া সদর, বগুড়া।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
প্লে থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত

ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু : ১০ ডিসেম্বর ২০১৬।
ভর্তি পরীক্ষা : ০২ জানুয়ারী ২০১৭ সকাল ১০টা।
নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি শুরু : ০৩ জানুয়ারী ২০১৭ ইং।
ক্লাস শুরু : ০৭ জানুয়ারী ২০১৭ ইং।

বিস্তারিত জানতে : ০১৭১০-১৪৬৯৯৯
০১৭১৬-৪৭৬৪৩২, ০১৭৩২-৪২০২৬২
email : madrasaassalafia@gmail.com

মাদরাসার বৈশিষ্ট্য সমূহ

- নির্ধারিত ক্লাসে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- প্রত্যেক বছর একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন।
- একাডেমিক ক্যালেন্ডারের সাথে সমন্বয় করে পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- দক্ষ, অভিজ্ঞ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠ দান।
- আধুনিক তথ্য ও দেশী-বিদেশী বই সমৃদ্ধ লাইব্রেরী।
- আরবী ও ইংরেজীতে কথোপকথনে অভ্যস্ত করণ।
- ক্লাসের পর কোচিং-এর বিকল্প হিসাবে 'সুপারভাইজরী স্টাডি প্রোগ্রাম'-এর সুবিধা।
- শিক্ষার্থীদের সুপ্ত মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন কো-কারিকুলাম কার্যক্রম গ্রহণ।
- পঞ্চম সমাপনী ও JDC এবং দাখিল পরীক্ষায় এ প্লাস সহ শতভাগ পাশের নিশ্চয়তা।
- স্বাস্থ্যসম্মত সুন্দর ও উন্নতমানের আবাসিক ব্যবস্থা।

Contents

ইসলামে তাক্বলীদের বিধান

*মূল (উর্দূ) : যুবায়ের আলী যাঈ**

*অনুবাদ : আহমাদুল্লাহ***

(২য় কিস্তি)

(মুক্বাল্লিদদের) একটি চালাকি :

আধুনিক যুগে দেওবন্দী ও ব্রেলভী আলেমগণ এই চালাকি করেন যে, তারা তাক্বলীদের অর্থই পরিবর্তন করে দেন। যাতে সাধারণ মানুষ তাক্বলীদের প্রকৃত অর্থ জেনে না যায়। কতিপয় উদাহরণ নিম্নরূপ-

(১) মুহাম্মাদ ইসমাঈল সাম্ভলী বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির কোন আলেমের এবং দ্বীনের অনুসৃত ব্যক্তির কথা ও কাজকে স্রেফ সুধারণা ও নির্ভরতার ভিত্তিতে শরী'আতের হুকুম মনে করে তার উপর আমল করা এবং আমল করার জন্য সেই মুজতাহিদের উপর নির্ভরতার ভিত্তিতে দলীলের অপেক্ষা না করা এবং দলীল অবগত হওয়া পর্যন্ত আমলকে মুলতবী না করাকে পরিভাষায় তাক্বলীদ বলা হয়'।[১]

(২) মুহাম্মাদ যাকারিয়া কান্ধলভী তাবলীগী দেওবন্দী বলেছেন, 'কেননা তাক্বলীদের সংজ্ঞা এভাবে করা হয়েছে যে, শাখা-প্রশাখাগত ফিক্বহী মাসায়েলে মুজতাহিদ নন এমন ব্যক্তির মুজতাহিদের কথাকে গ্রহণ করে নেয়া এবং তার কাছ থেকে দলীল তলব না করা এই ভরসায় যে, এই মুজতাহিদের কাছে দলীল রয়েছে'।[২]

(৩) মুহাম্মাদ তাক্বী ওছমানী দেওবন্দী বলেছেন, 'বস্তুতঃ আল্লামা ইবনুল হুমাম ও ইবনু নুজায়েম এই শব্দগুলোর মাধ্যমে 'তাক্বলীদ'-এর সংজ্ঞা প্রদান করেছেন, اَلتَّقْلِيْدُ اَلْعَمَلُ بِقَوْلِ مَنْ لَيْسَ قَوْلُهُ إِحْدَى الْحُجَجِ بِلَا حُجَّةٍ مِنْهَا– ঐ ব্যক্তির কথার উপর দলীলবিহীন আমল করাকে তাক্বলীদ বলে, যার কথা (চারটি) দলীলের মধ্য হ'তে একটি নয়'।[৩]

'তাক্বলীদের উদ্দেশ্য এটা যে, যে ব্যক্তির কথা শরী'আতের উৎসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়, দলীল তলব করা ছাড়াই তার কথার উপর আমল করা'।[৪]

এই অনুবাদ ও উদ্ধৃতিগুলিতে দু'টি চালাকি করা হয়েছে।

প্রথমতঃ হুজ্জত ছাড়াই (দলীল ব্যতীত)-এর অনুবাদ 'দলীল তলব ব্যতিরেকে' করে দেওয়া হয়েছে। মূল ভাষ্যে তলবের কোন কথাই উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয়তঃ অবশিষ্ট ইবারত (ভাষ্য) গোপন করা হয়েছে। যেখানে এটা স্পষ্টভাবে আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) এবং ইজমার দিকে প্রত্যাবর্তন করা, সাধারণ মানুষের 'মুফতী'র (আলেম) কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বিচারকের ফায়ছালা করা তাক্বলীদ নয়।

(৪) মাস্টার আমীন উকাড়বী দেওবন্দী বলেছেন, 'হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) তাক্বলীদের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে লিখেছেন, 'তাক্বলীদ বলা হয় কারো কথাকে স্রেফ এই সুধারণার ভিত্তিতে মেনে নেওয়া যে, ইনি দলীলের অনুকূলে বলবেন এবং তার থেকে দলীলের তাহক্বীক্ব না করা'।[৫] তাক্বলীদের এই সংজ্ঞা মোতাবেক রাবীর বর্ণনাকে গ্রহণ করা তাক্বলীদ ফির-রিওয়ায়াহ (বর্ণনায় তাক্বলীদ)'।[৬]

(৫) মুহাম্মাদ নাযিম আলী খান ক্বাদেরী ব্রেলভী বলেছেন, 'কুরআনের আয়াত মুজমাল (সংক্ষিপ্ত) এবং মুশকিল (দুর্বোধ্য) হয়। এর মধ্যে কিছু আয়াত বিবাদমূলক রয়েছে। কিছু আয়াত কিছু আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিকও আছে। সমন্বয়ের ও বিরোধ দূর করার পদ্ধতি তার জানা নেই। তার দোদুল্যমনতা ও সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে। এমতাবস্থায় মানুষ কেবল নিজের বিবেক, চিন্তা-গবেষণা ও শুধুমাত্র মস্তিষ্কের দ্বারাই কাজ নিবে না। বরং কোন গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেম ও মুজতাহিদের অনুসরণ ও অনুকরণ করবে। তার নিকটে রাস্তা ও পন্থা অনুসন্ধান করবে। অন্য কারো দিকে প্রত্যাবর্তন করবে না। এটাই হ'ল তাক্বলীদে শাখছী। যা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে রয়েছে'।[৭]

(৬) সাঈদ আহমাদ পালনপুরী দেওবন্দী লিখেছেন, 'আলেমদের নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করা, অতঃপর তার অনুসরণ করাই তাক্বলীদ'।[৮]

তাক্বলীদের এই মনগড়া ও সূত্রবিহীন সংজ্ঞা দ্বারা জানা গেল যে, দেওবন্দী ও ব্রেলভী সাধারণ জনতা যখন তাদের আলেমের (মৌলভী ছাহেব) নিকট থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে তার উপর আমল করে, তখন তারা ঐ আলেমের মুক্বাল্লিদ বনে যায়। সাঈদ আহমাদের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসাকারী হানাফী থাকে না। বরং সাঈদ আহমাদী (অর্থাৎ সাঈদ আহমাদ ছাহেবের মুক্বাল্লিদ) বনে যায়।

এ সকল সংজ্ঞা মনগড়া। যেগুলির প্রমাণ পূর্ববর্তী আলেমদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। এ সংজ্ঞাগুলিকে বিকৃতি (تحريفات) বলাই সঙ্গত।

তাক্বলীদের মর্ম স্রেফ এটাই যে, নবী করীম (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কারো দলীলবিহীন কথাকে হুজ্জত (দলীল) হিসাবে মেনে নেয়া, যা চারটি দলীলের অন্তর্ভুক্ত নয়। এই সংজ্ঞার উপর জমহূর বিদ্বানের ঐক্যমত রয়েছে।

জ্ঞাতব্য : অভিধানে তাক্বলীদের অন্যান্য অর্থও আছে। কতিপয় আলেম এই আভিধানিক অর্থগুলিকে কোন কোন সময় ব্যবহার করেছেন। যেমন-

---

* *পাকিস্তানের প্রখ্যাত মুহাক্কিক আলেম।*

** *সৈয়দপুর, নীলফামারী।*

১. *তাক্বলীদে আইম্মায়ে দ্বীন আওর মাক্বামে আবূ হানীফা, পৃঃ ২৪-২৫।*

২. *শরী'আত ওয়া তরীকত কা তালাযুম, পৃঃ ৬৫।*

৩. *আমীর বাদশাহ আল-বুখারী, তায়সীরুত তাহরীর (মিসরীয় ছাপা ১৩৫১ হিঃ), ৪/২৪৬, ইবনু নুজায়েম, ফাৎহুল গাফ্ফার শারহুল মানার (মিসরীয় ছাপা: ১৩৫৫ হিঃ), ২/৩৭।*

৪. *তাক্বলীদ কী শারঈ হায়ছিয়াত (ষষ্ঠ প্রকাশ ১৪১৩ হিঃ), পৃঃ ১৪।*

৫. *আল-ইক্বতিছাদ, পৃঃ ৫।*

৬. *তাহক্বীক্ব মাসআলায়ে তাক্বলীদ, পৃঃ ৩; মাজমূ'আয়ে রাসায়েল (ছাপা : অক্টোবর ১৯৯১), ১/১৯।*

৭. *তাহাফ্ফুযে আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত (লাহোর : ফরীদ বুক স্টল), পৃঃ ৮০৬।*

৮. *তাসহীল : আদিল্লায়ে কামেলাহ (করাচী : ক্বাদীমী কুতুবখানা), পৃঃ ৮৬।*

Contents

১. আবূ জা'ফর ত্বাহাবী হাদীছ মানাকে তাক্বলীদ বলেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيْث فَقَلَّدُوْهُ 'একটি দল এই (মারফূ) হাদীছের দিকে গিয়েছেন। ফলে তারা এই (হাদীছের) তাক্বলীদ করেছেন'।[৯]

পূর্বে হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলীদের গ্রন্থসমূহ হ'তে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর কথা (অর্থাৎ হাদীছ) মানা তাক্বলীদ নয়। সুতরাং ইমাম ত্বাহাবীর হাদীছের ব্যাপারে তাক্বলীদ শব্দটি ব্যবহার করা ভুল। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর ব্যাপারে এটি প্রমাণিত সত্য যে, তিনি হাদীছ মানতেন। তাহ'লে কি এখন এ কথা বলা ঠিক হবে যে, ইমাম আবূ হানীফা মুজতাহিদ নন; বরং মুক্বাল্লিদ ছিলেন? হাদীছ মেনে তিনি যদি মুক্বাল্লিদ না হন, তাহলে অন্য মানুষ হাদীছ মেনে কিভাবে মুক্বাল্লিদ হ'তে পারে?

২. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেছেন, ولا يقلد أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم– 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত কারো তাক্বলীদ করা যাবে না'।[১০]

এখানে তাক্বলীদ শব্দটি রূপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম শাফেঈর কথার উদ্দেশ্য এটা যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত কোন ব্যক্তির কথাকে দলীল ছাড়াই গ্রহণ করা উচিত নয়।

তাক্বলীদের অন্তর্নিহিত মর্মের সারাংশ : যেমনটা পূর্বে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, নবী ব্যতীত অন্যের দলীলবিহীন কথাকে চোখ বন্ধ করে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়া মানাকে তাক্বলীদ বলা হয়।

তাক্বলীদের দু'টি প্রকার প্রসিদ্ধ রয়েছে-

(১) তাক্বলীদে গায়ের শাখছী (তাক্বলীদে মুত্বলাক্ব) :

এতে তাক্বলীদকারী (মুক্বাল্লিদ) কোনরূপ খাছ করা ছাড়াই নবী ব্যতীত অন্যের দলীলবিহীন কথাকে চোখ বন্ধ করে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই মান্য করে।

জ্ঞাতব্য : অজ্ঞ ব্যক্তির আলেমের কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করা একেবারেই হক ও সঠিক। একে তাক্বলীদ বলা হয় না। যেমনটি পূর্বে সূত্রসহ বর্ণিত হয়েছে।

কিছু ব্যক্তি ভুল ও ভুল বুঝের কারণে একে তাক্বলীদ বলে। অথচ এটা ভুল। একজন মূর্খ ব্যক্তি যখন তাক্বী ওছমানী দেওবন্দী বা গোলাম রাসূল সা'ঈদী ব্রেলভীর কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞাসা করে আমল করে তখন কেউই এটা বলে না ও বুঝে না যে, এই ব্যক্তি তাক্বী ওছমানীর মুক্বাল্লিদ (তাক্বী ওছমানবী) বা গোলাম রাসূলের মুক্বাল্লিদ (গোলাম রাসূলবী)।

(২) তাক্বলীদে শাখছী :

এতে তাক্বলীদকারী (মুক্বাল্লিদ) নির্দিষ্টভাবে নবী করীম (ছাঃ) ব্যতীত কোন একজন ব্যক্তির প্রতিটি কথা ও কাজকে চোখ বন্ধ করে, চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অন্ধের মত মান্য করে।

তাক্বলীদে শাখছীর দু'টি প্রকার রয়েছে :

ক. ইমাম চতুষ্টয় ব্যতীত কোন জীবিত বা মৃত নির্দিষ্ট ব্যক্তির তাক্বলীদে শাখছী করা।

খ. ইমাম চতুষ্টয় (আবূ হানীফা, মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ)-এর মধ্য থেকে স্রেফ একজন ইমামের তাক্বলীদে শাখছী। অর্থাৎ চিন্তা-ভাবনা ছাড়া অন্ধের মত চোখ বন্ধ করে প্রত্যেকটি কথা ও কাজের তাক্বলীদ করা।

এই দ্বিতীয় প্রকারটির আরো দু'টি প্রকার রয়েছে :

(১) এই দাবী করা যে, আমরা কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও ইজতিহাদ মানি। দলীলভিত্তিক মাসায়েলে তাক্বলীদ করি না। আমরা শুধু ইজতিহাদী মাসায়েলে ইমাম আবূ হানীফা এবং হানাফীদের ফৎওয়া প্রদানকৃত মাসায়েলের তাক্বলীদ করি। যদি ইমামের কথা কুরআন ও হাদীছের বিপরীত হয় তাহ'লে আমরা ছেড়ে দেই...।

এই দাবী নব্য দেওবন্দী ও ব্রেলভী তার্কিকদের যেমন ইউনুস নু'মানী প্রমুখের।

(২) সকল মাসাআলায় ইমাম আবূ হানীফা ও হানাফীদের ফৎওয়া প্রদানকৃত মাসায়েলের তাক্বলীদ করা। যদিও এই মাসআলাগুলি কুরআন ও হাদীছের খেলাফ এবং অপ্রমাণিতও হয়। ফৎওয়া প্রদানকৃত বক্তব্যের বিপরীতে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করা।

এটাই সেই তাক্বলীদ, যা বর্তমান দেওবন্দী ও ব্রেলভী সাধারণ মানুষ ও অধিকাংশ আলেম করছেন। যেমনটি সামনে সূত্রসহ আসছে।

দলীলবিহীন তাক্বলীদের সকল প্রকারই ভুল ও বাতিল। কিন্তু তাক্বলীদের এই প্রকারটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ও গোমরাহী। এটাই সেই (তাক্বলীদ), আহলেহাদীছ ও সালাফী আলেম এবং তাদের সাধারণ জনগণ কঠিনভাবে যেটির বিরোধিতা করে থাকেন। আমাদের উস্তাদ হাফেয আব্দুল মান্নান নূরপূরী এই তাক্বলীদের ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত বাক্যে করেছেন- 'তাক্বলীদ অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহ্র বিপরীত কোন কথা ও কাজকে গ্রহণ করা বা তার উপর আমল করা'।[১১]

উছূলে ফিক্বহে দক্ষ হাফেয ছানাউল্লাহ যাহেদী ছাহেব লিখেছেন, الالتزام بفقه معين من الفقهاء والجمود عليه بكل شدة وعصبية، والاحتيال بتصحيح أخطاءه إن أمكن وإلا فالإصرار عليها، مع التكلف بتضعيف ما صح من حيث الأدلة من رأي غيره من الفقهاء–

অর্থাৎ ফক্বীহগণের মধ্য হ'তে একজন নির্দিষ্ট ফক্বীহ্র ফিক্বহকে অত্যন্ত কঠোরতা ও গোঁড়ামির সাথে আঁকড়ে ধরা ও তার উপর স্থবির থাকা এবং সাধ্যমত তার ভুলগুলিকে সঠিক প্রমাণ করার জন্য কৌশল অবলম্বন (এবং চালাকী করা)। আর যদি সম্ভব না হয় তাহ'লে তার উপর যিদ করা। অন্য

৯. *শারহু মা'আনিল আছার ৪/৩, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'গমের বিনিময়ে যব অতিরিক্ত পরিমাণে বিক্রি করা' অনুচ্ছেদ।*

১০. *মুখতাছারুল মুযানী, 'বিচার' অনুচ্ছেদ। গৃহীত : সৈয়ূত্বীর 'আর-রাদ্দু 'আলা মান উখলিদা ইলাল আরয', পৃঃ ১৩৮।*

১১. *আহকাম ওয়া মাসায়েল, পৃঃ ৫৮১।*

ফক্বীহগণের যে সকল দলীল ছহীহ প্রমাণিত হয়েছে সেগুলিকে যঈফ সাব্যস্ত করার জন্য পূর্ণ কৃত্রিমতার সাথে চেষ্টা করা'।[১২]

খুবই সম্ভব যে, কতিপয় দেওবন্দী ও ব্রেলভী আলেম এই 'তাক্বলীদে শাখছী'কে অস্বীকার করতে পারেন। এজন্য আপনাদের খেদমতে কতিপয় উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে-

(১) আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُوْنُ الْبَيْعُ خِيَارًا، 'ক্রেতা ও বিক্রেতা যতক্ষণ (দৈহিকভাবে) বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের কেনা-বেচার ব্যাপারে উভয়ের এখতিয়ার থাকবে। আর যদি খিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হয় (তাহ'লে পরেও এখতিয়ার থাকবে'। (নাফে' বলেন) ইবনু ওমর (রাঃ) কোন বস্তু ক্রয় করার পর তা পসন্দ হ'লে মালিক হ'তে (দৈহিকভাবে) পৃথক হয়ে যেতেন'।[১৩]

হানাফী আলেমগণ এই মাসআলা মানেন না। অথচ ইমাম শাফেঈ ও মুহাদ্দিছীনে কেরাম এই ছহীহ হাদীছগুলির কারণে এই মাসআলার প্রবক্তা ও আমলকারী।

মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী ছাহেব বলেছেন, يترجح مذهبه وقال : الحق والإنصاف أن الترجيح للشافعي في هذه المسئلة ونحن مقلدون يجب علينا تقليد إمامنا أبي حنيفة والله اعلم– অর্থাৎ তার (ইমাম শাফেঈর) মাযহাব অগ্রগণ্য। তিনি (মাহমূদুল হাসান) বলেছেন, 'হক ও ইনছাফ এই যে, এই মাসআলায় (ইমাম) শাফেঈর অগ্রাধিকার রয়েছে। আর আমরা মুক্বাল্লিদ। আমাদের উপর ওয়াজিব হ'ল আমাদের ইমাম আবূ হানীফার তাক্বলীদ করা। আল্লাহই ভাল জানেন'।[১৪]

গভীরভাবে চিন্তা করুন! কিভাবে হক ও ইনছাফকে ত্যাগ করে স্বীয় কল্পিত ইমামের তাক্বলীদকে বুকের সাথে লাগিয়ে নেয়া হয়েছে। এই মাহমূদুল হাসান ছাহেবই পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেন যে, 'কিন্তু ইমাম ব্যতীত অন্য কারো কথার মাধ্যমে আমাদের উপর হুজ্জাত কায়েম করা বিবেকবর্জিত'।[১৫]

মাহমূদুল হাসান দেওবন্দী ছাহেব আরো বলেছেন, 'কেননা মুজতাহিদের কথাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা হিসাবেই গণ্য হয়'।[১৬]

জনাব মুহাম্মাদ হুসাইন বাটালভী ছাহেব দেওবন্দী ও ব্রেলভীদের কাছ থেকে তাক্বলীদে শাখছী ওয়াজিব হওয়ার দলীল চেয়েছিলেন। এর জবাব দিতে গিয়ে মাহমূদুল হাসান ছাহেব দাবী করেছেন, 'আপনি আমার কাছ থেকে তাক্বলীদ ওয়াজিব হওয়ার দলীল চাচ্ছেন। আমি আপনার কাছ থেকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ এবং কুরআনের অনুসরণের সনদ তলব করছি'।[১৭]

(২) নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে একজন মহিলা নবী করীম (ছাঃ)-এর শানে বেআদবী করত। ফলে তার স্বামী তাকে হত্যা করে। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, أَلَا اشْهَدُوْا أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ 'তোমরা সাক্ষী থাক! তার রক্ত বৃথা'।[১৮]

এই হাদীছ ও অন্যান্য দলীলসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে বেআদবীকারীকে হত্যা করা আবশ্যক।[১৯] এই মত ইমাম শাফেঈ ও মুহাদ্দিছীনে কেরামের। অথচ হানাফীদের নিকটে রাসূলকে গালিদাতার যিম্মা অবশিষ্ট থাকে।[২০]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) লিখেছেন, وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا : لَا يُنْتَقَضُ الْعَهْدُ بِالسَّبِّ، وَلَا يُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بِذَلِكَ لَكِنْ يُعَزَّرُ عَلَى إِظْهَارِ ذَلِكَ... 'আবূ হানীফা ও তাঁর সাথীগণ বলেছেন, (রাসূলকে) গালি দেয়ার কারণে চুক্তি ভঙ্গ হবে না এবং এজন্য যিম্মীকে হত্যা করা যাবে না। তবে প্রকাশ্যে এরূপ করলে ভর্ৎসনা করা হবে'।[২১]

এই নাযুক মাসআলার ব্যাপারে ইবনু নুজায়েম হানাফী লিখেছেন, نَعَمْ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ تَمِيْلُ إِلَى قَوْلِ الْمُخَالِفِ فِي مَسْأَلَةِ السَّبِّ لَكِنَّ اتِّبَاعَنَا لِلْمَذْهَبِ وَاجِبٌ– 'হ্যাঁ, গালির ব্যাপারে মুমিনের অন্তর বিরোধীদের মতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু আমাদের জন্য মাযহাবের আনুগত্য করা ওয়াজিব'।[২২]

(৩) হুসাইন আহমাদ মাদানী টাণ্ডাবী লিখেছেন, 'একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, একবার তিনজন আলেম (হানাফী, শাফেঈ ও হাম্বলী) একত্রিত হয়ে এক মালেকীর কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কেন 'ইরসাল' কর? তিনি জবাব দিলেন যে, আমি ইমাম মালেকের মুক্বাল্লিদ। তার কাছে গিয়ে দলীল জিজ্ঞাসা কর। যদি আমার দলীল জানা থাকত তাহ'লে কেন তাক্বলীদ করব? তখন তারা চুপ হয়ে গেলেন'।[২৩]

ইরসাল অর্থ হাত ছেড়ে দিয়ে ছালাত আদায় করা।

(৪) একটি বর্ণনায় এসেছে, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالرَّكْعَةِ– 'নবী করীম (ছাঃ) এক রাক'আত বিতর পড়তেন এবং তিনি দু'রাক'আত ও এক রাক'আতের মাঝে কথা বলতেন'।[২৪]

---

১২. *তায়সীরুল উছূল, পৃঃ ৩২৮।*
১৩. *ছহীহ বুখারী, হা/২১০৭; 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, '(ক্রেতা-বিক্রেতার) ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করার এখতিয়ার কতক্ষণ থাকবে'? অনুচ্ছেদ; ছহীহ মুসলিম, হা/১৫৩১।*
১৪. *তাক্বরীরে তিরমিযী, পৃঃ ৩৬, অন্য সংস্করণ, পৃঃ ৩৯।*
১৫. *ঈযাহুল আদিল্লাহ (দেওবন্দ : মাত্বা' ক্বাসেমী মাদরাসা ইসলামিয়া, ১৩৩০ হিঃ), পৃঃ ২৭৬, লাইন ১৯।*
১৬. *তাক্বরীরে হযরত শায়খুল হিন্দ, পৃঃ ২৪; আল-ওয়ারদুশ শাযী, পৃঃ ২।*
১৭. *আদিল্লায়ে কামিলাহ, পৃঃ ৭৮।*
১৮. *আবুদাঊদ হা/৪৩৬১, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গালি দাতার হুকুম' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ।*
১৯. *কিন্তু এই দায়িত্ব পালন করবে দেশের সরকার, কোন ব্যক্তি বা সংগঠন নয়।-সম্পাদক।*
২০. *হেদায়া, ১/৫৯৮।*
২১. *আছ-ছারিমুল মাসলূল। গৃহীত : রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুর্রিল মুখতার, ৩/৩০৫।*
২২. *আল-বাহরুর রায়েক্ব শরহ কানযুদ দাক্বায়েক্ব, ৫/১১৫।*
২৩. *তাক্বরীরে তিরমিযী (উর্দূ), (মুলতান : কুতুবখানা মজীদিয়াহ), পৃঃ ৩৯৯।*
২৪. *মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, হা/৬৮০৩, ২/২৯১।*

এমন একটি বর্ণনা হাকেমের আল-মুসতাদরাক থেকে উল্লেখ করে আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী দেওবন্দী বলেছেন, وَلَقَدْ تَفَكَّرْتُ فِيْهِ قَرِيْباً مِنْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ سَنَةً ثُمَّ اسْتَخْرَجْتُ جَوَابَهُ شَافِياً وَذَلِكَ الْحَدِيْثُ قَوِيُّ السَّنَدِ– 'আমি এই হাদীছের (জওয়াবের) ব্যাপারে প্রায় ১৪ বছর চিন্তা করেছি। অতঃপর এর সান্ত্বনাদায়ক ও সঠিক জবাব বের করেছি। আর তা এই যে, হাদীছটি সনদের দিক থেকে শক্তিশালী'।[২৫]

(৫) আহমাদ ইয়ার খান নাঈমী ব্রেলভী লিখেছেন, 'এক্ষণে একটি ফায়ছালাকারী জওয়াব দিচ্ছি। সেটা এই যে, আমাদের দলীল এই বর্ণনাগুলি নয়। আমাদের আসল দলীল তো ইমামে আযম আবূ হানীফা (রাঃ)-এর আদেশ। আমরা এই আয়াত ও হাদীছগুলো মাসআলা সমূহের সমর্থনের জন্য পেশ করে থাকি। হাদীছসমূহ বা আয়াতসমূহ হ'ল ইমাম আবূ হানীফা (রাঃ)-এর দলীল'।[২৬]

উপরোল্লিখিত নাঈমী ছাহেব আরো লিখেছেন, 'কেননা হানাফীদের দলীল এই বর্ণনাগুলি নয়। তাদের দলীল স্রেফ ইমামের বক্তব্য'।[২৭]

(৬) এক ব্যক্তি মুফতী মুহাম্মাদকে (দেওবন্দী, প্রতিষ্ঠাতা : দারুল ইফতা ওয়াল ইরশাদ, নাযিমাবাদ, করাচী) পত্র লিখেন যে, 'এক ব্যক্তি তৃতীয় রাক'আতে ইমামের সাথে শরীক হল। ইমাম যদি সহো সিজদার জন্য সালাম ফিরায় তাহ'লে তৃতীয় রাক'আতে শরীক হওয়া মাসবূকও সালাম ফিরাবে, না ফিরাবে না? এখানে একজন বিতর্ক করছেন যে, যদি সালাম না ফিরায় তাহ'লে ইমামের ইক্তিদা (অনুসরণ) অবশিষ্ট থাকবে না। আপনি দলীল দিয়ে সন্তুষ্ট করবেন' *(মুজাহিদ আলী খান, করাচী)*।

দেওবন্দী ছাহেব তার প্রশ্নের নিম্নোক্ত জবাব দিয়েছেন-

'জবাব : মাসবূক অর্থাৎ যে প্রথম রাক'আতের পরে ইমামের সাথে শরীক হয়েছে, সে সহো সিজদায় ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে না। যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম ফিরায় তাহ'লে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। ভুলে (সালাম) ফিরালে সহো সিজদা আবশ্যক। মাসআলা না জানা থাকার কারণে (সালাম) ফিরালে ছালাত ফাসেদ হয়ে গেল। সাধারণ মানুষের জন্য দলীল চাওয়া জায়েয নয়। আর না শারঈ মাসায়েলের ব্যাপারে আপোসে বিতর্ক করাও জায়েয আছে। বরং কোন নির্ভরযোগ্য মুফতীর নিকট থেকে মাসআলা জেনে নিয়ে তার উপর আমল করা যরূরী'।[২৮]

মুফতী মুহাম্মাদ ছাহেব আরো লিখেছেন, 'মুক্বাল্লিদের জন্য তার ইমামের কথাই সবচেয়ে বড় দলীল'।[২৯]

(৭) ছহীহ হাদীছে এসেছে, مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، 'সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে যে ফজরের এক রাক'আত পেল, সে অবশ্যই ফজরের (ছালাত) পেয়ে গেল'।[৩০]

হানাফী ফিক্বহ এই ছহীহ হাদীছের বিরোধী। মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী দেওবন্দী এ মাসআলার ব্যাপারে কিছুটা গবেষণা করে লিখেছেন, 'সারকথা হ'ল, এ মাসআলাটি এখনও গবেষণাধীন। এতদসত্ত্বেও আমাদের ফৎওয়া ও আমল ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর বক্তব্য অনুযায়ীই থাকবে। এজন্য যে, আমরা ইমাম আবূ হানীফার মুক্বাল্লিদ। আর মুক্বাল্লিদের জন্য ইমামের বক্তব্য হুজ্জাত বা দলীল হয়। দলীল চতুষ্টয় (কুরআন, হাদীছ, ইজমা ও কিয়াস) নয়। কারণ এগুলি থেকে দলীল সাব্যস্ত করা মুজতাহিদের কাজ'।[৩১]

লুধিয়ানবী ছাহেব অন্যত্র লিখেছেন, 'প্রশস্ততার খাতিরে বিদ'আতীরা হানাফী ফিক্বহকে ছেড়ে কুরআন ও হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করে। আর লাগাম ঢিল দেয়ার জন্য আমরাও এ পদ্ধতি গ্রহণ করে নেই। তা না হ'লে মুক্বাল্লিদের জন্য স্রেফ ইমামের কথাই হুজ্জাত (দলীল) হয়ে থাকে'।[৩২]

মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানবী ছাহেব লিখেছেন, 'এই আলোচনা দয়া করে লিখে দিয়েছি। নতুবা হাদীছের দিকে প্রত্যাবর্তন করা মুক্বাল্লিদের কাজ নয়'।[৩৩]

(৮) ক্বাযী যাহেদ হুসায়নী দেওবন্দী লিখেছেন, 'অথচ প্রত্যেক মুক্বাল্লিদের জন্য শেষ দলীল হ'ল মুজতাহিদের বক্তব্য। যেমনটা 'মুসাল্লামুছ ছুবূত' গ্রন্থে আছে, أَمَّا الْمُقَلِّدُ فَمُسْتَنَدُهُ قَوْلُ الْمُجْتَهِدِ 'মুক্বাল্লিদের দলীল হ'ল মুজতাহিদের কথা'।

এখন যদি একজন ব্যক্তি ইমাম আবূ হানীফার মুক্বাল্লিদ হওয়ার দাবীদার হয় এবং সাথে সাথে সে ইমাম আবূ হানীফার কথার সাথে বা আলাদাভাবে কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল তলব করে, তবে অন্য কথায় সে নিজের ইমাম ও পথ প্রদর্শকের দলীল উপস্থাপনের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে না'।[৩৪]

(৯) আমের ওছমানীকে কেউ পত্র লিখেছেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা জবাব দিবেন'।

আমের ওছমানী ছাহেব তার জবাব দিয়েছেন, 'এখন কিছু কথা এ বাক্য সম্পর্কেও বলে দেই। যা আপনি প্রশ্নের উপসংহারে লিখেছেন। অর্থাৎ 'রাসূলের হাদীছ দ্বারা জবাব দিবেন'। এ ধরনের আবেদন অধিকাংশ প্রশ্নকারী করে থাকেন। এটা আসলে এই বিধান না জানার ফল যে, মুক্বাল্লিদদের জন্য কুরআন ও হাদীছের উদ্ধৃতিসমূহের

---

২৫. *আল-'আরফুশ শাযী, ১/১০৭, শব্দগুলি এর; ফায়যুল বারী, ২/৩৭৫; বিন্নূরী, মা'আরিফুস সুনান, ৪/২৬৪; দরসে তিরমিযী, ২/২২৪।*
২৬. *জা-আল হক্ব (পুরাতন সংস্করণ), ২/৯১।*
২৭. *জা-আল হক্ব, ২/৯।*
২৮. *সাপ্তাহিক 'যারবে মুমিন', করাচী, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৫, ২১-২৭ যিলহজ্জ, ১৪১৯ হিঃ, ৯-১৫ এপ্রিল ১৯৯৯, পৃঃ ৬, কলাম : 'আপ কে মাসায়েল কা হাল্ল'।*
২৯. *ঐ।*
৩০. *বুখারী হা/৫৭৯; মুসলিম হা/৬০৮।*
৩১. *ইরশাদুল ক্বারী ইলা ছহীহিল বুখারী, পৃঃ ৪১২।*
৩২. *ইরশাদুল ক্বারী, পৃঃ ২৮৮।*
৩৩. *আহসানুল ফাতাওয়া, ৩/৫০।*
৩৪. *আব্দুল ক্বাইয়ূম হক্কানী লিখিত 'দিফায়ে' ইমাম আবু হানীফা' গ্রন্থের ভূমিকা, পৃঃ ২৬।*

প্রয়োজন নেই। বরং ফক্বীহ ও ইমামদের ফায়ছালা ও ফৎওয়াসমূহের প্রয়োজন রয়েছে'।[৩৫]

(১০) শায়খ আহমাদ সারহিন্দী লিখেছেন, 'মুক্বাল্লিদের জন্য প্রযোজ্য নয় যে, মুজতাহিদের রায়ের বিপরীতে কুরআন ও সুন্নাহ হ'তে বিধানাবলী গ্রহণ করবে এবং তার উপর আমল করবে'।[৩৬]

সারহিন্দী ছাহেব তাশাহহুদে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা সম্পর্কে বলেছেন, 'যখন গ্রহণযোগ্য বর্ণনাসমূহে ইশারা করার নিষিদ্ধতা রয়েছে এবং এর অপসন্দনীয় হওয়ার উপর ফৎওয়া দেয়া হয়েছে; আর ইশারা ও মুষ্টিবদ্ধ করা থেকে নিষেধ করে থাকি এবং একে মাযহাব প্রণেতাদের যাহেরী উছূল বা প্রকাশ্য মূলনীতি বলে থাকি, তখন আমাদের মুক্বাল্লিদদের জন্য উপযুক্ত নয় যে, হাদীছ অনুযায়ী আমল করে ইশারা করার দুঃসাহস দেখাব এবং এত মুজতাহিদ আলেমদের ফৎওয়া থাকার পরেও হারাম, মাকরূহ ও নিষিদ্ধ কাজের পাপী হব'।[৩৭]

উল্লেখিত সারহিন্দী খাজা মুহাম্মাদ পারসা-এর 'ফুছূলে সিত্তাহ' থেকে উল্লেখ করেছেন যে, 'হযরত ঈসা (আঃ) অবতরণের পর ইমামে আযম (রাঃ)-এর মাযহাব অনুযায়ী আমল করবেন'।[৩৮]

(১১) আবুল হাসান কারখী হানাফী বলেছেন,

اَلأَصْل أَن كل آيَة تخَالف قَولَ أَصْحَابنا فَإِنَّهَا تحمل على النّسخ أَو على التَّرْجِيح وَالْأولَى أَن تحمل على التَّأْوِيل من جِهَة التَّوْفِيق-

'আসল কথা হ'ল, প্রত্যেকটি আয়াত যা আমাদের মাযহাব প্রণেতাদের (ফকীহদের) মতের বিপরীত হবে, সেগুলিকে 'মানসূখ' (হুকুম রহিত) কিংবা 'মারজূহ' (অগ্রহণযোগ্য) হিসাবে গণ্য করতে হবে। উত্তম হ'ল সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে সেগুলিকে তাবীল করা'।[৩৯]

শাব্বীর আহমাদ ওছমানী দেওবন্দী লিখেছেন, '(জ্ঞাতব্য : দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ যা এখানে দু'বছর বর্ণনা করা হয়েছে (তা) অধিকাংশের অভ্যাস অনুযায়ী। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) যিনি সর্বোচ্চ মেয়াদ আড়াই বছরের কথা বলেছেন, তার কাছে অন্য কোন দলীল থাকতে পারে। জমহূরের নিকটে (দুধ ছাড়ানোর মেয়াদ) দু'বছরই। আল্লাহই ভাল জানেন'।[৪০]

এই উদ্ধৃতিগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হ'ল যে, তাক্বলীদকারী আলেমরা না কুরআন মানেন আর না হাদীছ। আর না ইজমাকে নিজেদের জন্য হুজ্জাত (দলীল) মনে করেন। তাদের দলীল হচ্ছে স্রেফ ইমামের কথা।

শাহ অলীউল্লাহ দেহলভী লিখেছেন,

فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَرَى أُنْمُوْذَجَ الْيَهُوْدِ فَانْظُرْ إِلَى عُلَمَاءِ السُّوءِ، مِنَ الَّذِيْنَ يَطْلُبُوْنَ الدُّنْيَا، وَقَدِ اعْتَادُوْا تَقْلِيْدَ السَّلَفِ وَأَعْرَضُوْا عَنْ نُصُوْصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَمَسَّكُوْا بِتَعَمُّقِ عَالِمٍ وَتَشَدُّدِهِ وَاسْتِحْسَانِهِ فَأَعْرَضُوْا كَلاَمَ الشَّارِعِ الْمَعْصُوْمِ بِأَحَادِيْثَ مَوْضُوْعَةٍ وَتَأْوِيْلاَتٍ فَاسِدَةٍ، كَانَتْ سَبَبَ هَلاَكِهِمْ-

'যদি তুমি ইহূদীদের নমুনা দেখতে চাও তাহ'লে (আমাদের যুগের) মন্দ আলেমদেরকে দেখ। যারা দুনিয়া সন্ধান করে এবং পূর্ববর্তী আলেমদের তাক্বলীদ করায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তারা কুরআন ও সুন্নাহ্র দলীল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা (নিজের পসন্দনীয়) আলেমের চিন্তা-ভাবনা, তার কঠোরতা ও ইসতিহসানকে কঠিনভাবে আঁকড়ে ধরেছে। তারা নিষ্পাপ রাসূলের কথাকে ত্যাগ করে জাল হাদীছসমূহ ও বিকৃত ব্যাখ্যাগুলিকে গলায় জড়িয়ে ধরেছে। (এটাই) তাদের ধ্বংসের কারণ ছিল'।[৪১]

ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেন, 'আমাদের উস্তাদ- যিনি ছিলেন সর্বশেষ মুহাক্কিক্ব ও মুজতাহিদ- বলেছেন, আমি মুক্বাল্লিদ ফক্বীহদের একটি দলকে দেখেছি যে, আমি তাদেরকে আল্লাহ্র কিতাবের এমন অসংখ্য আয়াত শুনিয়েছি যেগুলি তাদের তাক্বলীদী মাযহাবের বিপরীত ছিল। তারা শুধু সেগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থেকেছেন তাই নয়; বরং সেগুলির দিকে কোন দৃকপাতই করেননি'।[৪২]

তাক্বলীদ ও মুক্বাল্লিদদের আসল চেহারা আপনাদের সামনে তুলে ধরা হ'ল। এখন এই তাক্বলীদের খণ্ডন পেশ করা হচ্ছে।

[চলবে]

---

৩৫. *মাসিক তাজাল্লী, দেওবন্দ, বর্ষ ১৯, সংখ্যা ১১-১২, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ ইং, পৃঃ ৪৭; আব্দুল গফূর আছারী, আছলী আহলে সুন্নাত, পৃঃ ১১৬।*
৩৬. *মাকতূবাতে ইমামে রব্বানী (নির্ভরযোগ্য উর্দূ অনুবাদ), ১/৬০১, পত্র নং ২৮৬।*
৩৭. *ঐ, ১/৭১৮, পত্র নং ৩১২।*
৩৮. *ঐ, ১/৫৮৫, পত্র নং ২৮২।*
৩৯. *উছূলুল কারখী, পৃঃ ২৯; মাজমূ'আহ ক্বাওয়ায়েদুল ফিক্বহ, পৃঃ ১৮।*
৪০. *তাফসীরে ওছমানী, পৃঃ ৫৪৮, লোকমান ৩১/১৪, টীকা-১০।*
৪১. *আল-ফাওযুল কাবীর, পৃঃ ১০,১১।*
৪২. *তাফসীরে কাবীর, তওবাহ ৩১ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ, ১৬/৩৭; আছলী আহলে সুন্নাত, পৃঃ ১৩৫, ১৩৬।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কর্তৃক আয়োজিত সম্মেলন, মুহতারাম আমীর জামা'আত প্রদত্ত জুম'আর খুৎবা এবং সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠকে প্রদত্ত বক্তব্যের নিয়মিত আপডেট পেতে ব্রাউজ করুন-

আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট
www.ahlehadeethbd.org/audiovideo.html

Youtube চ্যানেল
ahlehadeeth andolon bangladesh

ফেসবুক পেজ
www.facebook.com/Monthly.At.tahreek

Contents

তিন শ্রেণীর মুছল্লী জাহান্নামে যাবে

*যহূর বিন ওছমান**

ছালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত। এ ইবাদত কবুল হওয়ার উপরেই অন্যান্য ইবাদত নির্ভর করে। অথচ মানুষ ছালাতের যথার্থ গুরুত্ব অনুধাবন না করে যেনতেনভাবে ছালাত আদায় করে। এ ধরনের ছালাত আল্লাহ্র নিকটে কবুল হবে না; বরং এসব ছালাত আদায়কারীর জন্য পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে সে বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে।

ছালাত আদায়কারী তিন শ্রেণীর মানুষকে জাহান্নামে শাস্তি পেতে হবে। **প্রথমতঃ** যারা অলসতা বা অবহেলা বশতঃ সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করে না। তাদের ছালাত কবুল হবে না। তাদের জন্য পরকালে শাস্তি রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ 'অতঃপর দুর্ভোগ ঐসব মুছল্লীর জন্য, যারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন' *(মাঊন ১০৭/৪-৫)*। অর্থাৎ لاهون عن الصلوة ويتغافلون عنها 'যারা ছালাত থেকে উদাসীন ও খেল-তামাশায় ব্যস্ত'। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে আউয়াল ওয়াক্ত ছেড়ে যঈফ ওয়াক্তে ছালাত আদায় করে। যারা জানা সত্ত্বেও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত আদায় করে না। রুকূ-সিজদা, উঠা-বসা যথাযথভাবে করে না। ক্বিরাআত ও দো'আ-দরূদ ঠিকমত পাঠ করে না। কোন কিছুর অর্থ বুঝে না বা বুঝবার চেষ্টাও করে না। আযান শোনার পরেও যারা অলসতাবশে ছালাতে দেরী করে বা জামা'আতে হাযির হওয়া থেকে বিরত থাকে। ছালাতে দাঁড়াবার সময় বা ছালাতে দাঁড়িয়েও অমনোযোগী থাকে ইত্যাদি।[১]

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, এর অর্থ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الَّذِيْنَ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا، تَهَاوُنًا بِهَا– 'যারা অবহেলা বশে সঠিক সময় থেকে দেরীতে ছালাত আদায় করে'।[২]

ইবনু কাছীর বলেন, عَنْ صَلَوتِهِمْ سَاهُوْنَ 'তারা তাদের ছালাত থেকে উদাসীন' অর্থ হ'ল তারা নিয়মিতভাবে বা অধিকাংশ সময়ে আউয়াল ওয়াক্তের বদলে আখেরী ওয়াক্তে ছালাত আদায় করে *(ইবনু কাছীর)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلاَّ قَلِيلاً 'ওটা মুনাফিকদের ছালাত, যারা সূর্যের প্রতীক্ষায় বসে থাকে, তারপর সূর্য অস্ত যেতে শুরু করলে শয়তান তার শিং মেলিয়ে দেয়, তখন তারা দাঁড়িয়ে মোরগের মত চারটি ঠোকর মারে। তাতে আল্লাহ্র স্মরণ খুব কমই হয়'।[৩]

প্রকাশ থাকে যে, বাংলাদেশের অধিকাংশ ছালাত আদায়কারী মুসলিম জানেন যে, ছালাত ফরয। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করাও যে ফরয এটা অনেকেই জানে না। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, ছালাত আদায় করেও তিন শ্রেণীর মুছল্লী জাহান্নামে যাবে। মহান আল্লাহ ছালাত ফরয করার পর বলেছেন,–إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوْتًا 'নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্ধারিত হয়েছে' *(নিসা ৪/১০৩)*।

সময়মত ছালাত আদায় করা অন্যতম উত্তম আমল। নিম্নের হাদীছটি যার প্রমাণ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

سَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا. قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ. قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ.

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্র নিকট কোন কাজটি সর্বাধিক প্রিয়? তিনি বললেন, যথাসময়ে ছালাত সম্পাদন করা। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোনটি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, অতঃপর কোনটি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা'।[৪] অন্য হাদীছে এসেছে উম্মে ফারওয়াহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ فِىْ أَوَّلِ وَقْتِهَا. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আমল সমূহের মধ্যে কোন আমল সর্বাধিক উত্তম? তিনি বললেন, আউয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা'।[৫]

উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ্র নিকট প্রিয় ও শ্রেষ্ঠতর আমল হচ্ছে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলিম ছালাত আদায় করে শেষ ওয়াক্তে। উপরের দু'টি ছহীহ হাদীছ মাযহাবী আলেমগণ মুছল্লীদের সামনে পেশ করে না। তারা শুধু বড় জামা'আতে বেশী ফযীলত এই ধোঁকা দিয়ে মানুষকে মুনাফিকদের ছালাত শিক্ষা দেয়। আর নেতারা শেষ সময় ছালাত আদায় করলে করণীয় সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন,

* *আওলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।*

১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, পৃঃ ৫০১।*
২. *কুরতুবী হা/৬৪৮৩; বাযযার, ত্বাবারী, বায়হাক্বী। তবে বায়হাক্বী সা'দ থেকে 'মওকূফ' সূত্রে বর্ণনা করার পর সেটাকেই 'সঠিক' বলেছেন (২/২১৪-১৫)। হায়ছামী একে 'হাসান' বলেছেন (১/৩২৫)।*
৩. *মুসলিম হা/৬২২; মিশকাত হা/৫৯৩।*
৪. *বুখারী হা/৫২৭, ই.ফা.বা. হা/২১৮, পৃঃ ৫০২; মুসলিম হা/৮৫।*
৫. *আবুদাঊদ হা/৪২৬; তিরমিযী হা/১৭০; মিশকাত হা/৬০৭, সনদ ছহীহ।*

كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُمِيْتُوْنَ الصَّلاَةَ عَنْ وَقْتِهَا. قَالَ قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِىْ قَالَ صَلِّ الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

'নেতারা যখন ছালাতকে তার ওয়াক্ত থেকে দেরী করে পড়বে বা ছালাতকে তার ওয়াক্ত থেকে মেরে ফেলবে তখন তুমি কি করবে? আমি বললাম, আপনি আমাকে কি করতে আদেশ করছেন? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ছালাতের ওয়াক্তেই ছালাত আদায় করে নিবে। অতঃপর তাদের সাথে যদি পুনরায় আদায় করতে পার তাহ'লে আদায় করবে। আর তা তোমার জন্য নফল হবে'।[৬]

প্রকাশ থাকে যে, বড় জামা'আতে ছালাত আদায় করার চেয়ে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা উত্তম। কারণ ছালাতের শেষ ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা মুনাফিকী। অতএব দেরিতে ছালাত আদায় করলে মুনাফিক হয়ে জাহান্নামে জ্বলতে হবে। আউয়াল ওয়াক্তে একাই ছালাত আদায়কারী ব্যক্তির প্রতি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে বিশেষ ক্ষমা রয়েছে। উক্ববা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, يَعْجَبُ رَبُّكُمْ مِنْ رَاعِى غَنَمٍ فِىْ رَأْسِ شَظِيَّةٍ بِجَبَلٍ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ وَيُصَلِّى فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوْا إِلَى عَبْدِىْ هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ الصَّلاَةَ يَخَافُ مِنِّى فَقَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِىْ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ. 'তোমাদের প্রতিপালক আনন্দিত হন ঐ ছাগলের রাখালের প্রতি, যে একাই পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে ছালাতের আযান দেয় এবং ছালাত আদায় করে। আল্লাহ তা'আলা তখন ফেরেশতাগণকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা আমার বান্দার প্রতি লক্ষ্য কর, সে আমার ভয়ে আযান দিচ্ছে এবং ছালাত আদায় করছে। আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম'।[৭]

উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের একদল লোক বলে যে, 'আসুন ভাই আসুন খুশি-খুশি জামায়াতের সহিত নামায পড়ি। বহুত ফায়দা আছে'। অথচ দেরী করে ছালাত আদায় করে আর উপরের হাদীছ প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তা'আলা নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় ফরয করেছেন। অতএব একা হ'লেও ঐ সময়ই ছালাত আদায় করতে হবে, তবুও দেরিতে ছালাত আদায় করা যাবে না। এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চৌদ্দশত বছর পূর্বে জানিয়ে দিয়ে গেছেন।

দ্বিতীয়তঃ ছালাত আদায় করেও জাহান্নামে যাবে ঐসব মুছল্লী যারা রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতে ছালাত আদায় না করে নিজেদের মনগড়া পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِىْ أُصَلِّى 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখ, ঠিক সেভাবেই ছালাত আদায় কর'।[৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেভাবে ছালাত আদায় করেছেন, সেভাবে ছালাত আদায় করতে গেলে অবশ্যই ছহীহ হাদীছের আলোকেই ছালাত আদায় করতে হবে। কোন ইমাম, তরীকা বা মাযহাবের পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করলে সেটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতির ছালাত হবে না। যেমন এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাক্ষাতে তিন, তিন বার ছালাত আদায় করেও তা সঠিক বলে গণ্য হয়নি। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَرَدَّ وَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. فَرَجَعَ يُصَلِّى كَمَا صَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلاَثًا. فَقَالَ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِّمْنِى. فَقَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِى صَلاَتِكَ كُلِّهَا.

'রাসূল (ছাঃ) মসজিদে প্রবেশ করলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দিল। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন, তুমি যাও, পুনরায় ছালাত আদায় কর। কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি। এভাবে লোকটি তিন বার ছালাত আদায় করল। রাসূল (ছাঃ) তাকে তিন বারই ফিরিয়ে দিলেন। তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, তাঁর কসম করে বলছি, এর চাইতে সুন্দরভাবে আমি ছালাত আদায় করতে জানি না। অতএব আমাকে ছালাত শিখিয়ে দিন! অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যখন তুমি ছালাতে দাঁড়াবে তখন তাকবীর দিবে। অতঃপর কুরআন থেকে যা পাঠ করা তোমার কাছে সহজ মনে হবে, তা পাঠ করবে। তারপর ধীরস্থিরভাবে রুকূ করবে। অতঃপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর ধীরস্থিরভাবে সাথে সিজদা করবে। অতঃপর মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে বসবে। আর প্রত্যেক ছালাত এভাবে আদায় করবে'।[৯]

বিজ্ঞ পাঠক! উপরের হাদীছ দ্বারা ছালাতে দ্রুততার সাথে কিয়াম-কুউদ ও রুকূ-সিজদা করার পরিণতি জানা গেল। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِى يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ. قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِهِ؟ قَالَ

৬. *মুসলিম হা/৬৪৮; ই.ফা. বা. হা/১৩৩৮; মিশকাত হা/৬০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত, হা/৫৫২, ২/১৭৭।*
৭. *আবু দাঊদ হা/১২০৩; সনদ ছহীহ; নাসাঈ হা/৬৬৬; ছহীহাহ হা/৪১; মিশকাত হা/৬৬৫, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৬১৪, ২/২০২ পৃঃ।*
৮. *বুখারী হা/৬৩১; মিশকাত হা/৬৮৩।*
৯. *বুখারী হা/৭৫৭; তিরমিযী হা/৩০৩; নাসাঈ হা/৮৮৪; মিশকাত হা/৭৯০ 'ছালাতের বিবরণ' অধ্যায়।*

لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلاَ سُجُوْدَهَا. 'মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় চোর ঐ ব্যক্তি যে তার ছালাত চুরি করে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে কিভাবে ছালাত চুরি করে? তিনি বললেন, সে ছালাতে রুকূ ও সিজদা পূর্ণ করে না'।[১০]

রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় বড় চোর হচ্ছে যারা ছালাতের মধ্যে চুরি করে। পার্থিব জীবনে মানুষ মানুষের ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা চুরি করে, এটাকে সামান্য চুরি বলা যেতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের মহামূল্যবান সম্পদ, জান্নাতে যাওয়ার পুঁজি, কত ইবাদতের মাঝে শ্রেষ্ঠ ইবাদত চুরি করে সেই প্রকৃতপক্ষে বড় চোর।

বস্তুতঃ রুকূ-সিজদা যথাযথভাবে না করলে ছালাতই হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الصَّلاَةُ ثَلاَثَةُ أَثْلاَث الطُّهُوْرُ ثُلُثٌ وَالرُّكُوْعُ ثُلُثٌ وَالسُّجُوْدُ ثُلُثٌ فَمَنْ أَدَّهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ– 'ছালাতের ছওয়াব তিনভাগে বিভক্ত। এক-তৃতীয়াংশ পবিত্রতা, এক-তৃতীয়াংশ রুকূ ও এক-তৃতীয়াংশ সিজদায়। যে এইগুলি পূর্ণ আদায় করল তার ছালাত কবুল হ'ল এবং তার সমস্ত আমলও কবুল হ'ল। আর যার ছালাত কবুল করা হবে না, তার কোন আমলই কবুল হবে না'।[১১]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صَلاَةِ عَبْدٍ لاَ يُقِيمُ فِيْهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوْعِهَا وَسُجُوْدِهَا. 'আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার ছালাতের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যে ছালাতে রুকূ ও সিজদায় পিঠ সোজা করে না'।[১২] অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي سِتِّيْنَ سَنَةً مَا تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ، لَعَلَّهُ يُتِمُّ الرُّكُوعَ، وَلاَ يُتِمُّ السُّجُوْدَ، وَيُتِمُّ السُّجُوْدَ، وَلاَ يُتِمُّ الرُّكُوعَ. 'নিশ্চয়ই কোন মছল্লী ৬০ বছর যাবৎ ছালাত আদায় করছে, কিন্তু তার ছালাত কবুল হচ্ছে না। হয়ত সে পূর্ণভাবে রুকূ করে কিন্তু সিজদা পূর্ণভাবে করে না। অথবা পূর্ণভাবে সিজদা করে কিন্তু পূর্ণভাবে রুকূ করে না'।[১৩] অন্য বর্ণনায় আছে আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تُجْزِئُ صَلاَةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيْمَ ظَهْرَهُ فِى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ. 'মুছল্লীর ছালাত ততক্ষণ পর্যন্ত যথেষ্ট হবে না যতক্ষণ সে রুকূ ও সিজদায় তার পীঠ সোজা না করবে।[১৪]

তৃতীয়তঃ যারা লোক দেখানো ছালাত আদায় করে। মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ 'যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে' *(মাঊন ১০৭/৬)*। এটা হচ্ছে মুনাফিকদের ছালাত। যেমন মহান আল্লাহ অপর আয়াতে বলেছেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوْا كُسَالَى يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ إِلَّا قَلِيْلًا–

'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়, আর তিনিও তাদের ধোঁকায় ফেলেন। যখন ওরা ছালাতে দাঁড়ায়, তখন অলসভাবে দাঁড়ায় লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে' (*নিসা ৪/১৪২*)।

ইমাম সুয়ূতী বলেন, মুনাফিকদের ধোঁকা হ'ল লোক দেখানো ছালাত আদায় করা। এভাবে তারা যেন আল্লাহকে ধোঁকা দেয় যে, তারা ছালাত আদায় করে থাকে। অথচ আল্লাহ তাদের অন্তরের খবর রাখেন। আর আল্লাহ তাদের ধোঁকায় ফেলেন অর্থ ওদের লোক দেখানো ছালাত জানা সত্ত্বেও তিনি তাদের দুনিয়াতে জান-মালের নিরাপত্তা দান করেন। অথচ আখেরাতে তাদের জন্য জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে স্থান নির্ধারণ করেন (*নিসা ৪/১৪৫*)।[১৫]

উক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এ নির্বোধ মুনাফিকরা আল্লাহ তা'আলার সাথে প্রতারণা করছে। অথচ তিনি তাদের অন্তরের সমস্ত কথা সম্যক অবগত রয়েছেন। তাদের স্বল্প বুদ্ধির কারণে এ মুনাফিকরা মনে করে নিয়েছে যে, তাদের কপটতা যেমন দুনিয়াতে চলছে তদ্রূপ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সমীপেও চলবে। আসলে কিয়ামতের দিন তাদের অবস্থা এমন হবে যে, তারা মুসলমানদের আলোর উপর নির্ভর করে থাকতে চাইবে। কিন্তু তাওহীদবাদী খাঁটি মুসলিমগণ সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। তখন মুনাফিকরা মুসলমানদেরকে ডেকে বলবে, তোমরা থাম, আমরা তোমাদের আলোর সাহায্য চাই। মুসলমানরা তখন উত্তর দিবে, তোমরা পিছনে ফিরে যাও এবং আলো অনুসন্ধান কর। তখন তারা পিছনে ফিরবে। এমন সময় তাদের মধ্যে পর্দা পড়ে যাবে। আফসোস! মুসলমানদের মাঝে থাকবে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে করুণা ও দয়া। আর মুনাফিকদের জন্য থাকবে দুঃখ-বেদনা।

ছহীহ বুখারী ও ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মুনাফিকদের উপর সবচেয়ে ভারী ছালাত হচ্ছে এশা ও ফজরের ছালাত। যদি তারা এই ছালাতের ফযীলতের কথা জানত, তবে হাঁটুতে ভর দিয়ে হ'লেও এ ছালাতে হাযির হ'ত। কাজেই আমি তখন ইচ্ছা করি যে, তাকবীর দিয়ে কাউকে ইমামতির স্থানে দাঁড় করতঃ ছালাত আরম্ভ করিয়ে দেই, অতঃপর আমি লোকদেরকে বলি যে, তারা যেন জ্বালানী কাঠ নিয়ে এসে ঐ লোকদের বাড়ীর

---

১০. *মুসনাদে আহামাদ হা/২২৬৯৫; ছহীহুল জামে' হা/৯৮৬; মিশকাত হা/৮৮৫।*
১১. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৪৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৩৯।*
১২. *আহমাদ হা/১৬৩২৬; ছহীহাহ হা/২৫৩৬; মিশকাত হা/৯০৪।*
১৩. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ হা/২৯৬৩; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫২৯; ছহীহাহ হা/২৫৩৫, সনদ হাসান।*
১৪. *আবুদাঊদ হা/৮৫৫, ১/১২৪; মিশকাত হা/৮৭৮; ছহীহ তারগীব হা/৫২৮, তাবরানী কাবীর হা/৩৭৪৮।*
১৫. *তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারা, পৃঃ ৫০৩।*

চতুর্দিকে রেখে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং তাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দেয়। যারা জামা'আতে হাযির হয় না'।[১৬]

মূলতঃ লোক দেখানো কোন আমল আল্লাহ কবুল করেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِى يُرَائِى اللهُ بِهِ 'যে ব্যক্তি লোককে শুনানোর জন্য কাজ করে, আল্লাহ তাকে দিয়েই তা শুনিয়ে দেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কাজ করে, আল্লাহ তার মাধ্যমে তা দেখিয়ে দেন'।[১৭] অর্থাৎ আল্লাহ তাকে লজ্জিত করেন এবং স্পষ্ট করে দেন যে, সে আদৌ মোখলেছ নয়। বস্তুতঃ পূর্ণ আল্লাহভীতি এবং খুশূ-খুযূ ও একাগ্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল হয় না। আর লোক দেখানো আমলকারীকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।[১৮]

পরিশেষে বলব, সঠিক সময়ে খালেছ অন্তরে রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকায় তথা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত আদায় করতে হবে। অন্যথা ছালাত আদায় করেও জাহান্নামী হ'তে হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে ছালাত আদায়ের তাওফীক দিন-আমীন!

---

১৬. *মুসলিম হা/৬৫১।*
১৭. *বুখারী হা/৬৪৯৯; মুসলিম হা/২৯৮৬ 'শুনানো ও দেখানো' অনুচ্ছেদ।*
১৮. *মুসলিম হা/১৯০৫; মিশকাত ২০৫।*

কাযী হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ডি.বি.এইচ ট্রাভেলস এ্যান্ড টুরস-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ১৩০৩) পরিচালিত **কাযী হজ্জ কাফেলা** এ বছরও হজ্জ ও ওমরাহ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি রাসূল (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ করতে চাইলে আজই নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

২০১৭ সালের হজ্জের রেজিস্ট্রেশন চলছে

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করানো।
২. হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
৩. সম্ভবপর 'বায়তুল্লাহ'র নিকটতম স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে পায়ে হেঁটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায়ের সুব্যবস্থা।
৪. দেশী বাবুর্চী দ্বারা দেশী খাবারের ব্যবস্থা।

যোগাযোগের ঠিকানা

কাযী হজ্জ কাফেলা

পরিচালক, **কাযী হারূণুর রশীদ**

০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৬১১-৭৮৮২৩৫।

(সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ডি.বি.এইচ ট্রাভেলস এ্যান্ড টুরস, লাইসেন্স নং ২০৪)

৫১, আরামবাগ (৩য় তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

পুষ্টিকর খাদ্য মনের আনন্দ ফোন ঃ ৭৭৩০৬৬

বেলীফুল

অভিজাত মিষ্টি বিপনী

আল-হাসিব প্লাজা
গণকপাড়া,
রাজশাহী-৬৩০০

গ্রেটার রোড, গৌরহাঙ্গা
রাজশাহী-৬১০০
ফোন-৮১২১৬৫

ব্লক-এ, ৩ নং রেলওয়ে মার্কেট
জাহাঙ্গীর স্মরণী রোড,
গৌরহাঙ্গা, রাজশাহী।

ভেজাল ঔষধে দেশ সয়লাব

বিশ্বের সর্বত্র বাংলাদেশী ঔষধের সুনাম ও চাহিদা বাড়লেও দেশের চিত্র ভিন্ন। একদিকে ঔষধ শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি, অন্যদিকে দেশের বাজার ছেয়ে গেছে ভেজাল ঔষধে। সুচিকিৎসার জন্য চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশন মতে ভেজাল ঔষধ কিনে উল্টো নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অ্যালোপ্যাথিক থেকে শুরু করে আয়ুর্বেদিক ও হারবাল সব ঔষধেই মিলছে ভেজাল। ঔষধ কোম্পানীগুলো ডাক্তারদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে রোগীদের এসব ঔষধ খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন। এসব ঔষধ খেয়ে কিডনী বিকল, বিকলাঙ্গতা, লিভার, মস্তিষ্কের জটিল রোগসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগে মৃত্যুর ঘটনা বাড়ছে। পাশাপাশি রোগীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ২০০৯ সালের জুন-জুলাই মাসে রিড ফার্মাসিউটিক্যালস নামক একটি ঔষধ কোম্পানীর প্যারাসিটামল সিরাপ খেয়ে কিডনী বিকল হয়ে ঢাকা শিশু হাসপাতালে ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ২৪ শিশুর মৃত্যু হয়। যাতে সারা দেশে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। পরে তদন্তে দেখা যায় যে, ট্যানারী শিল্পে রং হিসাবে ব্যবহৃত ডায়াথেলিন গ্লাইকল কেমিক্যাল মিশ্রিত প্যারাসিটামল সিরাপ খেয়েই এইসব শিশুর মৃত্যু হয়। অনুসন্ধানে উঠে এসেছে যে, খোদ ঔষধ প্রশাসন অধিদফতরের অসাধু কর্মকর্তারাই বিভিন্ন কোম্পানী থেকে অবৈধ সুবিধা নিয়ে থাকেন। ফলে ভেজাল বিরোধী অভিযান প্রহসনে পরিণত হয়। যদিও গত আগষ্ট মাসে নিম্নমানের ঔষধ উৎপাদন করায় ৪৪টি ঔষধের রেজিস্ট্রেশন বাতিল এবং ১৪টি প্রতিষ্ঠানের সব ধরনের এন্টিবায়োটিক উৎপাদন বন্ধ করেছে ঔষধ প্রশাসন অধিদফতর।

ঔষধ বিক্রেতারা জানান, বেশী লাভের কারণে তারা ভেজাল ঔষধ বিক্রি করে। এসবের কারণে তারা ধরা পড়লে তাদের ছাড়ানোর ব্যবস্থা ঔষধ কোম্পানীগুলোই করে থাকে। একই সঙ্গে তাদের যা জরিমানা করা হয় তা সব দিয়ে দেয় ঔষধ কোম্পানীগুলো। তারা আরও জানান, অনেক বড় কোম্পানীও ভেজাল বানিয়ে থাকে। সবাইকে এসব ঔষধ দেয়া হয় না। যারা ঔষধ সম্পর্কে বুঝে না তাদের দেয়া হয়। আর বেশীর ভাগ লোক প্রেসক্রিপশন ছাড়াই ঔষধ নেয়। তাদের এসব ঔষধ দেয়া সহজ হয়।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব মতে, বিশ্বে ১৫ শতাংশ ঔষধই ভেজাল। এর মধ্যে ৩৫ শতাংশ ভেজাল ঔষধ তৈরী হয় ভারতে। এরপর নাইজেরিয়ায় ২৩ শতাংশ। এ দেশটির মোট ঔষধের মধ্যে ৪১ ভাগ ভেজাল ঔষধ। কিন্তু বাংলাদেশের ঔষধ নিয়ে কোন গবেষণা করা হয়নি। তবে দেশের একটি বেসরকারী সংস্থার তথ্যমতে, বাংলাদেশে শতকরা ১০ ভাগ ভেজাল ঔষধ বিক্রি হয়। যার মূল্য ১ হাযার কোটি টাকা।

দেশে দু'টি ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরী রয়েছে। একটি রাজধানীর মহাখালীতে আর একটি চট্টগ্রামে। রাজধানীর মহাখালীতে অবস্থিত টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে গিয়ে দেখা যায় যে, অলস সময় পার করছেন কর্মকর্তারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মকর্তা জানান, জব্দ করা ঔষধগুলোর বেশীর ভাগই টেস্টের আগেই বদলে ফেলা হয়। ঔষধ কোম্পানীগুলোর সঙ্গে এখানকার কিছু কর্মকর্তার যোগসূত্র রয়েছে বলে তিনি জানান। ঔষধ টেস্টিং ল্যাবরেটরী দেয়া তথ্যমতে, ২০১৫ সালে ঔষধের নমুনা সংগ্রহ করা হয় ৭ হাযার ১টি। এর মধ্যে মানোত্তীর্ণ নমুনার সংখ্যা ৬ হাযার ৬১২টি ও মান-বহির্ভূত নমুনার সংখ্যা ২৫৬।

ঔষধ প্রশাসনের অধিদফতরের তথ্যমতে, দেশে অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ কারখানার সংখ্যা ২৮১টি, ইউনানির সংখ্যা ২৬৬টি, আয়ুর্বেদিক ২০৭টি, হোমিওপ্যাথিক ৭৯টি ও হারবাল ৩২টি। এসব কারখানার মনিটরিং ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এছাড়া সরকারী হাসপাতালের বিনামূল্যের ঔষধ ফার্মেসীগুলোতে বিক্রি হচ্ছে অবাধে। একই সঙ্গে ঔষধের মেয়াদ টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে তা বিক্রি করছে ফার্মেসীগুলো।

বাংলাদেশের ঔষধের সবচেয়ে বড় পাইকারী মার্কেট রাজধানীর মিটফোর্ড হাসপাতালের এলাকা। ভেজাল ও নিম্নমানের ঔষধ তৈরীর অন্যতম আখড়াও হচ্ছে ঢাকার মিটফোর্ড এলাকা এবং এখান থেকেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় ভেজাল ঔষধ ছড়াচ্ছে। এরপরও এখানে কোন ঔষধ টেস্টিংয়ের ব্যবস্থা নেই।

এছাড়া চিকিৎসকরাও মোটা অংকের কমিশনের লোভে প্রায়ই অনুমোদনবিহীন ঔষধ রোগীর ব্যবস্থাপত্রে লিখে থাকেন। এসব ঔষধের চাহিদা থাকায় দোকানীরাও বাড়তি মুনাফার লোভে বিক্রি করছেন। ফলে সরকার একদিকে রাজস্ব হারাচ্ছে। অন্যদিকে মানহীন ও অনিরাপদ ঔষধ ব্যবহার করে মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

***[আমাদের সুফারিশ :** (১) জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা এইসব কোম্পানীর মালিক, ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরী অসাধু কর্মকর্তা এবং ঔষধ ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও চিকিৎসকদের দ্রুত বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি র ব্যবস্থা করা এবং তা রেডিও-টিভিতে প্রচার করা। (২) মিটফোর্ড সহ ঢাকা শহরের বড় বড় মেডিকেলের পার্শ্বে এবং বিভাগীয় শহরগুলিতে এমনকি যেলা শহরে অতি দ্রুত ড্রাগ টেস্টিং ল্যাবরেটরীর স্থাপন করা। (৩) মনিটরিং ব্যবস্থা যোরদার করা। এজন্য সৎ ও উদ্যমী কর্মী ও কর্মকর্তাদের উৎসাহমূলক পুরস্কার দেওয়া। (৪) সর্বোপরি এদের মধ্যে আল্লাহভীতি জাগ্রত করার ব্যবস্থা করা। সেজন্য ঔষধের প্যাকেটে ও দোকানের দেওয়ালগুলিতে কুরআন ও হাদীছের বাণী সমূহ উদ্ধৃত করা। (৫) কমপক্ষে প্রতি মাসে একবার স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে ডাক্তার ও নার্সদের সম্মেলন করে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা। (স.স.)]*

আইডিয়াল ইসলামিক একাডেমী, জামালপুর

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

(প্লে গ্রুপ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত)

ভর্তি ফরম বিতরণ : ১-৩০শে ডিসেম্বর'১৬ পর্যন্ত।
ভর্তি পরীক্ষা : ৩১ ডিসেম্বর'১৬, সকাল ১০-টা।

২০১৪ ও ২০১৫ সালে সমাপনীতে ১০০% A+ ও ১০০% ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি প্রাপ্তি।

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য :

* সাধারণ, আলিয়া, ক্বওমী ও হিফয শিক্ষার সমন্বয়।
* বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও সুন্দর হাতের লেখা অনুশীলন।
* স্বল্প সময়ের মধ্যে আরবী ও ইংরেজীতে কথোপকথন ও লেখালেখিতে দক্ষ করে তোলা।
* পূর্ণ ইসলামী বিধি-বিধানের উপর গড়ে তোলা।
* প্রকৃত আলেম ও দাঈ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা।
* গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা।
* দুর্বল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা।
* একই ভবনে একাডেমিক ও আবাসিক শিক্ষা ব্যবস্থা।
* শিরক-বিদ'আত ও রাজনীতি মুক্ত প্রতিষ্ঠান।
* প্লে গ্রুপ থেকে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত নূরানী প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা পাঠদান।
* প্রত্যেক স্তরে ভাল ফলাফলের পূর্ণ নিশ্চয়তা।
* আরবী, বাংলা ও ইংরেজীর প্রতি সমান গুরুত্বসহকারে পাঠদান।

যোগাযোগ

জুয়েল ম্যানশন (জাপানী), নয়াপাড়া (মনি চেয়ারম্যান বাড়ী মোড়ের পশ্চিম পার্শ্বে), জামালপুর।
মোবা : ০১৮৩৬-৯৫৮৭২৬; ০১৭৮২-১১৩৮৪২; ০১৮৬৩-৬৮২৪৭০

মহামারী আক্রান্ত এলাকায় না যাওয়া

প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী আক্রান্ত অঞ্চলে গমন করা এবং দুর্গত এলাকায় অবস্থান করলে সেখান থেকে বের হয়ে আসা নিষেধ। এ সম্পর্কেই নিম্নোক্ত হাদীছ-

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) সিরিয়ার দিকে যাত্রা করলেন। অতঃপর যখন তিনি 'সার্গ' (সউদিয়া ও সিরিয়ার সীমান্ত) এলাকায় গেলেন, তখন তাঁর সাথে সেনাবাহিনীর প্রধানগণ- আবু ওবায়দাহ ইবনুল জার্রাহ ও তাঁর সাথীগণ- সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা তাঁকে জানান যে, সিরিয়া এলাকায় (প্লেগ) মহামারীর প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তখন ওমর আমাকে বললেন, 'আমার কাছে প্রাথমিক পর্যায়ে যাঁরা হিজরত করেছিলেন সেই মুহাজিরদেরকে ডেকে নিয়ে আস'। আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। ওমর (রাঃ) তাঁদেরকে শাম দেশে মহামারী আক্রান্ত হওয়ার কথা জানিয়ে তাঁদের কাছে সুপরামর্শ চাইলেন। তখন তাঁদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হ'ল। কেউ বললেন, 'আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বের হয়েছেন। তাই তা থেকে ফিরে যাওয়াকে আমরা পসন্দ করি না'। আবার কেউ কেউ বললেন, 'আপনার সাথে রয়েছেন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ। কাজেই আমাদের কাছে ভাল মনে হয় না যে, আপনি তাঁদেরকে এই মহামারীর মধ্যে ঠেলে দেবেন'। ওমর (রাঃ) বললেন, 'তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও'।

তারপর তিনি বললেন, 'আমার নিকট আনছারদেরকে ডেকে নিয়ে আস'। সুতরাং আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম এবং তিনি তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইলেন। কিন্তু তাঁরাও মুহাজিরদের পথ অবলম্বন করলেন এবং তাঁদের মত তাঁরাও মতভেদ করলেন। সুতরাং ওমর (রাঃ) বললেন, 'তোমরা আমার নিকট থেকে উঠে যাও'।

তারপর তিনি আমাকে বললেন, 'এখানে যে সকল বয়োজ্যেষ্ঠ কুরাইশী আছেন, যাঁরা মক্কা বিজয়ের বছর হিজরত করেছিলেন তাঁদেরকে ডেকে নিয়ে আস'। আমি তাঁদেরকে ডেকে আনলাম। তখন তাঁরা পরস্পরে কোন মতবিরোধ করলেন না। তাঁরা বললেন, 'আমাদের অভিমত হ'ল, আপনি লোকজনকে নিয়ে ফিরে যান এবং তাদেরকে এই মহামারীর কবলে ঠেলে দেবেন না'। তখন ওমর (রাঃ) লোকজনের মধ্যে ঘোষণা দিলেন যে, 'আমি ভোরে সওয়ারীর পিঠে (ফিরে যাওয়ার জন্য) আরোহণ করব। অতএব তোমরাও তাই কর'। আবু ওবায়দাহ ইবনুল জার্রাহ (রাঃ) বললেন, 'আপনি কি আল্লাহ্র নির্ধারিত তাকদীর থেকে পলায়ন করার জন্য ফিরে যাচ্ছেন'? ওমর (রাঃ) বললেন, 'হে আবু ওবায়দাহ! যদি তুমি ছাড়া অন্য কেউ কথাটি বলত'! মূলতঃ ওমর তাঁর বিরোধিতা করতে অপসন্দ করতেন। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। আমরা আল্লাহ্র তাকদীর থেকে আল্লাহ্র তাকদীরের দিকেই ফিরে যাচ্ছি। তুমি বল তো, তুমি কিছু উটকে যদি এমন কোন উপত্যকায় দিয়ে আস, যেখানে আছে দু'টি প্রান্ত। তার মধ্যে একটি হ'ল সবুজ-শ্যামল, আর অন্যটি হ'ল বৃক্ষহীন। এবার ব্যাপারটি কি এমন নয় যে, যদি তুমি সবুজ প্রান্তে চরাও, তাহ'লে তা আল্লাহ্র তাকদীর অনুযায়ীই চরাবে। আর যদি তুমি বৃক্ষহীন প্রান্তে চরাও তাহ'লেও তা আল্লাহ্র তাকদীর অনুযায়ীই চরাবে?' বর্ণনাকারী (ইবনে আব্বাস রাঃ) বলেন, এমন সময় আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ) আসলেন। তিনি এতক্ষণ যাবৎ তাঁর কোন প্রয়োজনে অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে আমার নিকট একটি তথ্য আছে, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'তোমরা যখন কোন এলাকায় (প্লেগের) প্রাদুর্ভাবের কথা শুনবে, তখন সেখানে যেয়ো না। আর যদি কোন এলাকায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব নেমে আসে এবং তোমরা সেখানে থাক, তাহ'লে পলায়ন করে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না'। সুতরাং (এ হাদীছ শুনে) ওমর (রাঃ) আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং (মদীনায়) ফিরে গেলেন' *(বুখারী হা/৫৭২৯-৩০; মুসলিম হা/২২১৯)*।

পরিশেষে বলা যায়, যে কোন কাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মোতাবিক করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা মুমিনের একান্ত কর্তব্য। তাই আল্লাহ্র উপর ভরসা রেখেই মহামারী দুর্গত এলাকা থেকে পালিয়ে না গিয়ে সেখানে অবস্থান করা যেমন রাসূলের নির্দেশ; তেমনি আক্রান্ত এলাকায় জেনে-শুনে গমন করাও তাঁর নিষেধ। অতএব আমরা সর্বাবস্থায় কুরআন ও হাদীছের নির্দেশ মেনে চলি। এর মধ্যেই ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিহিত। আল্লাহ আমাদেরকে হকের উপরে টিকে থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!

** মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার*
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

সম্পাদকীয়র বাকী অংশ

আল্লাহ কোন যালেমকে বরদাশত করেন না। এ পৃথিবীতে যারাই ফাসাদ সৃষ্টি করবে, তাদেরকে তওবা করার জন্য কিছু দিন অবকাশ দেওয়ার পর আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিবেন, এটাই তাঁর চিরন্তন রীতি। ইতিপূর্বেকার কওমে নূহ, 'আদ, ছামূদ, ফেরাঊন, কওমে শো'আয়েব ও লূতের কওমের ধ্বংসযজ্ঞ এবং আধুনিক বিশ্বে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অপমৃত্যু আমাদের সেকথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অতএব যত তন্ত্রই আমরা বলি, আর যত চেক এণ্ড ব্যালান্সের পন্থা আমরা বের করি, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র কাছে জওয়াবদিহিতার ভয়ে ভীত না হবে এবং তাঁর বিধান মানতে স্বীকৃত না হবে, ততক্ষণ তাকে মানুষের ভয় দেখিয়ে সুপথে আনার কোন প্রচেষ্টাই সফল হবে না। সে আল্লাহ্র বিধান মানবে পরকালে কঠিন আযাব থেকে বাঁচার জন্য এবং জান্নাতে চিরস্থায়ী শান্তি লাভের জন্য। আর তাঁরই বিধান হ'ল দল ও প্রার্থীবিহীন এবং আল্লাহভীরু জ্ঞানীদের পরামর্শ ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা। যেখানে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হবেন আল্লাহ। কোন মানুষের হাতে এই ক্ষমতা থাকবে না। এখানে রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব সবাই আল্লাহ্র গোলাম ও তারই প্রেরিত বিধানের আজ্ঞাবহ। অতএব গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ সবকিছুই ফাঁকা বুলি মাত্র। এসব মন্ত্র-তন্ত্র মানুষকে কেবল ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয়েছে মানবতার। একটা মুরগী মারা গেলেও মানুষ দুঃখ পায়। কিন্তু এইসব তন্ত্র-মন্ত্রের নেতারা গুম-খুন-অপহরণ, বোমা হামলা, মিথ্যা মামলার মাধ্যমে মানুষকে সর্বদা যুলুমের শিকার করে রেখেছে। প্রতিদিন এরা মানুষকে রক্ত স্রোতে ভাসাচ্ছে ও চোখের পানিতে ডুবাচ্ছে, তবুও এরা তার স্বরে বলছে আমরা খাঁটি গণতন্ত্রী। আমরাই চূড়ান্ত। আমরাই বিশ্বশান্তির মোড়ল। আসলে এরা শয়তানের সাক্ষাৎ প্রতিভূ। অতএব মানব রচিত কোন তন্ত্র নয়, ইসলামই চূড়ান্ত। ফিরে এসো এখানে। আল্লাহ চাইলে ট্রাম্পকে দিয়ে বিশ্বের মঙ্গল করিয়ে নিতে পারেন। আবার আমেরিকাকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছেও দিতে পারেন। যেমনটি দিয়েছেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে। আমরা সর্বদা আল্লাহ্র উপর ভরসা করি ও তাঁরই অনুগ্রহ ভিক্ষা করি *(স.স.)*।

কৃতজ্ঞতা

পিতৃ-মাতৃহারা আলেমা খাতুন মামা আনোয়ারের আশ্রয়ে থেকে বড় হয়েছে। মামা তাকে নিজ কন্যা স্নেহে প্রতিপালন করে আসছে। উপযুক্ত শিক্ষিতাও করেছে। আলেমা অতিশয় সুন্দরী যুবতী। যে কোন যুবক এক নযর দেখলে তাকে স্ত্রী হিসাবে পেতে আগ্রহী হবে। মামার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল নয়। সংসারে স্ত্রী, একমাত্র পুত্র সন্তান ও ভাগিনী আলেমা। পুত্রটি আলেমা হ'তে বয়সে অনেক ছোট। তারা দু'জন আপন ভাই-বোনের মত। সে তাকে আন্তরিক স্নেহে দেখা-শুনা ও আদর-সোহাগ করে আসছে। সমস্যা হচ্ছে ঐ ভাইটির কঠিন অসুখ। ডাক্তার পরামর্শ দিয়েছে অপারেশন করাতে। অপারেশনের জন্য দু'লাখ টাকা দরকার। আনোয়ারের পক্ষে এত টাকা যোগাড় করা সম্ভব নয়। তাই বাড়ীতে দারুণ অশান্তি বিরাজ করছে। মামী আলেমাকে ভালো চোখে দেখে না। তাকে দিয়ে সংসারের যাবতীয় কাজ করিয়ে নেয়। এজন্য স্বামী-স্ত্রীতে মাঝে-মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। স্বামী স্ত্রীকে বলে, 'ওর উপর থেকে কাজের চাপটা কমাও'। স্ত্রী এতে রেগে গিয়ে বলে, 'তুমি আমার কাজ করা দেখতে পাও না? আমি কি শুধু বসে বসে খাই'? স্বামী তাকে শান্ত সুরে বলে, সংসার তো তোমার, তুমি কাজ করবে না তো কে করবে?

আলেমা সুন্দরী ও বিদুষী যুবতী। গ্রামের একজন সৎ শিক্ষিত বেকার যুবক ফিরোয তাকে বিয়ে করতে ইচ্ছুক। সে আনোয়ারের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। সে একটা চাকুরী যোগাড় করতে পারলেই তাকে বিয়ে করে নিয়ে চাকুরী স্থলে চলে যাবে। আনোয়ার ও ফিরোযের মধ্যে এরূপ কথাবার্তা স্থির হয়ে আছে। ইতিমধ্যে সে ঢাকায় একটি প্রতিষ্ঠিত ঔষধ কোম্পানীতে ভাল বেতনের চাকুরী পেয়েছে। সেকারণ সে আলেমাকে বিয়ে করতে বাড়ী এসেছে।

এদিকে গ্রামের এক ধনী পরিবারের একমাত্র ছেলের সাথে আলেমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে একজন ঘটক আনোয়ারের কাছে আসে। ঘটক তার ছেলের অসুখের খবর জানে। সে এও জানে তার ছেলের চিকিৎসার জন্য দু'লাখ টাকার প্রয়োজন। আর এত টাকা সংগ্রহ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। ঘটক বরের পক্ষ থেকে তার ছেলের চিকিৎসার জন্য দু'লাখ টাকা দেওয়ার প্রলোভন দেখায়। সাধারণতঃ ধনী পরিবারের সন্তানের চরিত্র ভাল থাকে না। ছেলেটি নেশাগ্রস্ত এবং সে দু'বার বিয়েও করেছে। কিন্তু একটি স্ত্রীও ঘরে নেই। কারণ সে স্ত্রীদের সাথে অমানবিক আচরণ করে। এজন্য তার ঘরে স্ত্রী টিকে না। তাই আলেমার মামা এ বিয়েতে অসম্মতি জানায় এবং ঘটককে এ বাড়ীতে পুনরায় আসতে নিষেধ করে দেয়।

আলেমা মামা ও ঘটকের সব কথাবার্তা শুনে মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত নেয় যে, টাকার জন্যই সে গ্রামের মন্দ চরিত্রের ছেলেকে বিয়ে করবে। কারণ মামার একমাত্র ছেলের যাতে সুচিকিৎসা হয়। সে বেশ ভালভাবেই বুঝতে পেরেছে যে, তার মামা কস্মিনকালেও এ বিয়েতে সম্মতি দিবে না। তাই সে মামাকে বলে চাচার কাছে চলে যায়। তারপর চাচাকে বুঝিয়ে বলে ধনাঢ্য ঐ ছেলের কথা। অতঃপর চাচার মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয়।

এরপর একদিন খুব ভোরে এসে সবার অলক্ষ্যে একটি চিঠি ও টাকা রেখে চলে যায় আলেমা। মামা ঘরে ঢুকে দেখে বিছানায় একটি চিঠি আছে। চিঠিতে লেখা আছে, আমি দু'লাখ টাকার বিনিময়ে গ্রামের মন্দ চরিত্রের ছেলেকে বিয়ে করেছি। ঘরের স্যুটকেসে টাকাগুলি আছে। আমি বিশ্বাস করি, আমি স্বামীর চরিত্র পরিবর্তন করতে সক্ষম হব। কারণ চরিত্র পরিবর্তনশীল। জগতে অনেক মন্দ চরিত্রের লোক পরবর্তী জীবনে অতি সৎ লোকে পরিণত হয়েছে। আমি অতি অনুরোধের সাথে বলছি, অতি সত্বর যেন আমার ভাইয়ের সুচিকিৎসা করা হয়।

এ ঘটনায় মামী নিজের কাছে নিজে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে যায়। যে আলেমার প্রতি সে এতদিন ধরে অহেতুক যুলুম-অত্যাচার করেছে। এমনকি তাকে পেট ভরে খেতেও দেয়নি, সে আলেমাই আজ তার সন্তানের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। ক'জন এমন করে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারে? সে তার এরূপ হীন আচরণের জন্য অনুতপ্ত হয়ে মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সম্মানিত হজ্জ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা!

আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনালের সার্বিক তত্ত্বাবধানে (লাইসেন্স নং ২০৪) পরিচালিত **আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা** প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও হজ্জ কাফেলা নিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ছহীহ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ করতে চাইলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিখানো পদ্ধতিতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্‌র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন।
(২) হকপন্থী আলেম-ওলামার মাধ্যমে হজ্জ চলাকালীন বিশেষ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনার ব্যবস্থা।
(৩) সম্ভবপর 'বায়তুল্লাহ'র নিকটতম স্থানে আবাসন ব্যবস্থা, যাতে মসজিদুল হারাম ও মসজিদে নববীতে পায়ে হেটে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত জামা'আতে আদায়ের সুব্যবস্থা।
(৪) দেশী বাবুর্চী দ্বারা দেশী খাবারের ব্যবস্থা।
(৫) হজ্জ কাফেলার পরিচালনায় **১১** বছরের অভিজ্ঞতা।

যোগাযোগের ঠিকানা : আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা
পরিচালক, **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান**
০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯১৯-৩৬৫৩৩৭।
(সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ডি.বি.এইচ ইন্টারন্যাশনাল, লাইসেন্স নং ২০৪)
৭ম ফ্লোর, ভিআইপি টাওয়ার, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০।

Contents

কবিতা

ছাড় আঁখি বারি

ডাঃ আব্দুল খালেক খান
পাটকেল ঘাটা, তালা, সাতক্ষীরা।

মোল্লা মাঝি নেইকো কাযী এখন গভীর রাত্রি
বাঁচতে হ'লে বৈঠা ধর আছো যারা যাত্রী।
মাঝ দরিয়ায় তুফান ভারী আসতে পারে বান
বিভেদ ভুলে একমনে সবে হও আগুয়ান।
হয়তো সুরুজ উঠতে পারে পুব আকাশের গায়
তাঁর স্মরণে দাও তুলে পাল বৈছে দখিনা বায়।
দাও ছেড়ে সব চিন্তা তাদের গেছে যারা ছাড়ি
এক কাতারে হও আগুয়ান ভাঙ্গো মনের আড়ি।
পাহাড় সম আসুক বাধা কিবা আসে যায়
তোমার বিজয় নিশানীতে সব হবে গো লয়।
বাঁচা-মরার লড়াই এখন রাখ আঁখি বারি
ঝাঁপিয়ে পড়ে দাও না হানা বীরের মত মরি।
নবীন-প্রবীণ, কিশোর-যুবক এস ঈমানদার
বে-দ্বীনেরই দাওয়াতে যে তোর ভরে গেছে ঘর।

***

যুবক তুমি

মুহাম্মাদ লাবীবুর রহমান
হয়বৎপুর, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

যুবক তুমি ছুটছো কোথা কোন সে পথের পানে?
সময় থাকতে নাওরে এবার সরল পথটি চিনে।
বিবেক থাকতে হচ্ছ কেন অন্ধ অনুসারী?
হক্ব ছেড়ে আজ বাতিল পথে দিচ্ছ কেন পাড়ি?
ভেবে দেখো নিবিড়ভাবে ফায়েদা লুটার আশায়
প্রয়োগ করছে বাতিলপন্থী অস্ত্র স্বরূপ তোমায়।
শৌর্য-বীর্য আছে তোমার আছে দেহে বল
লক্ষ্য তাই তোমার উপর করতে আপন দল।
জান্নাতেরই লোভ দেখিয়ে জাহান্নামের পথে
ডাকছে তোমায় ভুল বুঝিয়ে নানান অজুহাতে।
ভাবনা কিসে দিন এসেছে হাতের মুঠোয় সব
অন্ধ বেশে থেকো না বসে করো না অনুতাপ।
হৃদয় খোল আঁখি মেলো পড় হাদীছ-কুরআন
হক্ব-বাতিলের ফারাক বুঝে হও আগুয়ান।
তিহাত্তরের বাহাত্তর দল যাবে জাহান্নামে
একটি দল জান্নাতী কোন সে কারণে?
ওহে যুবক! ফিরে এসো ধর সরল পথ
যে পথেরই পথিক ছিলেন নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)।

***

বলতো দেখি

মুহাম্মাদ ইয়াহিয়া হোসাইন
দারুল কুরআন ছিদ্দীকিয়া কামিল মাদ্রাসা
সোনাডাংগা, খুলনা।

বলতো দেখি! এই আকাশে কে ছড়াল তারা
কে হাসালো রাতের বেলায় স্নিগ্ধ জোছনা ভরা
দিনের বেলায় ভাসছে রবি
আঁকছে দেখ অপার ছবি
তার আলোতে আলোকিত হচ্ছে বসুন্ধরা॥
বলতো দেখি! আকাশ মাঝে কে ভাসিয়ে দেয় মেঘ?
কে দিয়ে দেয় এ ধরাতে বায়ুর গতিবেগ?
অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরে
গাছ-তরু সব সজীব করে
সবুজ-শ্যামল গাছগুলো দেয় ফল-ফলাদি হরেক॥
বলতো দেখি! নদীর বুকে কে দিয়েছে কলতান?
কে দিয়েছে পাখির মুখে মন জুড়ানো গান?
রঙ্গিন ডানার প্রজাপতি
উড়ছে দেখ আঁখি পাতি
মধুর আশায় ছুটছে অলিকরছে যে গুঞ্জন॥
বলতো দেখি! কে ছোটাল গোলাপ-টগর বেলীর ঘ্রাণ?
যে ঘ্রাণ লাগলে নাকে যায় জুড়িয়ে সবার প্রাণ!
পাহাড় নদী ঝর্ণা ধারা
শান্তি-ছায়া জাহান ভরা
যার ইশারায় সবি চলে সকল কিছু তারই দান॥

***

নামে আহলেহাদীছ

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মাহমূদ
কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

বাপ-দাদার সম্পত্তি নয় আমলে পরিচয়
কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মানলে আহলেহাদীছ হয়।
জন্ম থেকে বিদ'আত পালন করছ দেখি আজ
ডান কানে আযান বামে একামত দলীল বিহীন কাজ
তিন চিল্লায় আলেম হ'ল কুরআন-হাদীছ ছাড়া
প্রচলিত তাবলীগে আজ সমাজ মাতোয়ারা।
ভাগে কুরবানী সফরে ছিল বাড়ীর মাঝে এলো,
আক্বীক্বাও নাকি চলে তাতে সমাজের কি হ'ল?
ফরয ছালাতের পর মুনাজাত চলছে সবখানে,
সঠিক আক্বীদার কথা বললে তারা নাহি মানে।
মসজিদের মিনারটাতে বাহার দেখি বেশ,
ডানে 'আল্লাহ' বামে 'মুহাম্মাদ' বিদ'আতের নেই শেষ।
মাহফিলেতে যিকির চলে মুহাম্মাদের নামে,
বক্তা ছাহেবকে কিনতে হচ্ছে অনেক অনেক দামে।
জুম'আর দিনে দুই আযান মুওয়াযযিনের মুখে,
দশরা পালন করছে মানুষ মৃত্যু ব্যক্তির সুখে।
জর্দা, গুল, খাওয়া নাকি দোষের কিছু নয়,
এসব কথা বলতে তারা কেউ করে না ভয়।
তবুও তারা আহলেহাদীছ করছে সদা দাবী,
সত্য কথা বলতে গেলে সমাজ হয় বিরোধী।

***

বার্ষিক ত্রিশ হাযার টাকা দিয়ে একজন দুস্থ ও ইয়াতীমের অভিভাবক হৌন।

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর ০১৫১২২০০০২৭৬১, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, কর্পোরেট শাখা, মতিঝিল, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭৯৯৬০৯৮২৯।

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)-এর সঠিক উত্তর

১. যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)।
২. আনাস বিন মালেক (রাঃ)।
৩. আনাস বিন মালেক (রাঃ)।
৪. মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান (রাঃ)।
৫. ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ)।
৬. আবু বকর, ওমর ও আলী (রাঃ)।
৭. আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ)।
৮. আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর আনছারী (রাঃ)।
৯. সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ)।
১০. আবুল আছ বিন রবী' (রাঃ)।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১. পুরাতন সংসদ ভবন। ২. রমণা হাউজ।
৩. ডি.আই.টি (Dhaka Improvement Trust)।
৪. জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।
৫. হানীফ আদমজির বাসভবন।
৬. গুল মুহাম্মাদ আদমজির বাসভবন। ৭. ভিক্টোরিয়া পার্ক।
৮. সমতট। ৯. সাভাউর। ১০. টুঙ্গী।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০১৬

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ই নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৯-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্সের পূর্ব পার্শ্বস্থ ময়দানে 'সোনামণি কেন্দ্রীয় সম্মেলন ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৬ অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সভাপতির ভাষণে বলেন, প্রত্যেক পরিবারে আদমের দুই সন্তান হাবীল-ক্বাবীলের মত সন্তান রয়েছে। আমাদের দায়িত্ব আমাদের বাচ্চাদের ছোট থেকেই হাবীলের মত আল্লাহমুখী করে গড়ে তোলা। কচি বয়স থেকেই নিজ গৃহে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি তাদেরকে আল্লাহমুখী দিক নির্দেশনা না দেওয়া যায়, তাহ'লে সে শয়তানমুখী হবে। তখন তাকে ফিরানো আর সম্ভব হবে না। একই সাথে ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা ছোট থেকেই জানিয়ে দিতে হবে। তাহ'লে ঐ সন্তান মানুষ হত্যাকারী বা জঙ্গী হবে না। তিনি বলেন, 'সোনামণি' 'যুবসংঘ' 'মহিলা সংস্থা' ও 'আন্দোলন'-এর সকল প্রচেষ্টা নবীদের তরীকায় সুন্দর সমাজ গড়ার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গড়ে তুললে আমরা অবশ্যই ব্যর্থ হব। পরিশেষে তিনি সকল অভিভাবক ও সমাজনেতাদের স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের ও বাচ্চাদেরকে আল্লাহভীরু হয়ে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান। তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ও পুরস্কার বিজয়ী সোনামণিদের এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন।

উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা কেন্দ্রের উপ-প্রধান চিকিৎসক (অব.) ডা. মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন, গ্যালাক্সি মেডিক্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল, তেরখাদিয়া, রাজশাহী-এর পরিচালক ডা. খন্দকার হালীমুয্যামান ও বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়-এর সহকারী পরিদর্শক মুহাম্মাদ মুজাহিদুল ইসলাম।

সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, দফতর ও যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, 'সোনামণি'র পৃষ্ঠপোষক ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার, সোনামণি'র সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক ড. শিহাবুদ্দীন আহমাদ, কুমিল্লা যেলা পরিচালক আতীকুর রহমান, সাতক্ষীরা যেলা পরিচালক আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, রংপুর যেলা পরিচালক রবীউল হাসান প্রমুখ। সম্মেলনে 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র বিভিন্ন যেলা দায়িত্বশীলগণ ছাড়াও ১৩টি যেলার বিপুল সংখ্যক সোনামণি অংশগ্রহণ করে। সম্মেলনে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ও মারকায এলাকার সহ-পরিচালক শহীদুল্লাহ। সম্মেলনে 'কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬'-এর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও বিশেষ অতিথিবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় ১১০ জন বালক ও ৭০ জন বালিকা সহ মোট ১৮০ জন সোনামণি অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৩৯ জন বিজয়ীকে বিশেষ পুরস্কার ও অন্যদের উৎসাহমূলক পুরস্কার দেওয়া হয়। নিম্নে প্রতিযোগিতার বিষয় ও বিজয়ীদের নাম উল্লেখ করা হ'ল :

১. হিফযুল কুরআন তাজবীদসহ ২৮, ২৯ ও ৩০ তম পারা।

বালক গ্রুপ : ১ম : আব্দুল্লাহ আর-রিয়ায (ঝিনাইদহ), ২য় : রায়হানুদ্দীন (দিনাজপুর), ৩য় : হুযায়ফা (যশোর)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : জেসমিন (বগুড়া), ২য় : সুমাইয়া ইয়াসমীন (রাজশাহী), ৩য় : মাহফূযা (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।

২. হিফযুল কুরআন (লোক্বমান ১৩-১৯ আয়াত) মাখরাজ ও অর্থসহ এবং হিফযুল হাদীছ (১০টি) অর্থসহ :

বালক গ্রুপ : ১ম : আব্দুল হাসীব (গাইবান্ধা), ২য় : আব্দুল্লাহ আল-জাবির (রাজশাহী), ৩য় : আমানুল্লাহ (নওগাঁ)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : সাজেদা (কুমিল্লা), ২য় : কুলছুম (মেহেরপুর), ৩য় : তানযীলা (কুমিল্লা)।

৩. আক্বীদা ও দো'আ

বালক গ্রুপ : ১ম : হাসীবুল ইসলাম (বগুড়া), ২য় : মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম (রাজশাহী), ৩য় : শামীম আহমাদ (রাজশাহী)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : যয়নাব খাতুন (রাজশাহী), ২য় : সা'দিয়া খাতুন (রাজশাহী), ৩য় : জেসমিন (বগুড়া)।

৪. সাধারণ জ্ঞান

বালক গ্রুপ : ১ম : আব্দুল মুমিন (বগুড়া), ২য় : ওমর ফারূক (কুমিল্লা), ৩য় : মি'রাজুল ইসলাম (ঝিনাইদহ)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : সুমাইয়া সুমী (গাইবান্ধা), ২য় : তাসনীম তাবাসসুম (মেহেরপুর), ৩য় : জান্নাত আরা (সিরাজগঞ্জ)।

৫. সোনামণি জাগরণী

বালক গ্রুপ : ১ম : ফরীদুল ইসলাম (নাটোর), ২য় : আব্দুল মুত্তালিব (বগুড়া), ৩য় : আব্দুল মুন'ইম (সাতক্ষীরা)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : লীমা (নাটোর), ২য় : উম্মে হাবীবা (বগুড়া), ৩য় : আরীফা (নাটোর)।

৬. হস্তাক্ষর প্রতিযোগিতা আরবী ও বাংলা

বালক গ্রুপ : ১ম : আব্দুল মুমিন (বগুড়া), ২য় : ফযলে রাব্বী (বগুড়া), ৩য় : আব্দুল্লাহ আল-মামূন (রাজশাহী)।

বালিকা গ্রুপ : ১ম : কানীয রোখসানা (রাজশাহী), ২য় : সাইমা (রাজশাহী), ৩য় : মাহফূযা আখতার (রাজশাহী)।

৭. রচনা প্রতিযোগিতা (পরিচালকদের জন্য) :

১ম : শরীফুল ইসলাম (দিনাজপুর), ২য় : আশরাফুল আলম (যশোর), ৩য় : রিয়াযুল ইসলাম (নওগাঁ)।

সম্মেলনে 'জঙ্গীবাদ ও ইসলাম' শিরোনামে সঠিক ইসলামী আক্বীদা বিষয়ক একটি তথ্যবহুল ও আকর্ষণীয় সংলাপ পরিবেশন করা হয়। সংলাপটি নিম্নে পরিবেশিত হ'ল।-

সোনামণি সংলাপ

শিরোনাম : জঙ্গীবাদ ও ইসলাম

(১ম দৃশ্য)

জঙ্গীবাদী বক্তা : আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। বন্ধুগণ! আজ আমি আপনাদের কাছে জিহাদের দাওয়াত দিব। যা থেকে অধিকাংশ মুসলমান ও আমাদের সরকার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। অথচ আল্লাহ বলেন, আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম, বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম। (১) وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ 'যারা' আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী বিচার বা শাসন করে না তারা কাফের' *(মায়েদাহ ৫/৪৪)*। তিনি আরো বলেন, (২) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ 'অতঃপর নিষিদ্ধ মাসগুলো অতিক্রান্ত হ'লে তোমরা মুশরিকদের যেখানে পাও হত্যা কর, পাকড়াও কর, অবরোধ কর এবং ওদের সন্ধানে প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে থাক' *(তওবা ৯/৫)*। তিনি আরো বলেন, (৩) فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا 'তোমার পালনকর্তার শপথ! তারা কখনো মুমিন হ'তে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের বিবাদীয় বিষয়ে তোমাকে ফায়ছালা দানকারী হিসাবে মেনে নিবে। অতঃপর তোমার দেওয়া ফায়ছালার ব্যাপারে তাদের অন্তরে কোনরূপ দ্বিধা না রাখবে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নিবে' *(নিসা ৪/৬৫)*। (৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আমি লোকদের সাথে লড়াই করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল *(বুখারী হা/২৫, মিশকাত হা/১২)*। এই হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, 'উক্বাতিলান্নাস' অর্থাৎ 'মানব সমাজের সাথে যুদ্ধ করার জন্য'। তিনি যেহেতু শেষনবী, তাঁর পরে আর কোন নবী নেই, অতএব এই নির্দেশ কিয়ামত পর্যন্ত চলবে'। সুতরাং যারা রাসূলের আদেশ মানে না, তারা ইসলামের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে যাবে। মুখে তারা যত দাবীই করুক না কেন। তাই আমাদের জান্নাত পাওয়ার জন্য জীবন দিয়ে হ'লেও জিহাদ করতে হবে। জিহাদ, জিহাদ, জিহাদ...

(বক্তব্য শোনার পর)

[রফীক : আমি তো জীবনে ভুল পথে চলে অনেক অন্যায় করেছি। এখন অতি শীঘ্রই জান্নাত পেতে হ'লে জিহাদ করে আল্লাহ্র রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দিতে হবে। (এ বলে উপরোক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীছ বার বার পড়তে ও মুখস্থ করতে লাগল।)]

শফীক : ওহে রফীক! একাকী বসে বারবার কী পড়ছ ও চিন্তা করছ?

রফীক : শোন শফীক! গতকাল একজন বক্তা জিহাদের মাধ্যমে সহজে জান্নাত লাভের উপায় বলে দিয়েছেন। তাই এদেশে যারা বিভিন্ন অন্যায় কাজে জড়িত ও আল্লাহ্র বিধান মান্য করে না তাদের হত্যার মাধ্যমে জান্নাত পেতে হবে।

শফীক : তাহ'লে তুমি তো ঠিকই বলেছ। আমি তো এ বিষয় নিয়ে চিন্তা করিনি।

শাহীন : তোমরা কী নিয়ে আলোচনা করছ? মনে হয় গত দিনের বক্তব্য শুনে জিহাদ নিয়ে। বুঝেছি, হ্যাঁ, তাহ'লে আমিও তোমাদের সাথে এপথে প্রস্তুত।

(চলো আমরা আমাদের মিশন নিয়ে দাওয়াতী কার্যক্রম চালাই)

(২য় দৃশ্য)

(সাপ্তাহিক সোনামণি বৈঠক)

হাসান : (আযান ও ছালাতের পর) আজ আমাদের সাপ্তাহিক সোনামণি বৈঠকে আলোচনা নিয়ে আসছেন পরিচালক ভাইয়া।

পরিচালক : আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আলহামদু লিল্লাহি ওয়াহদাহ ওয়াছ ছালাতু ওয়াস সালামু 'আলা মাল্লা নাবিইয়া বা'দাহ। তোমরা সোনামণি। সোনামণি সংগঠনের মূলমন্ত্র হ'ল : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে' *(আহযাব ৩৩/২১)*। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নম্র-ভদ্র ব্যবহার, উত্তম আচরণ ও ক্ষমার মাধ্যমে ইসলামী আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর ক্ষমাশীলতা ও অতুলনীয় ব্যক্তি মাধুর্যের প্রভাবেই বিভিন্ন গোত্র নেতা ও রুক্ষ স্বভাবের মরুচারী আরবরা দলে দলে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিল। ইসলাম শান্তি ও সহিষ্ণুতার ধর্ম। অন্যায়ভাবে হত্যা, মারামারি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইসলাম পসন্দ করে না। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا 'যে কেউ জীবনের বদলে জীবন অথবা জনপদে অনর্থ সৃষ্টি ব্যতীত কাউকে হত্যা করে, সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করে। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করে, সে যেন সকল মানুষের জীবন রক্ষা করে' *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

প্রিয় সোনামণিরা! তোমরা কি বিষয়টি বুঝেছ? তোমাদের কারো কোন প্রশ্ন থাকলে এখন বল।

জাহিদ : ভাইয়া, আমার একটা প্রশ্ন আছে?

পরিচালক : বলো শুনি!

জাহিদ : জিহাদের অর্থ কী?

পরিচালক : জিহাদ অর্থ আল্লাহ্র পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

জাহিদ : ভাইয়া! জিহাদের নামে বর্তমানে বিভিন্নভাবে মানুষ হত্যা চলছে। তা কি ঠিক?

পরিচালক : নাঊযুবিল্লাহ। জিহাদের নামে অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হারাম। হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম। তাই এ থেকে অবশ্যই সকলকে বিরত থাকতে হবে। এ বিষয়ে তোমাদের নিকট আমরা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও সোনামণি'র প্রধান পৃষ্ঠপোষক **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যার প্রণীত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত 'জিহাদ ও ক্বিতাল' বই থেকে বলছি। বইটি নিশ্চয়ই তোমরাও পড়েছ। (১) আচ্ছা তোমাদের কেউ কি সূরা মায়েদাহ ৪৪ আয়াতের ব্যাখ্যা বলতে পারবে?

হাবীব : ইনশাআল্লাহ আমি পারব। উক্ত বইয়ের ৬২ পৃষ্ঠায় আছে, যারা ইসলামী বিধান অনুযায়ী দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে না। তাদেরকে একই অপরাধে তিন রকম পরিণতির কথা বলা হয়েছে। যথা ৪৪ আয়াতে 'কাফের', ৪৫ আয়াতে 'যালেম' ও ৪৭ আয়াতে 'ফাসেক'। এক্ষণে ৪৪ আয়াতে বর্ণিত 'কাফের' অর্থ ইসলাম থেকে খারিজ প্রকৃত কাফের বা মুরতাদ নয়। বরং এর অর্থ আল্লাহ্র বিধানের অবাধ্যতাকারী কবীরা গোনাহগার মুমিন। ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, সে ইসলামের গণ্ডী থেকে বহির্ভূত নয়। (২) অমনিভাবে সূরা নিসার ৬৫ আয়াতে বর্ণিত 'লা ইউমিনূনা' 'তারা মুমিন হ'তে পারবে না'- অর্থ 'লা

ইয়াস্তাকমিলূনাল ঈমান' 'তারা পূর্ণ মুমিন হ'তে পারবে না' *(ফাৎহুল বারী শরহ বুখারী হা/২৩৫৯)*। তাছাড়া উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছিল দু'জন বদরী ছাহাবীর পরস্পরের ঝগড়া মিটানোর জন্য। দু'জনেই ছিলেন স্ব স্ব জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত। তাই তাদেরকে মুনাফিক বা কাফের বলার কোন সুযোগ নেই। তাদের রক্ত হালাল হওয়া তো দূরের কথা।

কিন্তু চরমপন্থীরা এ আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে মুসলিম সরকারকে প্রকৃত 'কাফের' আখ্যায়িত করে এবং তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে নামতে তরুণদের প্ররোচিত করে। অতএব তোমরা সাবধান!

পরিচালক : (৩) তোমাদের কেউ কি সূরা মায়েদাহ ৫ আয়াতের ব্যাখ্যা বলতে পারবে?

আবিদ : ইনশাআল্লাহ আমি পারব। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা' নামক বইয়ের ৪০ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, আয়াতটি বিদায় হজ্জের আগের বছর নাযিল হয় এবং মুশরিকদের সাথে সকল চুক্তি বাতিল করা হয়। এটি বিশেষ অবস্থায় একটি বিশেষ নির্দেশ মাত্র। এর ফলে মুশরিকদের জন্য হজ্জ চিরতরে নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু চরমপন্থী খারেজী আক্বীদার লোকেরা অত্র আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছে, 'যেখানেই পাও' এটি সাধারণ নির্দেশ। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের 'যেখানেই পাও না কেন তাদেরকে বধ কর, পাকড়াও কর, হারাম শরীফ ব্যতীত'। এটি চরম অন্যায়। অথচ রাসূল (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রে মুনাফিক, ইহূদী, নাছারা, কাফের সবধরনের নাগরিক স্বাধীনভাবে বসবাস করতো।

পরিচালক : (৪) তোমাদের কেউ কি ছহীহ বুখারীর ২৫ নং হাদীছের ব্যাখ্যা বলতে পারবে?

হাসান : জী, আমি পারব। অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা' নামক বইয়ের ৪২ পৃষ্ঠায় রয়েছে, উক্ত হাদীছে 'উক্বাতিলা' (যুদ্ধ করি) বলা হয়েছে, 'আক্বতুলা' (হত্যা করি) বলা হয়নি। 'যুদ্ধ' দু'পক্ষে হয়। কিন্তু 'হত্যা' এক পক্ষ থেকে হয়। যেটা চোরাগুপ্তা হামলার মাধ্যমে ক্বিতালপন্থীরা করে থাকে। অত্র হাদীছে বুঝানো হয়েছে যে, কাফির-মুশরিকরা যুদ্ধ করতে এলে তোমরাও যুদ্ধ করবে। কিংবা তাদের মধ্যকার যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে। কিন্তু নিরস্ত্র, নিরপরাধ বা দুর্বলদের বিরুদ্ধে নয়। কাফির পেলেই তাকে হত্যা করবে সেটাও নয়।

পরিচালক : হাসান তোমাকে সহ সকল সোনামণিকে ধন্যবাদ।

(৩য় দৃশ্য)

জাহিদ : (সোনামণি জ্ঞানকোষ-১ও ২ সাথে নিয়ে : জ্ঞানকোষ-১-এর ১১ ও ৭৪ নং প্রশ্ন : আমাদের রাসূলের নাম কী ও তিনি কিসের তৈরী? তাঁর পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও নানা-নানীর নাম কী? ৭১ নং প্রশ্ন : আল্লাহ কোথায় আছেন? জ্ঞানকোষ-২-এর ২নং প্রশ্ন আল্লাহ কী নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান?) (হঠাৎ বন্ধুর আগমন)।

রফীক : আসসালামু আলায়কুম। কেমন আছ জাহিদ?

জাহিদ : ওয়া আলায়কুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ। আলহামদু লিল্লাহ ভাল আছি।

শফীক : কি হে জাহিদ! শুধু বই-পুস্তক নিয়ে পড়ে আছ। আল্লাহ্র নবীর ছাহাবীরা লেখা-পড়া না করেও জিহাদের মাধ্যমে জান্নাতে গেছেন। তাহ'লে আমাদের সহজে জান্নাত পাওয়ার জন্য কি জিহাদ করতে হবে না?

শাহীন : শোন জাহিদ! তোমরা তো শুধু ছালাত-ছিয়াম নিয়ে ব্যস্ত থাক। জিহাদ নিয়ে তোমাদের কোন চিন্তা নেই। হয় ব্যালটের মাধ্যমে নয় বুলেটের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করতেই হবে। চলো আমরা জিহাদে যাই।

জাহিদ : জিহাদ মানে তুমি কি বুঝাতে চাও?

রফীক : যারা আল্লাহ্র হুকুম মানে না ও সে অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করে তাদের হত্যা করব। হয় প্রকাশ্যে না হয় গোপনে কিংবা আত্মঘাতী হওয়ার মাধ্যমে হ'লেও।

জাহিদ : কী বল! অসম্ভব এগুলো হ'তেই পারে না। ইসলাম এগুলোকে কখনই সমর্থন করে না। আমি তোমাদের সাথে একমত নই। এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞানের জন্য তোমরা আগামী সপ্তাহে সোনামণি বৈঠকে আসবে।

(৪র্থ দৃশ্য)

(সোনামণি বৈঠক)

কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে বৈঠক শুরু (হজ্জ ২২/২৩-২৪)

পরিচালক : (৫) তোমরা কি জান ঈমান কী?

হাবীব : জী ভাইয়া জানি। আমরা সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০১৬-এর সিলেবাস ও মুহতারাম আমীরে জামা'আত লিখিত তাফসীরুল কুরআন ৩০তম পারার ৪৬৩ পৃষ্ঠা থেকে শিখেছি, ঈমান অর্থ নিশ্চিন্ত বিশ্বাস যা ভীতির বিপরীত। সন্তান যেমন পিতামাতার কোলে নিশ্চিন্ত হয় মুমিন তেমনি আল্লাহ্র উপরে ভরসা করে নিশ্চিন্ত হয়। পারিভাষিক অর্থে ঈমান হ'ল হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি, ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম। যা অনুগত্যে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও গুনাহে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বিশ্বাস হ'ল মূল এবং কর্ম হ'ল শাখা। যা না থাকলে পূর্ণ মুমিন বা ইনসানে কামেল হওয়া যায় না।

শাহীন : আচ্ছা ভাইয়া। ঈমানের সংজ্ঞা জানলাম। (৬) কিন্তু যারা অন্তরে বিশ্বাস করে, মুখে স্বীকৃতি দেয় কিন্তু আমল করে না তারা তো কাফের। এদের হত্যা করতে পারলেই জান্নাত।

পরিচালক : না সোনামণি, তুমি ভুল বুঝেছ। এটা হ'ল খারেজীদের ঈমান। যারা বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও কর্ম তিনটিকেই ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করে। তাদের মতে কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী এবং তাদের রক্ত হালাল। যুগে যুগে সকল চরমপন্থী মুসলমান এই মতের অনুসারী। তারা ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ)-কে কাফের আখ্যা দিয়ে হত্যা করেছিল। আজও তারা বিভিন্ন দেশের মুসলিম সরকার ও সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। রাসূল (ছাঃ) এদেরকে জাহান্নামের কুকুর বলেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৭৩)*।

হাসান : আচ্ছা ভাইয়া, (৭) আমরা তো মুসলমান, ঈমান এনেছি। একদিন না একদিন জান্নাতে যাবই। তাই আমলের কী দরকার? আমাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তিনি যেমন চালান তেমনি চলি, এতে আমরা এক ধরনের পুতুল। অতএব পুতুলের কি দোষ?

পরিচালক : হাসান যে প্রশ্ন করেছে তার কি কেউ উত্তর দিতে পারবে?

আবিদ : অবশ্যই পারব। এটা মুরজিয়া বা শৈথিল্যবাদীদের আক্বীদা। তারা বিশ্বাস অথবা স্বীকৃতিকে ঈমানের মূল হিসাবে গণ্য করে। যার কোন হ্রাস বৃদ্ধি নেই। তাদের মতে আমল ঈমানের অংশ নয়। ফলে তাদের নিকট কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ মুমিন। আমলের ব্যপারে সকল যুগের শৈথিল্যবাদী ভ্রান্ত মুসলমানরা এই মতের অনুসারী।

শাহীন : তাহ'লে ঈমানে সঠিক ব্যাখ্যা কী?

পরিচালক : শোন, (৮) খারেজী ও মুরজিয়া দুই চরমপন্থী ও শৈথিল্যবাদী মতবাদের মধ্যবর্তী হ'ল প্রকৃত ঈমান। এটাই হ'ল আহলেহাদীছের ঈমান। যাদের নিকট বিশ্বাস ও স্বীকৃতি হ'ল মূল

এবং কর্ম হ'ল শাখা। অতএব কবীরা গোনাহগার ব্যক্তি তাদের নিকট কাফের নয় কিংবা পূর্ণ মুমিন নয়, বরং ফাসেক। সে তওবা না করে মারা গেলেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বস্তুতঃ এটাই হ'ল কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে।

রফীক : ভাইয়া আপনারা ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ যাকাত নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। (৯) ইক্বামতে দ্বীন তথা রাষ্ট্রে ইসলাম কায়েমের কোন কার্যক্রম তো আপনাদের নেই।

পরিচালক : শোন, ইক্বামতে দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সঠিক জ্ঞান নেই। ইক্বামতে দ্বীন অর্থ ইক্বামতে তাওহীদ। অর্থাৎ মুমিন তার সার্বিক জীবনে এক আল্লাহ্র দাসত্ব করবে। এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত লিখিত 'ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি' বইটি ভালো করে পড়বে। এই বইয়ের (২য় সংস্করণ) ৩৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, 'জানা আবশ্যক যে, আমাদের নবীকে আল্লাহ পাক সশস্ত্র দারোগারূপে প্রেরণ করেননি *(গাশিয়াহ ৮৮/২২)*। বরং তিনি এসেছিলেন জগদ্বাসীর জন্য রহমত হিসাবে *(আম্বিয়া ২১/১০৭)*। তাই জিহাদের অপব্যাখ্যা করে শান্ত একটি দেশে বুলেটের মাধ্যমে রক্তগঙ্গা বইয়ে রাতারাতি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রঙিন স্বপ্ন দেখানো জিহাদের নামে স্রেফ প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েমের জন্য জিহাদের প্রস্তুতির ধোঁকা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কোন নিরাপদ পরিবেশে অস্ত্র চালনা ও বোমা তৈরীর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা জিহাদী জোশে উদ্বুদ্ধ সরলমনা তরুণদেরকে ইসলামের শত্রুদের পাতানো ফাঁদে আটকিয়ে ধ্বংস করার চক্রান্ত মাত্র'।

মূলতঃ 'আক্বীমুদ্দীন' 'তোমরা তাওহীদ কায়েম কর' এই নির্দেশটি দুনিয়ার প্রথম রাসূল হযরত নূহ (আঃ) থেকে শেষনবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবী ও রাসূলকে দেওয়া হয়েছিল। যা সূরা শূরার ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে। যিনিই আল্লাহ্র দ্বীন কবুল করবেন, তিনি রাজনীতি, অর্থনীতিসহ জীবনের যে ক্ষেত্রেই থাকুন, সে ক্ষেত্রেই আল্লাহ্র বিধান মেনে চলবেন। না করলে তিনি আল্লাহ্র নিকট কৈফিয়তের সম্মুখীন হবেন। কিন্তু খারেজী লেখকগণ 'তোমরা দ্বীন কায়েম কর'-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন 'তোমরা হুকূমত কায়েম করো'। অর্থাৎ নবীগণ সবাই হুকূমত দখলের রাজনীতি করেছেন, তোমরাও সেটা কর। বস্তুতঃ এটি নবীগণের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ ছাড়া কিছুই নয়।

রফীক : তাহ'লে এতদিন তো আমরা ভুল পথে ছিলাম। 'সোনামণি' সংগঠনের মাধ্যমে আমরা আজ সঠিক পথের সন্ধান পেলাম। তাই সকলের উদ্দেশ্যে বলছি, আসুন আমরা দ্বীন কায়েমের ভুল ব্যাখ্যা থেকে ফিরে আসি এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও এর অঙ্গ সংগঠন 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ', 'সোনামণি' ও 'মহিলা সংস্থা'র ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জামা'আতী যিন্দেগীর মাধ্যমে সার্বিক জীবন গড়ে তুলি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন-আমীন!

পরিচালক : রফীক তোমাদেরকে ধন্যবাদ। সোনামণি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে তোমরা সোনামণি পরিচিতি, জ্ঞানকোষ-১ ও ২, গঠনতন্ত্র ও দ্বি-মাসিক 'সোনামণি প্রতিভা' নিয়মিত পড়বে। আমাদের শ্লোগান।-

(১) জঙ্গীবাদ ও ইসলাম, এক নয় এক নয়।
(২) জঙ্গীবাদ নিপাত যাক, ইসলাম মুক্তি পাক।
(৩) জিহাদ ও জঙ্গীবাদ, এক নয় এক নয়।

এসো আমরা সবাই বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠ করি ও আল্লাহ্র রহমত কামনা করি।

ডাঃ এস.এম. এ. মামূন (ফারুক)

সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান
মেডিসিন বিভাগ
মেডিসিন ও ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ
মুগদা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।
সাবেক সিনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন)
কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকা।

চেম্বার : ১	চেম্বার : ২
সান ডায়াগনষ্টিক এন্ড কেয়ার লিঃ ৪৫/১-এফ, উত্তর মুগদা মুগদা মেডিকেল কলেজ রোড ঢাকা-১২১৪। মোবাইল : ০১৭৮৬-৪৩৬২৪৩, ০১৬১৯-৩৩৫৩৫৭।	**মেডিনোভা মেডিকেল সার্ভিসেস লিঃ** হোসাফ টাওয়ার মালিবাগ মোড়, ঢাকা-১২১৭ মুগদা, ঢাকা-১২১৪। ফোন : ৮৩৩৩৮১১-১৩।
রোগী দেখার সময় প্রতিদিন বিকাল ৪-টা হতে ৭-টা পর্যন্ত।	**রোগী দেখার সময়** প্রতিদিন বিকাল ৭-৩০ মিঃ হতে ১০-টা পর্যন্ত। **সিরিয়ালের জন্য** ০১৭৯০-১১৮৮৫৫, ০১৭৯০-১৮৮৬৬

শুক্রবার বন্ধ

শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহীর বালক ও বালিকা শাখার জন্য নিম্নোক্ত পদসমূহে শিক্ষক/শিক্ষিকা আবশ্যক।

(১) সহকারী শিক্ষক (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।
(২) সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) (২ জন)। যোগ্যতা : দাওরায়ে হাদীছ/কামিল/এম.এ।
(৩) সহকারী শিক্ষিকা (বাংলা) (১ জন)। যোগ্যতা : এম.এ (বাংলা)।
(৪) জুনিয়র সহকারী শিক্ষিকা (আরবী) (১ জন)। যোগ্যতা : আলিম (অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থী অগ্রাধিকার পাবেন)।
(৫) হাফেয/ক্বারী (২ জন)।

আগ্রহী প্রার্থীগণকে সেক্রেটারী বরাবরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ আবেদন করার শেষ তারিখ আগামী ৩০ শে ডিসেম্বর ২০১৬।

যোগাযোগ : সেক্রেটারী, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৩৫৯৪৭৫, ০১৭১৫-০০২৩৮০।

বিঃদ্রঃ আত-তাহরীক, জুন'১৬ সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি মাফিক ইতিপূর্বে আবেদনকারীদের নতুন করে আবেদন করার প্রয়োজন নেই।

স্বদেশ

সংবিধান থেকে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' তুলে দেয়া হবে

-ড. আব্দুর রাজ্জাক

সুযোগ পেলেই 'সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' তুলে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, আমরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রের জন্য। আমরা সব ধর্মের মানুষ একত্রে এ দেশে বসবাস করি। বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক দেশ, সম্প্রীতির দেশ। গত ১২ই নভেম্বর শনিবার দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে সার্ক কালচারাল সোসাইটি আয়োজিত 'সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধে প্রয়োজন বাংলাদেশ ও ভারতের গণমানুষের সুদৃঢ় ঐক্য' শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে থাকা উচিত নয় বলে মন্তব্য করে আব্দুর রাজ্জাক বলেন, আমি বিভিন্ন জায়গায় বলেছি, আমি কখনোই বিশ্বাস করি না, ইসলাম ধর্ম বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম থাকা উচিত। এখন যা চলছে এটা আমাদের কৌশল। আমরা সুযোগ পেলে, সময় পেলে ইনশাআল্লাহ এটাকে সংবিধান থেকে তুলে দেব'।

তবে তার এই মতামত একান্ত ব্যক্তিগত বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, হঠাৎ করে এ প্রশ্ন কেন এলো তা আমি জানি না। সম্ভবত এটা তার ব্যক্তিগত মতামত। জাতীয় সংসদে যে বিষয়টি পুরোপুরি মীমাংসিত সেটা এখন আনসারটেন করার প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া সংবিধান সংশোধনের চিন্তা বর্তমানে সরকারের নেই'।

[ইতিপূর্বে এই মূর্খ লোকটির মন্ত্রিত্ব গেছে। তবুও তার খুঁটির জোর আছে বলেই এতবড় দুঃসাহস দেখাতে পেরেছে। সেই খুঁটি কারা, সেটা দেশবাসী জানে। ভারত ও মিয়ানমারের গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নিকৃষ্টরূপ দেখার পরেও এদের লম্ফ-ঝম্ফ দেখলে বানর নাচের কথাই মনে হয়। এদের ও এদের গুরুদের বলব ইসলাম সম্পর্কে জানার জন্য এবং বাংলাদেশের ইসলামী সংস্কৃতিকে বুঝার জন্য (স.স.)]

চিংড়ী ব্যবসার আড়ালে চালের গুঁড়া দিয়ে ক্যাপসুল তৈরী করত খুলনার শাহনেওয়ায

চিংড়ী ব্যবসার আড়ালে চালের গুঁড়া দিয়ে ক্যাপসুল তৈরী করত খুলনার বিশিষ্ট শিল্পপতি কাযী শাহনেওয়ায। এ অবৈধ কারবারের জন্যে গত ১০ই অক্টোবর সোমবার শাহনেওয়ায ও তার মাছ কারখানার কর্মকর্তা শরীফ রহমানকে আটক করে র‍্যাব। অভিযানে খুলনার রূপসা উপযেলার চর রূপসা এলাকায় অবস্থিত শাহনেওয়াযের একটি মাছের কারখানা থেকে এসিআই, স্কয়ার, একমিসহ বিভিন্ন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের নামে বানানো প্রায় ৭ লাখ নকল ঔষধ ও বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল উদ্ধার করা হয়। যার মধ্যে রয়েছে এসিআই কোম্পানীর প্রায় ৩ লাখ ৭৫ হাযার পিস অ্যান্টিবায়োটিক ফ্লুক্লক্স ক্যাপসুল এবং ১ বস্তা রেনিটিড ক্যাপসুল সহ বিভিন্ন নামের আরও ৪ বস্তা ঔষধ। এছাড়া আরো প্রায় আড়াই লাখ পিস ঔষধের খালি খোসা সহ নকল ঔষধের কাঁচামাল, চালের গুঁড়া, কসমেটিক, কেমিক্যাল ও পাউডার। র‍্যাব-৬ সূত্রে জানানো হয় যে, রূপসার চরে একটি ভবনে ভেজাল ঔষধ তৈরী হয়, এরপর সেই ঔষধ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হয়- এমন তথ্যের ভিত্তিতে বেশকিছু দিন গোয়েন্দা নযরদারি বাড়ানো হয় চর এলাকায়। পরে নিশ্চিত হয়ে 'শাহনেওয়াজ সি ফুডে' অভিযান চালানো হয়।

জানা গেছে যে, খুলনার হেরাজ মার্কেট ও ঢাকার মিডফোর্ডসহ দেশের বিভিন্ন হাসপাতালের সঙ্গে এই চক্রটির যোগাযোগ রয়েছে। তারা ঐ সব হাসপাতাল থেকে অর্ডার নিয়ে গোপনে নকল ঔষধ তৈরী করত। উল্লেখ্য, আটক শিল্পপতি শাহনেওয়ায বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টাস এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এবং খুলনা চেম্বারের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি। ইতিপূর্বে জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগসাজশে ১০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে। তিনি খুলনা যেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কয়েকবার সরকারের 'সিআইপি' হয়েছেন। গণপূর্ত বিভাগের কেরানী থেকে আজ তিনি খুলনার বড় শিল্পপতি। বিভিন্ন সরকারী দফতরে তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল এমপি-র কাছের লোক বলে দাবী করতেন। এভাবে ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি নানাবিধ অপকর্ম করতেন।

[দলবাজী রাজনীতির এটাই স্বাভাবিক পরিণতি। অতএব মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন (স.স.)]

এশিয়ায় কম বনাঞ্চল বাংলাদেশে

যেখানে দেশের অস্তিত্বের জন্য ২৫ শতাংশ বনভূমি থাকা আবশ্যক, সেখানে বাংলাদেশে আছে ১১.২ শতাংশ। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি)-র ২০১৬ সালের তালিকায় নীচ থেকে তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। তার উপরে ২৪.১ ও ২৪.৮ শতাংশ বনাঞ্চল নিয়ে রয়েছে যথাক্রমে ভারত ও চীন। আর ১.৯ শতাংশ বনাঞ্চল নিয়ে সর্বনিম্নে অবস্থান করছে পাকিস্তান। অন্যদিকে ৯২.১ শতাংশ বনাঞ্চল নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে লাওস। এরপরেই রয়েছে ভূটানে ৮১.৫, ব্রুনাইয়ে ৭৯.৭, মালয়েশিয়ায় ৬৭.৬ ও দক্ষিণ কোরিয়ায় ৬৩.৭ শতাংশ বনাঞ্চল। বাংলাদেশের এ অবস্থান সম্পর্কে জনৈক পরিবেশবিদ বলেন, বিগত ৩০-৪০ বছরে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সুন্দরবন এলাকায় বনভূমির বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। সে তুলনায় নতুন করে বন বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। সেকারণ বনভূমি কমে গেছে।

[পৃথিবীর সর্বাধিক ঘনবসতির এই দেশে প্রতিদিন ফসলী জমি ও গাছ-গাছালি কমছে। তার উপর নদী ভাঙনে স্থলভূমি হ্রাস পাচ্ছে। সেই সাথে বন রক্ষকদের ও ভক্ষকদের যোগ সাজশে প্রতিদিন বনভূমি ধ্বংস হচ্ছে। ইট ভাটার ধোঁয়ায় পরিবেশ বিনষ্ট হচ্ছে। এরপরে সুন্দরবন ধ্বংসের পূর্ণ আয়োজন নিয়ে আসছে রামপাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প। অতএব আত্মঘাতি কর্মকর্তারা আল্লাহ্‌র গযবকে ভয় করুন! (স.স.)]

রফতানি হচ্ছে পাটখড়ির ছাই

দেশ থেকে পাটখড়ির ছাই রফতানি হচ্ছে। ব্যতিক্রমী এ পণ্যের রফতানি দিন দিন বাড়ছে। আর সে কারণে বাড়ছে ছাই উৎপাদনের কারখানাও। পাটখড়ি বা পাটকাঠির ছাই চারকোল নামেও পরিচিত। বাংলাদেশ থেকে পাটখড়ির ছাইয়ের প্রধান আমদানিকারক দেশ হচ্ছে চীন। তাইওয়ান, ব্রাজিলেও এটি রফতানি হচ্ছে। এছাড়া এর বড় বাজার রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, ব্রাজিল, জার্মানীসহ ইউরোপের দেশগুলোতে।

পাট দিয়ে চট, বস্তা, কাপড়, কার্পেট তৈরী হ'লেও পাটখড়ি এত দিন গ্রামে মাটির চুলায় রান্না করার কাজে এবং ঘরের বেড়া দেওয়ার কাজেই ব্যবহৃত হ'ত। কিন্তু পাটখড়িকে ছাই বানিয়ে তা রফতানির পথ দেখান ওয়াং ফেই নামের চীনের এক নাগরিক। মাত্র চার বছর আগে ২০১২ সালে তিনি জামালপুর, খুলনা ও ফরিদপুরে চালু করেন কারখানা। যে কারখানার বর্তমান বার্ষিক আয় ৮০ লাখ ডলার। চার বছরের ব্যবধানে দেশে ছাই উৎপাদনের কারখানা গড়ে উঠেছে ২৫টি। উল্লেখ্য, পাটখড়ির ছাই থেকে কার্বন পেপার, প্রিন্টার ও ফটো কপিয়ারের কালি, মোবাইলের ব্যাটারী, প্রসাধনী পণ্য, ইত্যাদি পণ্য তৈরী হয়।

উৎপাদক সূত্রে জানা গেছে, এ খাত থেকে বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে ১৫০ কোটি টাকা।

Contents

বিদেশ

ফ্রান্স থেকে ৯ হাযার কি.মি. হেঁটে ওমরাহ পালন

মুহাম্মাদ ইসহাক নামক ফ্রান্সে বসবাসকারী জনৈক স্প্যানিশ মুসলমান ৯ হাযার কি.মি. রাস্তা পায়ে হেঁটে পবিত্র মক্কায় এসে ওমরাহ পালন করেছেন। প্যারিস থেকে মক্কা পৌঁছতে তার সময় লেগেছে সাড়ে পাঁচ মাস। কুয়েতের জনপ্রিয় দৈনিক 'আল-রাই' পত্রিকা তাকে নিয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এতে বলা হয়, ইসহাক পদব্রজে মক্কায় গিয়ে ওমরাহ পালনের নিয়তে ফ্রান্স থেকে রওনা হন। পথে সামান্য জটিলতা এড়িয়ে তিনি নিরাপদেই ওমরাহ সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছেন। প্যারিস থেকে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সময় তিনি ৫ হাযার ইউরো সঙ্গে নেন। ইসহাক বলেন, আমার দৈনিক বাজেট ছিল মাত্র ১০ ইউরো। তিনি পথে কারও কাছ থেকে কোন অর্থ সাহায্য নেননি। পথে তাকে প্রতিকূল কঠোর আবহাওয়া মোকাবেলা করতে হয়েছে।

পায়ে হেঁটে পবিত্র হজব্রত পালনকারী শুধু মুহাম্মাদ ইসহাক একা নন। এর আগে ২০১২ সালে বসনিয়ার এক মুসলমান ৫ হাযার ৭০০ কি.মি. হেঁটে হজ্জ পালন করতে মক্কায় এসেছিলেন। এ বছর চীন ও রাশিয়া থেকে দু'জন মুসলমান সাইকেল চালিয়ে হজ্জ পালনের জন্য মক্কায় আসেন।

[এতে বাড়তি কোন নেকী নেই। বরং গোনাহ রয়েছে। কেননা ঐ ব্যক্তি সুন্নাতের বরখেলাফ করেছে এবং হজ্জের নামে নিজের উপর অহেতুক কষ্ট ডেকে এনেছে। যে বিষয়ে হাদীছে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই এ দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি এতে কঠোরতা আরোপ করবে, এটি তাকে পরাভূত করবে। অতএব তোমরা দৃঢ়ভাবে সৎকর্ম কর ও মধ্যপন্থা অবলম্বন কর' (বুখারী হা/৩৯; মিশকাত হা/১২৪৬)। (স.স.)]

মার্কিন প্রেসিডেন্ট হলেন ধনকুবের ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প

সব ধরনের জনমত জরিপ ও পণ্ডিতদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ করে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত প্রার্থী ধনকুবের ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্প। মোট ভোটের হিসাবে কিছুটা পিছিয়ে থেকেও ইলেক্টোরাল ভোটের জোরে জিতে গেছেন রিপাবলিকান দলের এই প্রার্থী। এ পর্যন্ত পাওয়া হিসাবে ট্রাম্প ইলেক্টোরাল ভোট পেয়েছেন ৩০৬ টি এবং হিলারী পেয়েছেন ২৩২ টি। আর পপুলার ভোট ট্রাম্প পেয়েছেন ৪৭.৮ শতাংশ এবং হিলারী পেয়েছেন ৪৬.৯ শতাংশ। সে হিসাবে হিলারী সাড়ে ১১ লক্ষাধিক পপুলার ভোট বেশী পেয়েছেন। কিন্তু দেশটির নির্বাচন সিস্টেম অনুযায়ী ন্যূনতম ২৭০ টি ইলেক্টোরাল ভোট পেলেই তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

উল্লেখ্য যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় আড়াইশ' বছরের রাজনীতির ইতিহাসে ডোনাল্ড ট্রাম্প একমাত্র ব্যক্তি, যিনি দেশটির প্রথম অরাজনৈতিক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। হাউজিং ও ক্যাসিনো ব্যবসায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনীতিতে রাজসিক উত্থান সত্যিই অবাক করার মতো। দলে ১৬ জন প্রার্থীকে পরাজিত করে তিনি রিপাবলিকান দলের প্রার্থী মনোনীত হন।

এছাড়া নির্বাচনের পূর্বে বিশ্বের তাবৎ রাজনৈতিক বোদ্ধারা একমত ছিলেন যে, নির্বাচনে ডেমোক্রাট প্রার্থী হিলারীর বিজয় সুনিশ্চিত। নির্বাচনের জরিপে মিডিয়াগুলো শেষ মুহূর্তে হিলারীর জয়ের সম্ভাবনা দেখেছিলেন ৯১ শতাংশ। অথচ ব্যালটের বিপ্লবে পরাজিত হয়েছে অন্য সবার চাওয়া-পাওয়া ও প্রত্যাশা।

মুসলিম জাহান

পরপারে পাড়ি জমালেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ও মুহাক্কিক শু'আইব আরনাঊত

'মুসনাদে আহমাদ'-এর খ্যাতিমান মুহাক্কিক, আলবেনীয় বংশোদ্ভূত বিশ্ববরেণ্য সিরীয় মুহাদ্দিছ শায়খ আবু উসামাহ শু'আইব বিন মুহাররম আরনাঊত্ব (৯০) গত ১৪৩৮ হিজরীর ২৬শে মুহাররম মোতাবেক ২৭শে অক্টোবর'১৬ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জর্ডানের রাজধানী আম্মানে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন*। পরদিন শুক্রবার বাদ জুম'আ আম্মানের শুমাইসানী এলাকার ফায়হা জামে মসজিদে তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়।

শু'আইব বিন মুহাররাম আরনাঊত ১৩৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৯২৮ সালে সিরিয়ার রাজধানী দামেশকে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে তাঁর পিতা দামেশকে সপরিবারে হিজরত করেন। পিতা-মাতার তত্ত্বাবধানে তিনি খাঁটি ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে উঠেন। ছোটবেলায় তিনি কুরআন মাজীদের বৃহদাংশ মুখস্থ করেন। অতঃপর প্রায় ১০ বছর যাবৎ দামেশকের মসজিদ ও প্রাচীন মাদরাসা সমূহে নাহু, ছরফ, সাহিত্য, বালাগাত (অলংকার শাস্ত্র) প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জনের পর তিনি ৭ বছর যাবৎ ইসলামী ফিক্বহ বা আইনশাস্ত্র অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। এ সময় তিনি উছূলে ফিক্বহ, তাফসীর, মুছত্বলাহুল হাদীছ (হাদীছের মূলনীতি অভিজ্ঞান) প্রভৃতি শাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

ফিক্বহ শাস্ত্র অধ্যয়নকালে তাঁর শিক্ষকমণ্ডলী ও সমকালীন আলেমদের মাঝে ছহীহ ও যঈফ হাদীছ যাচাই-বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দুর্বলতা লক্ষ্য করেন। এর ফলে ইলমে হাদীছে ব্যুৎপত্তি অর্জনের লক্ষ্যে তিনি আরবী ভাষা পাঠদানের পেশা ত্যাগ করে পুরাপুরি তাহকীকী কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি দামেশকের 'আল-মাকতাবুল ইসলামী' প্রকাশনা সংস্থার গবেষণা বিভাগের প্রধান হিসাবে ২০ বছর যাবৎ দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ৭০ খণ্ডের বেশী গ্রন্থ তাহকীক করেন বা তাহকীকী কর্মকাণ্ডের তত্ত্বাবধান করেন। এরপর ১৯৮২ সাল থেকে তিনি আম্মানের 'মুআসসাসাতুর রিসালাহ' নামক খ্যাতনামা প্রকাশনীর গবেষণা বিভাগের প্রধান হিসাবে গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রাখেন। তাঁর নিজস্ব তাহকীককৃত এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে তাহকীককৃত গ্রন্থের সংখ্যা ২৪০ খণ্ডের বেশী। এতে তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ, আক্বীদা, জীবনীগ্রন্থ, মুছত্বলাহুল হাদীছ, সাহিত্য প্রভৃতি শামিল রয়েছে। তাঁর তাহকীককৃত গ্রন্থের মধ্যে মুসনাদে আহমাদ (৫০ খণ্ড), যাহাবীর সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (২৫ খণ্ড), আল-ইহসান ফী তাকরীবে ছহীহ ইবনু হিব্বান (১৮ খণ্ড), বাগাবীর শারহুস সুন্নাহ (১৬ খণ্ড), নববীর রওযাতুত তালেবীন (১১ খণ্ড), ইবনুল জাওযীর 'যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর' (৯ খণ্ড), ইবনুল ক্বাইয়িমের যাদুল মা'আদ (৫ খণ্ড) প্রভৃতি অন্যতম। এগুলির মধ্যে মুসনাদে আহমাদের তাহকীক সবচেয়ে জনপ্রিয়।

আধুনিক বিশ্বে হাদীছ তাহকীকে যে তিনজন মুহাদ্দিছ খ্যাতি লাভ করেছেন তারা সবাই আলবেনীয় বংশোদ্ভূত। এরা হ'লেন শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯ খৃ.), শায়খ শু'আইব আরনাঊত ও শায়খ আব্দুল কাদের আরনাঊত (১৯২৮-২০০৪ খৃ.)। তন্মধ্যে শায়খ আলবানীর তাহকীক সবচেয়ে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। এরপরে রয়েছেন শু'আইব আরনাঊত।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোকাহত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।- সম্পাদক]

Contents

সিরিয়ায় আন-নুছরাহ ইসলামী যোদ্ধাদের চিকিৎসা দেয় ইসরাঈলীরা!

-রবার্ট ফিস্ক

সিরিয়ায় সরকার বিরোধী আন-নুছরাহ ইসলামী যোদ্ধারা ও ইসরাঈলীরা সিরীয়দের লক্ষ্য করে বোমা মারে। আর সিরীয়রা বোমা মারে মূলতঃ আন-নুছরাহকে লক্ষ্য করে। কিন্তু নুছরাহ-র আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসা দেওয়া হয় ইসরাঈলের হাইফা হাসপাতালে। তাহ'লে ইসরাঈল কার পক্ষে? ব্রিটেনের প্রভাবশালী পত্রিকা দ্যা ইণ্ডিপেন্ডেন্ট -এ গত ৪ঠা নভেম্বর প্রকাশিত প্রবন্ধে এ মন্তব্য করেছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক রবার্ট ফিস্ক। তিনি লিখেছেন, নুছরাহ যোদ্ধারা নিজেদের রেডিওতে সিরীয়দের 'কাফের' বলে গালি-গালাজ করে। অথচ নুছরাহর অধিকাংশ যোদ্ধা সিরীয় সরকারী সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে আসা। তারা যখন সিরিয়ার দিকে তাক করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে, তখন তাদের নল থেকে রকেট বেরিয়ে যাওয়ার ছবি তুলে রাখতে হয়। সম্ভবতঃ অস্ত্র সরবরাহকারীদের কাছে তাদের জওয়াবদিহি করতে হয় এ মর্মে যে, গোলাটা তারা অন্য কারও কাছে বিক্রি করেনি।

[মধ্যপ্রাচ্যে হঠাৎ সৃষ্ট আইএস নামধারী ইসলামী যোদ্ধাদের অন্যতম জিহাদী গোষ্ঠী হ'ল আন-নুছরাহ ফ্রন্ট। যারা গত বছর অন্য একটি জিহাদী গোষ্ঠীর সদস্যের বুক ফেড়ে কলিজা চিবিয়ে ইন্টারনেটে ছেড়েছিল। তারা সিরিয়ায় বোমা মারে। কিন্তু সামান্য দূরে ইসলামের চিরশত্রু ইসরাঈলে বোমা মারে না। সিরিয়ার গোলান মালভূমি থেকে যুদ্ধ প্রত্যক্ষকারী প্রখ্যাত সাংবাদিকের উপরোক্ত রিপোর্ট জিহাদ পাগল মুসলিম তরুণদের চোখ খুলে দিবে কি? (স.স.)]

৩৫ লাখ অশ্লীল সাইট বন্ধ করেছে সঊদী সরকার

সঊদী সরকার ২০১০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা ৩৫ লাখ অশ্লীল সাইট ও লিংক বন্ধ করেছে। সঊদী আরবে ইন্টারনেট সেবা নিরাপদ করতেই এ উদ্যোগ বলে জানা গেছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ইন্টারনেটকে নিরাপদ ও অশ্লীলতামুক্ত করতে তারা ২০১০ সালে অভিযান শুরু করে ২০১৫ সাল পর্যন্ত ৩৫ লাখেরও বেশি পর্ণো সাইট বন্ধ করতে সক্ষম হয়েছে। ফলে এসব সাইট দেশটি থেকে ভবিষ্যতে কেউ ব্যবহার করতে পারবে না বলে জানা গেছে। কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী সঊদী আরবের ইন্টারনেট সার্চ এখন 'সেইফ সার্চ'। যেখানে সার্চ করে আর কেউ অশ্লীল জিনিস খুঁজে পাবে না।

[অসংখ্য ধন্যবাদ সঊদী সরকারকে। বাংলাদেশ সরকার কি এটা পারেন না? (স.স.)]

সঊদী প্রিন্সের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

স্বদেশী এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যার দায়ে এক প্রিন্সের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে সঊদী আরব। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রাজধানী রিয়াদে তিন বছর আগে বিবাদের সময় এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যার দায়ে প্রিন্স তুর্কী বিন সঊদ আল-কবীরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। তবে তা কিভাবে কার্যকর করা হয়েছে, তার বিস্তারিত বিবরণ জানানো হয়নি। যদিও অধিকাংশ সময় শিরশ্ছেদের মাধ্যমেই তা কার্যকর করা হয়। রাজপরিবারের কোন সদস্যের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর দেশটির জন্য বিরল ঘটনা। তবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, এ শাস্তি বাস্তবায়ন দেশের প্রত্যেক নাগরিককে এই নিশ্চয়তা দেবে যে, নিরাপত্তা রক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। উল্লেখ্য, চলতি বছর সঊদী আরবে প্রিন্স কবীরসহ ১৩৪ জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

'মাছি' নিয়ে হাদীছ মানলো বিজ্ঞান

প্রায় ১৪০০ বছর আগে নাযিল হওয়া আল-কুরআনের বিশ্লেষণ করে মানুষ মঙ্গল গ্রহ পর্যন্ত পৌঁছেছে। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) ১৪০০ বছর আগে মাছি প্রসঙ্গে যে কথাটি বলেছিলেন, তা আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানও মেনে নিয়েছে। ছহীহ বুখারীর হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি তোমাদের কারো পাত্রে মাছি পতিত হয়, সে যেন উক্ত মাছিটিকে ডুবিয়ে দেয়' *(বুখারী হা/৫৭৮২)*।

এ বিষয়ে কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. ওয়াজিহ বায়েশরী হাদীছটির আলোকে মাছি নিয়ে কয়েকটি পরীক্ষা চালান। জীবাণুমুক্ত কিছু পাত্রের মধ্যে কয়েকটি মাছি ধরে নিয়ে জীবাণুমুক্ত টেস্টটিউবের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখেন। তারপর নলটি একটি পানির গ্লাসে উপুড় করেন। মাছিগুলো পানিতে পতিত হওয়ার পর উক্ত পানি থেকে কয়েক ফোঁটা পানি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে পান, সেই পানিতে অসংখ্য জীবাণু রয়েছে। তারপর জীবাণুমুক্ত একটি সূঁচ দিয়ে মাছিকে ঐ পানিতেই ডুবিয়ে দেন। তারপর কয়েক ফোঁটা পানি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন, সেই পানিতে আগের মতো আর জীবাণু নেই, বরং কম। তারপর আবার ডুবিয়ে দেন। তারপর কয়েক ফোঁটা পানি নিয়ে আবার পরীক্ষা করেন। এমনিভাবে কয়েকবার পরীক্ষা করে দেখেন যে, যত বার মাছিকে ডুবিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন, ততই জীবাণু কমেছে। অর্থাৎ তিনি প্রমাণ পেলেন যে, মাছির একটি ডানায় রোগজীবাণু রয়েছে এবং অপরটিতে রোগনাশক ওষুধ রয়েছে।

সম্প্রতি সঊদী আরবের রিয়াদে অনুষ্ঠিত অষ্টম চিকিৎসা সম্মেলনে কানাডা থেকে দু'টি গবেষণা রিপোর্ট পাঠিয়েছে। যাতে বলা হয়েছে যে, মাছিতে এমন কোন বস্তু রয়েছে যা জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয়। একই বিষয়ে জার্মান ও ব্রিটেন থেকে প্রাপ্ত রিসার্চগুলো ধারাবাহিক সংগ্রহের মাধ্যমে সম্প্রতি একটি বই বেরিয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে, মাছি যখন কোন খাদ্যে বসে, তখন তার জীবাণুযুক্ত ডানাটি খাদ্যে ডুবিয়ে দেয়। অথচ তার অপর ডানায় থাকে প্রতিরোধক ওষুধ। ফলে মাছিকে ঐ খাবারে ডুবিয়ে দেয়া হ'লে অপর ডানার জীবাণু প্রতিরোধক খাদ্যের সঙ্গে মিশে মারাত্মক জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করে দেয় এবং সেই খাদ্য স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য অনুকূল থাকে।

[আল্লাহ্র অহি ব্যতীত আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দ্বীন বিষয়ে কোন কথা বলেন না (নাজম ৩-৪)। তাঁর যবান দিয়ে কোন মিথ্যা কথা বের হয় না। অতএব হে মানুষ! সব ছেড়ে ইসলামমুখী হও। কুরআন ও হাদীছ মেনে নাও। দুনিয়া ও আখেরাতে সুখী হও (স.স.)]

সুপার মুনের আলোয় উদ্ভাসিত হ'ল পৃথিবী

সাত দশকে পৃথিবীর সবচেয়ে কাছাকাছি অবস্থানে আসলো চাঁদ। গত ১৪ই নভেম্বর রাতে পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহটি সুপার মুন নামে আকাশে ঔজ্জ্বল্য ছড়ায়। সৌরজগতের গ্রহ পৃথিবী আর পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদের গড় দূরত্ব তিন লাখ ৮৪ হাযার কিলোমিটার। গতরাতে সেটি প্রায় ২৮ হাযার কিলোমিটার কমে এসেছিল বলে জানান বিজ্ঞানীরা। ফলে অন্য সময়ের চেয়ে ১৪ শতাংশ বড় এবং ৩০ শতাংশ বেশি উজ্জ্বল চাঁদের দেখা মেলে এরাতে। আকাশ পরিষ্কার থাকায় সন্ধ্যা ৭-টা থেকে বাংলাদেশের মানুষ সুপার মুন দেখতে পায়। চাঁদের এই অনন্যসাধারণ রূপ পুনরায় দেখতে অপেক্ষা করতে হবে ২০৩৪ সাল পর্যন্ত। তবে সেই সুপার মুন সবচেয়ে ভালোভাবে দেখতে পারবেন উত্তর আমেরিকার মানুষ।

সংগঠন সংবাদ

লেখক সম্মেলন ২০১৬

নওদাপাড়া, রাজশাহী ৪ঠা নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল সাড়ে ৮-টায় রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদের দ্বিতীয় তলায় মাসিক **আত-তাহরীক**-এর নবীন ও প্রবীণ লেখকদের সমন্বয়ে এক *লেখক সম্মেলন* অনুষ্ঠিত হয়। আত-তাহরীক-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যশোর সরকারী এম.এম. কলেজের প্রফেসর (অবঃ) মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজাশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর (অবঃ) শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ রূপতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. একিউএম বযলুর রশীদ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (অবঃ) ড. মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন (গাযীপুর), অবসরপ্রাপ্ত বিসিএস (সমবায়) কর্মকর্তা ভাষা সংগ্রামী ও মুক্তিযোদ্ধা জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান (গাইবান্ধা), রাজশাহী সরকারী মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক (অবঃ) মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ ও মেহেরপুরের গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক মাওলানা নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন, মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অতঃপর লেখকদের মধ্য থেকে বক্তব্য রাখেন খুলনার পাইকগাছা কলেজের প্রভাষক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা), মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ), হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম (রাজশাহী), আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীর শিক্ষক শামসুল আলম (যশোর), বেলটিয়া কামিল মাদরাসার প্রধান মুহাদ্দিছ ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী (জামালপুর), হরিণাকুণ্ডু সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ) প্রমুখ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), 'সোনামণি' সংগঠনের কেন্দ্রীয় পরিচালক আব্দুল হালীম (রাজশাহী)। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ড. মুহাম্মাদ আবু তাহের (গাইবান্ধা), প্রবীণ লেখক জনাব রফীক আহমাদ (দিনাজপুর), আমীরুল ইসলাম মাষ্টার (রাজশাহী) ও যহূর বিন ওছমান (দিনাজপুর)।

অনুষ্ঠানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া রাজশাহীর ছানাবিয়া ২য় বর্ষের ছাত্র হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মারকাযের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র হাফেয আব্দুল হাসীব। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন হাদীছ ফাউণ্ডেশনের গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য যে, আত-তাহরীকের দীর্ঘ বিশ বছরের ইতিহাসে এটিই ছিল প্রথম 'লেখক সম্মেলন'। ইতিপূর্বে ২০০৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার লেখক সম্মেলনের উদ্যোগ গ্রহণ ও সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তার দু'দিন পূর্বে তৎকালীন জোট সরকার কর্তৃক অন্যায়ভাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ 'আন্দোলন'-এর নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের কারণে সেবারের সকল প্রস্তুতি পণ্ড হয়ে যায়। অতঃপর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর কাংখিত এই সম্মেলনটি বাস্তবায়িত হ'ল। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। সম্মেলনটি যেমন ছিল প্রাণবন্ত, তেমনি ছিল আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। এতে লেখকগণ দারুণভাবে উজ্জীবিত হন এবং পরস্পরে পরিচিত হ'তে পেরে আনন্দিত হন। উল্লেখ্য, সম্মেলনে বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে যাদের অন্তত তিনটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে তাদেরকেই কেবল আমন্ত্রণ জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সম্মানিত লেখক ও মাননীয় অতিথিবৃন্দকে একটি করে ব্যাগ ও সম্মাননা ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

সভাপতির ভাষণ :

সম্মেলনে সভাপতির লিখিত ভাষণে **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, মানুষ প্রথমে তার মায়ের ভাষায় কথা বলা শেখে। এটি তার স্বভাবগত ক্ষমতা, যা আল্লাহ তাকে দান করেন। আর এটাই হ'ল মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টজীবের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য। আল্লাহ বলেন, الرَّحْمَنُ- عَلَّمَ الْقُرْآنَ- خَلَقَ الْإِنْسَانَ- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ- 'রহমান! যিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন' *(রহমান ৫৫/১-৪)*। মানুষের স্থান-কাল পাত্রের পার্থক্যের কারণে তার ভাষার পার্থক্য হয়। তার মনের ভাব তার ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ফলে পৃথিবীর এক এক প্রান্তে এক এক ভাষার মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। তাই ভাষার বৈচিত্র্য আল্লাহ্র এক অনন্য সৃষ্টি। যেমন তিনি বলেন, وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ- 'তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে অন্যতম হ'ল, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের মধ্যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। নিশ্চয়ই এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্র একক পালনকর্তা হওয়ার) নিদর্শন সমূহ নিহিত রয়েছে' *(রূম ৩০/২২)*।

বর্তমান পৃথিবীর প্রায় ছয়শো কোটি মানুষ পাঁচ হাযারের অধিক ভাষায় কথা বলে। তন্মধ্যে বাংলাভাষীর সংখ্যা প্রায় ৩০ কোটি। এই ভাষার মাধ্যমেই আমরা আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করি। আর হৃদয়ে উত্থিত ভাষার পরিশীলিত রূপই হ'ল সাহিত্য। অতঃপর মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপকে বলা হয় সংস্কৃতি। সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাহিত্যের বিকাশে সংস্কৃতির ভূমিকা অনন্য। বরং সংস্কৃতির বাহন হ'ল সাহিত্য। সাহিত্য হ'ল বিশ্বাসের লৈখিক ও মৌখিক প্রকাশ। কিন্তু সংস্কৃতি হ'ল মানুষের সার্বিক জীবনাচারের বাহ্যিক রূপ। সংস্কৃতি চেনা যায় মানুষের ব্যবহারে, পোষাকে ও তার সার্বিক জীবনাচারে। আর সাহিত্য মানুষের ভিতরের চিত্রটা ফুটিয়ে তোলে তার ভাষায় ও লেখায়। সংস্কৃতি মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত সাথে থাকে। কিন্তু সাহিত্য তাকে বাঁচিয়ে রাখে যুগ যুগ ধরে। এমনকি ক্বিয়ামত অবধি।

সেকারণ সাহিত্য হ'ল স্ব স্ব যুগের ও সমাজের আয়না স্বরূপ। হাযার বছর পরেও ঐ সাহিত্য পাঠ করে মানুষ সে সময়কার সমাজ ও তাদের বিশ্বাস এবং জীবনাচার সম্পর্কে জানতে পারে। সেকারণ কুরআন নাযিলের শুরুতেই পড়া ও লেখার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আয়াত নাযিল করা হয়। অতঃপর আল্লাহ্র অদৃশ্য ব্যবস্থাপনায় কুরআন ও হাদীছের সংকলন কার্য সম্পাদিত হয়। কারণ এদু'টি বস্তুই হ'ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সৃষ্টিজগতের জন্য অনন্য উপহার। যা সরল পথের দিক নির্দেশিকা। সকল প্রকার কল্যাণের উৎস। সর্বোচ্চ সাহিত্য ও অলংকার সমৃদ্ধ অতুলনীয় ধর্মগ্রন্থ। ক্বিয়ামত পর্যন্ত যা অক্ষুণ্ণ থাকবে আল্লাহ্র অপার অনুগ্রহে।

বিভিন্ন দেশের মানুষ বিভিন্ন ভাষায় কথা বললেও তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও জীবনাচার যাতে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে উদ্ভাসিত হয় এবং বিশুদ্ধ ইসলামের সরল পথে

পরিচালিত হয়, সেজন্য মুসলিম উম্মাহকে আমর বিল মা'রূফ ও নাহি 'আনিল মুনকারের চিরন্তন নির্দেশনা ও নীতিমালা প্রদান করা হয়েছে *(আলে ইমরান ৩/১১০)*। আর এর মাধ্যমেই সে তার শ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার গৌরব অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে।

তিনি বলেন, মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর সেরা ও স্থায়ী মাধ্যম হ'ল লিখিত সাহিত্য। চাই সেটা কাগজে হৌক বা বৈদ্যুতিক বাহনে হৌক। কিন্তু বৈদ্যুতিক বাহন যেমন দ্রুত সহজলভ্য, তেমনি যেকোন সময় চোখের পলকে হারিয়ে যাওয়ার আশংকায় ত্রস্ত। বর্তমানের ইন্টারনেট যুগে বৈদ্যুতিক মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দ্রুত সর্বত্র পৌঁছে দেওয়া সহজ হয়েছে। সেই সাথে কর্মসংস্থানের বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন ভাষার মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাস জীবন যাপন করছে। কেবল বাংলাদেশেরই প্রায় এক কোটি মানুষ মধ্যপ্রাচ্য সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাস করছে। সেখানকার কর্মস্থলে তারা বিভিন্ন আক্বীদা-বিশ্বাসের মানুষের সাথে ভাব বিনিময়ের সুযোগ পায়। এতে বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসার সহজ হয়েছে।

উক্ত লক্ষ্যে ১৯৭৯ সাল থেকেই আমরা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' বই প্রকাশের মাধ্যমে সাহিত্য অঙ্গনে পদচারণা শুরু করি। যা আগে থেকেই চলে আসা দাওয়াতী ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হয়। পরে ১৯৮৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে ঢাকা থেকে 'তাওহীদের ডাক' প্রকাশের মাধ্যমে আমরা পত্রিকা জগতে পা রাখি। যা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র মুখপত্র হিসাবে অদ্যাবধি চালু আছে। অতঃপর ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে মাসিক আত-তাহরীক প্রকাশিত হয় রাজশাহী থেকে। যা তার নিয়মিত প্রকাশনার ২০ বছরে পদার্পণ করেছে। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*।

তিনি বলেন, 'আত-তাহরীক' একটি বিশেষ আন্দোলনের লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। যা হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলন। আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহীর আলোকে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন। আর নিঃসন্দেহে এটিই হ'ল বিশ্ব মানবতার প্রকৃত মুক্তির আন্দোলন। আত-তাহরীক মানুষের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। সার্বিক সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে আত-তাহরীক শুরু থেকে এ যাবৎ তার আপোষহীন ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে।

এ সময় তিনি লেখার বাইরে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, আত-তাহরীক কেবল ছালাত পরিবর্তনের আন্দোলন নয়, বরং জীবন পরিবর্তনের আন্দোলন। তিনি তাঁর উত্তরসূরীদের উদ্দেশ্যে অছিয়ত করে বলেন, কোন অবস্থাতেই যেন আত-তাহরীক তার যাত্রা পথে বাতিলের সঙ্গে আপোষ না করে। আত-তাহরীক সমাজ পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সাগরে তার নৌকা পরিচালনা করছে। সে তার লক্ষ্যে তীরে পৌঁছবে অথবা সাগরে ডুববে, কিন্তু লক্ষ্যচ্যুত হবে না। যারা ঐক্যের কথা বলেন, তারা লক্ষ্যহীন তরীর মত। তাই তাদের সঙ্গে ঐক্যের প্রশ্নই ওঠে না।

অতঃপর তিনি লিখিত ভাষেণে বলেন, আত-তাহরীক-এর এই আপোষহীন সত্য প্রকাশের সুফল দেশে ও বিদেশে সর্বত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে। গতানুগতিকতা ছেড়ে জাতি এখন পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছে। জাতীয় জীবনে সংস্কারের ঢেউ পরিলক্ষিত হচ্ছে; শহর থেকে গ্রামে, দেশে ও প্রবাসে সর্বত্র। শোনা যাচ্ছে অন্যদের মুখে, আত-তাহরীক এদেশে এক নীরব বিপ্লব সৃষ্টি করে চলেছে'। নিঃসন্দেহে সেটি সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে, সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রে। আর সবকিছু সম্ভব হয়েছে আপনাদের মত এক ঝাঁক উদ্যমী লেখকের মাধ্যমে।

শুরুতে আত-তাহরীকের লেখক ছিল না বললেই চলে। সম্পাদককেই নামে-বেনামে বহু লেখা লিখতে হয়েছে। সেই সাথে উৎসাহ দিয়ে নবীন লেখকদের কাছে টানতে হয়েছে। তাদের লেখা আগাগোড়া সংশোধন করে তাদের নামেই লেখা ছেপে দিয়েছি। তাতে তারা উৎসাহিত হয়েছে। সত্য বলতে কি, এ ধারা কমবেশী আজও অব্যাহত রয়েছে। তবে আশার কথা এই যে, এই উদার মেহনতের কারণে অনেক লেখক তৈরী হয়েছেন। যদিও মেধা ও মননের তারতম্যের কারণে সাহিত্যের মান ও অলংকারের পার্থক্য থাকবেই। কেননা এটি স্রেফ আল্লাহ প্রদত্ত। যা মানুষের অর্জিত জ্ঞানের ঊর্ধ্বে। তবে যে আদর্শের অনুশীলন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আত-তাহরীক তার কলমী জিহাদ শুরু করেছিল, সে লক্ষ্য অনেকটাই পূর্ণ হয়েছে এটাই সান্ত্বনা। *আলহামদুলিল্লাহ*। এখন 'আত-তাহরীক'-এর পাশাপাশি চলছে 'তাওহীদের ডাক' ও 'সোনামণি প্রতিভা'। যেখানে তরুণ ও কিশোর লেখক-লেখিকাদের স্থান করে দেওয়া হয়েছে। ক্রমেই তাদের লেখা সমৃদ্ধ হচ্ছে। আল্লাহ কবুল করলে এইসব লেখকরাই আগামী দিনের সমাজ বিপ্লবের নায়ক হবে *ইনশাআল্লাহ*। আত-তাহরীক তাই কেবল একটি পত্রিকা নয়। এটি অসংখ্য লেখকের সূতিকাগার। এদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে কেবল তাদেরই লেখা, যাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় খুলূছিয়াত থাকবে। স্রেফ নেকীর আকাংখা থাকবে। রিয়া ও শ্রুতি থাকবে না। কেননা সবকিছুর শুভ পরিণাম নির্ভর করে স্রেফ তাক্বওয়ার উপরে। লেখক- লেখিকাগণ আত-তাহরীক পরিবারের অংশ। সকলের মধ্যে আল্লাহভীরুতা বিজয়ী হৌক- এটাই কামনা করি।

তিনি বলেন, আত-তাহরীকের সংস্কার কেবল সামাজিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং সাহিত্য ক্ষেত্রেও দৃশ্যমান সংস্কার সাধন করেছে। কারণ ইতিহাস সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, বাংলা ভাষার উন্নয়নে বঙ্গের প্রাচীন মুসলিম সুলতান ও সাহিত্যিকগণের অবদানই ছিল সর্বাধিক। আর যেকোন ভাষা তার জাতির চিন্তা-চেতনার প্রতিবিম্ব হিসাবে কাজ করে। তাই সঙ্গত কারণেই মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা ও আমল-আখলাক সমৃদ্ধ আরবী-ফার্সী-উর্দূ শব্দাবলী এ ভাষার বুকে স্থান করে নিয়েছে এবং বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে। আর এভাবে তার বানানরীতিও তৈরী হয়েছে। যেমন আরবী 'জীম' বুঝানোর জন্য বাংলায় 'জ'; যাল, যা, যোয়াদ বুঝানোর জন্য 'য'; 'ত্বোয়া' বুঝানোর জন্য 'ত্ব'; বড় ক্বাফ বুঝানোর জন্য 'ক্ব'; 'যের' বুঝানোর জন্য হ্রস্ব ইকার, 'ইয়া' বুঝানোর জন্য দীর্ঘ ঈকার। ফারসী 'ড়া' বুঝানোর জন্য বাংলায় ড় ও ঢ়; যুক্ত কা হা বুঝানোর জন্য বাংলায় 'ক্ষ' ইত্যাদি। কিন্তু কোলকাতা কেন্দ্রীক সাহিত্যিকরা এটা ভালভাবে নেননি। তারা সমৃদ্ধ বাংলাকে শুদ্ধ বাংলায় পরিণত করার নামে মুসলিম শব্দাবলীকে হটানোর অপচেষ্টায় মেতে ওঠেন। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'লে বৃটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু লেখকরা বাংলা ভাষার দেহ থেকে আরবী-ফারসী শব্দাবলী ছাটাই শুরু করেন। এর প্রতিবাদে মুসলিম পুঁথিকাররা অপ্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দাবলী আমদানী করতে থাকেন। ফলে হিন্দু-বাংলা ও মুসলিম-বাংলা পৃথক হয়ে যায়। ক্ষমতাসীন ইংরেজদের একচোখা নীতির কারণে রাজনৈতিকভাবে মুসলমানরা অধিকার বঞ্চিত হ'তে থাকে। সেকারণ অতি দ্রুত সম্পর্কের অবনতি হ'ল। অবশেষে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হ'ল। পূর্ব পাকিস্তানের কবি-সাহিত্যিকগণ কোলকাতার দাদাদের করুণা থেকে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু এদেশের একদল নামধারী মুসলিম সাহিত্যিক ভাবলেন যে, দেশ বিভক্ত হ'লেও সাহিত্য-সংস্কৃতি বিভক্ত হয়নি। তারা শুদ্ধ বাংলার নামে কোলকাতা কেন্দ্রীক হিন্দু বাংলা চালু করার ব্রত গ্রহণ করলেন। ফলে অতি বাংলাপ্রীতি দেখিয়ে তারা ২১শে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষা

দিবসকে পূজার দিবসে পরিণত করে ফেললেন। তাদের প্রচেষ্টায় মঙ্গল প্রদীপ, মঙ্গলঘট, প্রভাতফেরী, নগ্নপদযাত্রা বাসন্তী শাড়ী, শহীদ মিনারের নামে বেদীতে ফুল দিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন, রফিক-বরকতদের মূর্তি স্থাপন ও তাতে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন- এসবই এখন মাতৃভাষা দিবসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী ও মুক্তধারা প্রভৃতির আড়ালে মুখ লুকিয়ে তারা সক্রিয় রয়েছেন। ফলে এইসব প্রতিষ্ঠান ক্রমেই জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এমনকি ২১শে ফেব্রুয়ারীর অনুষ্ঠানে খোদ প্রধানমন্ত্রী গেলেও সেখানে শ্রোতা পাওয়া যায় না। কারণ এদেশের মুসলমানরা কখনোই মূর্তিপূজারী নন।

তিনি বলেন, আমরা মনে করি ঢাকায় বসে যারা এপার বাংলা ওপার বাংলার সাহিত্য এক বলে চিৎকার করেন, তারা মূলতঃ এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিলীন করে দিতে চান। কেননা সাহিত্য একটি দেশের রাজনৈতিক মানচিত্র পাল্টে দিতে পারে। যার প্রমাণ ভারত বিভক্তি। অতঃপর পাকিস্তান বিভক্তি। সেকারণ আত-তাহরীক শুরু থেকেই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে এবং যাবতীয় পৌত্তলিক শব্দাবলী পরিহার করে সাধ্যমত ইসলামী শব্দাবলী ব্যবহার করতে থাকে। যেমন জলবায়ু-র বদলে আবহাওয়া, আদাজল-এর বদলে আদাপানি, জল কামানের বদলে পানি কামান ইত্যাদি। একইভাবে ইসলামের নামে শিরক ও বিদ'আতযুক্ত সাহিত্যের বদলে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সাহিত্য রচনা করাও আত-তাহরীকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ফলে আত-তাহরীকে নামায-রোযার বদলে ছালাত-ছিয়াম, শোক সংবাদ-এর বদলে মৃত্যু সংবাদ লেখা হয়। বানানের ক্ষেত্রে আরবী-ফারসী বানানের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। ফলে আরবী বানান 'বী' দিয়ে লেখা হয়। 'বি' দিয়ে নয়। যেমনটি 'ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়' এখন লিখছে। জানিনা তারাও কোলকাতার অনুসারীদের খপ্পরে পড়ে গেছেন কি-না। যারা আরবী হ্রস্ব ইকার ও দীর্ঘ ঈকারের পার্থক্য ঘুঁচিয়ে দিতে চায়।

তিনি বলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে একই সাথে পৌত্তলিকতা মুক্ত এবং শিরক ও বিদ'আত মুক্ত নির্ভেজাল ইসলামী সাহিত্যে পরিণত করাই আত-তাহরীকের প্রধান সাহিত্যিক লক্ষ্য। কারণ বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ এবং সাথে সাথে সর্বাধিক আহলেহাদীছ অধ্যুষিত দেশ। তাই ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে না পারলে এদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব এবং আহলেহাদীছের স্বচ্ছ ইসলামী ধারা একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে আমরা তা কখনোই চাই না। আত-তাহরীক তাই কেবল একটি পত্রিকার নাম নয়, এটি ভবিষ্যৎ সমাজবিপ্লবের প্রোজ্জ্বল ধ্রুবতারা। যা জাতিকে ঘোর অমানিশায় সর্বদা মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখাবে *ইনশাআল্লাহ*। তিনি সমবেত লেখক-লেখিকা ও সুধীবৃন্দকে আত-তাহরীক পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানান। সেই সাথে লেখক-লেখিকা ভাই-বোনদের উপরোক্ত দিক-নির্দেশনাগুলি মেনে চলার আহ্বান জানান। সবশেষে তিনি হাদীছ ফাউণ্ডেশন গবেষণা ভিাগ ও দারুল ইফতার সদস্যবৃন্দ এবং আত-তাহরীকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান এবং সমাজ পরিবর্তনের অভিন্ন লক্ষ্যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনে সবাইকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করার আহ্বান জানান।

ইতিপূর্বে স্বাগত ভাষণে আত-তাহরীক সম্পাদক **ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন** দীর্ঘ প্রতীক্ষিত লেখক সম্মেলন শুরু করতে পেরে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত ও চড়াই-উৎরাইয়ের মধ্য দিয়ে উপমহাদেশের বাংলাভাষী মুসলমানদের বিশুদ্ধ দ্বীন জানার অনন্য মুখপত্র মাসিক আত-তাহরীক দীর্ঘ ২০ বছর যাবত তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। চলতি নভেম্বর'১৬ সংখ্যা ২০তম বর্ষের ২য় সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হ'ল। *ফালিল্লা-হিল হাম্দ*। দীর্ঘ এ পথ পরিক্রমার সকল সহযাত্রীদের আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তিনি বলেন, আজকের এই সম্মেলন তথা নবীন ও প্রবীণ লেখকদের এই মিলন মেলা আত-তাহরীক-এর ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে।

তিনি অনুষ্ঠানের মান্যবর সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি বৃন্দের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, যারা জীবনের পড়ন্ত বেলায় অনেক কষ্ট করে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে অনুষ্ঠানের রওনক বৃদ্ধি করেছেন। অতঃপর সমবেত কলম সৈনিকদের স্বাগত জানান, যাদের আপোষহীন ক্ষুরধার লেখনী সমাজ সংস্কারে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। তিনি 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং এর অঙ্গ সংগঠন সমূহের সকল স্তরের নেতা ও কর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, আত-তাহরীক -এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে যারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছেন। তিনি 'আত-তাহরীক'-এর বিভিন্ন দাতা ভাই-বোন ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতিও শুকরিয়া জানান।

তিনি বলেন, 'তাহরীক' অর্থ আন্দোলন (Movement)। আর 'আত-তাহরীক' অর্থ একটি বিশেষ আন্দোলন (The Movement, That very movement)। এই আন্দোলন হচ্ছে সমাজ সংস্কারের আন্দোলন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলন। রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া নিষ্কলুষ ইসলামের যে আদি রূপ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে সংরক্ষিত আছে, তা মানুষের আক্বীদায় ও আমলে সুপ্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন। এই পথ কখনো মসৃন নয় বরং পিচ্ছিল, কুসুমাস্তীর্ণ নয় বরং কণ্টকাকীর্ণ। এই পিচ্ছিল পথ পাড়ি দিয়ে যারা দৃঢ়তার সাথে স্রেফ আখেরাতে মুক্তির আশায় এগিয়ে যাবে, তারাই সফলকাম হবে। তাদের উদ্দেশ্যেই রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী, *'ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছিল অল্প কিছু মানুষের মাধ্যমে এবং অচিরেই ইসলাম তার শুরুর অবস্থায় ফিরে যাবে। অতএব সুসংবাদ সেই অল্প সংখ্যক মানুষের জন্য। জিজ্ঞেস করা হ'ল হে আল্লাহর রাসূল! তারা কারা? তিনি বললেন, লোকেরা ইসলামের যা কিছু নষ্ট করে ফেলেছে, তা যারা সংশোধন করবে' (ছহীহাহ হা/১২৭৩)*।

লেখকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নিজেদেরকে কখনো ছোট মনে করবেন না। মনে রাখবেন আত-তাহরীকে প্রকাশিত একটি লেখাই হ'তে পারে আপনার আখেরাতে নাজাতের অসীলা। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, *'তোমার দ্বারা একজন লোককেও যদি আল্লাহ হেদায়াত দান করুন, তাহ'লে তা লাল উট কুরবানী করার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর হবে' (বুখারী হা/৩৭১০, ৪২১০)*। অতএব লেখাকে সর্বদা ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ মনে করবেন, কখনো দুনিয়া অর্জনের মাধ্যম বানাবেন না। মনে রাখবেন আপনার লেখার যোগ্যতা মহান আল্লাহর বিশেষ দান। অতএব এর বিনিময়ে আখেরাতে মহা পুরস্কারের প্রতীক্ষায় থাকুন। তিনি লেখকদের প্রতি লেখার মান আরও সমৃদ্ধ করার এবং বছরে অন্তত তিনটি লেখা প্রদানের আহ্বান জানান।

প্রধান অতিথির ভাষণে **প্রফেসর নযরুল ইসলাম (সাতক্ষীরা)** বলেন, উপস্থিত সম্মানিত লেখকবৃন্দ! ব্যতিক্রমী ভালবাসার আলিঙ্গনে যারা আত-তাহরীককে ধারণ করে রেখেছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমার অভিনন্দন। তিনি বলেন, একজন লেখকের লেখনী হয়ে উঠে সময়ের সাথে সাথে জীবন্ত বা মৃত। যেভাবে কোন সুবক্তার বক্তব্যে শ্রোতা আন্দোলিত হয়ে নিজের জীবন বিসর্জন দেয়, লেখনীর ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটে। এক্ষেত্রে লেখকের মান কি ও কেমন হওয়া উচিত? নিষ্প্রাণ একটি লেখায় কিভাবে

প্রাণের অনুভূতি নিয়ে আসা যায়? সেদিকে লেখকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তিনি বলেন, লেখাকে সাহিত্যের মানে উন্নীত করতে হবে। যে লেখা পাঠককে আবেগতাড়িত করে, বাক্যের মায়াজালে আবদ্ধ রাখে, পড়া শেষে হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করে এরূপ লেখনীর প্রত্যাশা অবশ্যম্ভাবী। কবিতার ক্ষেত্রেও তাল ও ছন্দের মিলকে সমৃদ্ধ করতে হবে। তিনি লেখকদের প্রতি বিনীত অনুরোধ জানিয়ে বলেন, আপনাদের প্রিয় স্যারের (আমীরে জামা'আত) লেখাগুলো বিশ্লেষণ করে নিজেদের মেধা ও মননকে জাগ্রত করে লিখুন। তিনি লেখনীকে বাস্তব সম্মত, সুশৃংখল ও সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। পরিশেষে তিনি সকল ধরনের জাতীয় ও বিজাতীয় আগ্রাসন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে মোকাবেলা করে আত-তাহরীক সুন্দর পরিবার ও সমাজ গঠনে অনন্য ভূমিকা পালন করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

বিশেষ অতিথিদের মধ্যে **প্রফেসর শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)** বলেন, মাসিক আত-তাহরীক সামাজিক আন্দোলনের বলিষ্ঠ হাতিয়ার। যা সবসময় আপোষহীন। প্রসঙ্গতঃ আমীরে জামা'আত যখন কারান্তরীণ ছিলেন সেই বিভীষিকাময় সময়গুলোতেও আত-তাহরীক-এর লেখনীর মান অটুট ছিল। তিনি বলেন, আত-তাহরীকে সামাজিক সচেতনতায় প্রকাশিত বহুবিধ বিষয়ের মধ্যে একটি বিষয় ছিল 'মাল্টিলেভেল মার্কেটিং'। যা প্রথমদিকে 'জিজিএন' নামে পুরো দেশে বিস্তার লাভ করেছিল। এ বিষয়ে লেখার জন্য আমীরে জামা'আত ব্যক্তিগতভাবে অনুরোধ করে আমার নিকট বাহক পাঠিয়েছিলেন। সেই লেখা আত-তাহরীকে প্রকাশিত হওয়ার পর সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সাধারণ জনগণ ধারণা লাভ করে যে, এমএলএম ব্যবসা মূলতঃ চাতুরীপূর্ণ একটি সর্বনাশা জুয়া। পরবর্তীতে অন্য পত্রিকাগুলোও লেখাটি প্রকাশ করে। ফলাফল হিসাবে সরকার এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং এমএলএম ব্যবসা নিষিদ্ধ করে দেয়। এমনিভাবে 'কোয়ান্টাম মেথড' সম্পর্কে লেখার মাধ্যমে শিরকের সূক্ষ্ম রূপদানকারীদের মুখোশ উন্মোচিত করে হাযার হাযার মুসলমানের ঈমানকে দৃঢ় করতে সচেষ্ট হয়েছে আত-তাহরীক। এভাবেই আত-তাহরীক তার পদচারণায় সিক্ত করছে প্রতিটি ক্ষেত্র। আগামী দিনগুলোয় আত-তাহরীকে আরও প্রাসঙ্গিক ও তথ্যবহুল লেখা আসা উচিত বলে আমি মনে করি। যেমন শিশুশ্রম, এসিড সন্ত্রাস, যৌতুক, পারিবারিক হত্যাকাণ্ডের কারণ ও প্রতিকার, ইন্টারনেট পর্ণোগ্রাফী, ফেসবুকের ভয়ংকর ক্ষতিসমূহ, ভাষার অপব্যবহার, সংস্কৃতির ভয়ংকর আগ্রাসন, ইসলামের নামে বিরূপ তথ্য সন্ত্রাস, ইসলামের ইতিহাস তৈরীতে পাশ্চাত্য লেখকদের ভ্রান্তিবিলাস, ইসলামী মোড়কে বিভ্রান্তিমূলক বইয়ের প্রচার, ইসলামী সংস্কৃতির শত্রু-মিত্র, ভারতবর্ষের ইসলামী মনীষীদের জীবনচরিত ইত্যাদি। তিনি আত-তাহরীক -এর মানোন্নয়নের লক্ষ্যে কলেবর বৃদ্ধি এবং সোনামণি ও যুবসংঘের পৃথক পত্রিকা আছে বিধায় আত-তাহরীক হ'তে সংশ্লিষ্ট বিভাগের লেখাগুলো স্ব স্ব পত্রিকায় স্থানান্তরেরও পরামর্শ দেন।

প্রফেসর ড. একিউএম বযলুর রশীদ (ময়মনসিংহ) বলেন, আলহামদুলিল্লাহ আত-তাহরীক হাটি হাটি পা পা করে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। আত-তাহরীক-এর মাধ্যমে আমি ও আমার পরিবারের সকল সদস্যগণ উপকৃত হচ্ছি। বিশেষ করে বাড়ির কর্ত্রী আত-তাহরীক সামষ্টিক পাঠ করেন। ফলে প্রতিবেশী বোনেরা তাদের বিবিধ প্রশ্নগুলো নিয়ে আমাদের বাড়িতে আগমন করেন এবং ফিরে যান সঠিক উত্তরগুলো ধারণ করে। যার কৃতিত্ব পুরোটাই প্রাপ্য আত-তাহরীকের। সম্পাদকবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আত-তাহরীকে লেখিকাদের পদচারণা বিস্তৃত করার জন্য। তাদেরকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। সাংগঠনিকভাবে মহিলাদেরকে আরো বেশী উৎসাহিত করতে হবে, যাতে মহিলারা নিজ গৃহে এবং প্রতিবেশী অন্য বোনদেরও আত-তাহরীকের প্রতি আকৃষ্ট করতে পারেন। আমরা সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করব বর্তমানে মাসিক আত-তাহরীক যে হারে সার্কুলেশন হচ্ছে তার পরিমাণ ২০১৭ সালের মধ্যে আরো কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়। সেই সাথে পাক্ষিক হিসাবে প্রকাশ করার বিষয়ে সঠিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরবর্তীতে ২০১৮-১৯ সালের দিকে দৈনিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশের চিন্তা-ভাবনা করারও তিনি পরামর্শ প্রদান করেন।

ড. মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন (গাযীপুর) বলেন, আক্বীদা যদি ঠিক না থাকে ঈমান ঠিক থাকে না। ঈমান ঠিক না হ'লে মুসলমান হিসাবে দাবী করা যায় না। এজন্য ছহীহ আক্বীদায় জীবনকে গড়ে তুলতে নিত্যদিনের ইবাদত সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ আত-তাহরীকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার অনুরোধ করছি। যাতে করে নতুন পাঠকগণ নিজেদের সংশোধন করে নিতে পারেন। মিডিয়া ও অন্যান্য মাধ্যমগুলোর দ্বারা আহলেহাদীছ বিদ্বেষীরা অপপ্রচার চালাচ্ছে, তার জন্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আত-তাহরীকের মাধ্যমে যেন জবাব দেয়া হয়। যাতে করে পাঠকগণ সত্য বিষয়সমূহ জানতে পারে। পত্রিকায় 'সাহিত্যাঙ্গন' নামে একটা অংশ রাখা যেতে পারে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।

নূরুল ইসলাম প্রধান (গাইবান্ধা) বলেন, আমার মায়ের ভাষা বাঁচানোর স্বার্থে ৫২তে ভাষা সংগ্রাম করেছিলাম, প্রিয় স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করে স্বাধীন ভূখণ্ডের জন্য '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম। আজও মুক্তিযুদ্ধ করছি, তবে ধরণটা ভিন্ন। এখন শিরক-বিদ'আতে পূর্ণ ধর্মীয় রীতি-নীতিকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের অনুসৃত পথে পরিচালনার লক্ষ্যে পুরো মানবতার কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তির লক্ষ্যে আহলেহাদীছ আন্দোলন করছি। এই আন্দোলনের মুখপত্র-ই হচ্ছে প্রিয় মাসিক আত-তাহরীক। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মাসিক আত-তাহরীকের চলমান সমাজ সংস্কারের একজন গর্বিত সদস্য হ'তে পেরে আমি মনে করি আমার মুক্তিযুদ্ধ এখনও চলছে এবং নিঃশ্বাস বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চলবে ইনশাআল্লাহ। এই মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে মানবতার মুক্তিযুদ্ধ। সকল মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির যুদ্ধ।

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ (রাজশাহী) বলেন, আমরা জানি যে, প্রয়োজন আবিষ্কারের জননী। ভারতবর্ষে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য বিশেষ করে আহলেহাদীছদের জন্য তেমন কোন লেখনী ছিল না বললেই চলে। তাই জাতির সামনে শিরক ও বিদ'আতমুক্ত ছহীহ দ্বীন পৌঁছানোর লক্ষ্যে আমীরে জামা'আত 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করেন। যার অন্যতম ও নিয়মিত প্রকাশনা হচ্ছে মাসিক আত-তাহরীক। আত-তাহরীক যেভাবে সমাজ সংস্কারে ভূমিকা রাখছে তেমনি হাদীছ ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বইসমূহও একই ভূমিকা রেখে চলেছে। এর মাধ্যমে মানুষ সঠিক পথের দিশা পেয়ে উপকৃত হচ্ছে। আল্লাহ যেন এই খেদমত কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রাখেন-আমীন!

অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর) বলেন, মাসিক আত-তাহরীক আমাদের জীবনে আলোড়ন সৃষ্টিকারী পত্রিকা। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আত-তাহরীক দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। যা বাংলাদেশে একমাত্র পত্রিকা হিসাবে পরিগণিত। অধঃপতিত মানবতার সংশোধনের লক্ষ্যে আত-তাহরীক আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেশ ও দেশের বাইরের মানুষ ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে জামা'আতবদ্ধভাবে এগিয়ে চলেছে। আত-তাহরীকের লেখনীর সাথে যারা জড়িত আছেন, তাদের নিকট আবেদন, আপনাদের লেখার উদ্দেশ্য হবে

একমাত্র জান্নাত লাভ। লেখাটা যেন নিজের জন্য ছাদাকায়ে জারিয়া হিসাবে আল্লাহ কবুল করেন। আত-তাহরীকে লেখার মান সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, আমার সুপরিচিত একজন প্রফেসরকে আত-তাহরীকে লেখার কথা বললে তিনি বলেন, তাহরীকের লেখার মান, এর ভাষাশৈলী, দলীল প্রমাণ এত সমৃদ্ধ যে, তা জোগাড় করে একটি লেখা তৈরী করতে আমার যে সময় ব্যয় হবে, এ সময়ে অন্য পত্রিকার জন্য অন্তত দশটি লেখা প্রস্তুত করা সম্ভব। উত্তর শুনে আমি বিস্মিত হ'লাম। দো'আ করি মাসিক আত-তাহরীকের যাত্রাপথ সর্বদা নিরাপদ থাকুক! আত-তাহরীককে সত্যানুসন্ধানীগণ হৃদয়ে প্রোথিত রাখুন এবং আত-তাহরীকের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে মহান আল্লাহ হেফাযতে রাখুন-আমীন!

লেখকদের মধ্য হ'তে **অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা)** বলেন, প্রচলিত নিয়মনীতির বাইরে থেকে সঠিক সুন্দর এবং কল্যাণকর সামগ্রিক সমাজ সংস্কারমূলক কিছু পদ্ধতি যে হ'তে পারে তার জ্বলন্ত প্রমাণ হ'ল মাসিক আত-তাহরীক। আর প্রকৃত অর্থে সমাজ সংস্কারের ভূমিকা সেই-ই পালন করতে পারে প্রচলিত ধারার বাইরে গিয়ে নির্ভীকভাবে যার সাহসী পদচারণা সামনের দিকে ধাবিত হয়। আত-তাহরীক সেই কাজটাই করছে। প্রচলিত ধারায় যদি আত-তাহরীক চালিত হ'ত, তাহ'লে আত-তাহরীকের অনন্য সাধারণ অবস্থান ব্যক্তি ও সমাজের নিকট সমাদৃত হ'ত না। আত-তাহরীক-এর বানানরীতি থেকে আরম্ভ করে প্রতিটা বিষয়ই ব্যতিক্রমধর্মী। সমাজে পুঞ্জীভূত কুসংস্কার, ধর্মীয়, পারিবারিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকসহ সকল ক্ষেত্রে পদচারণা করে সত্য সুন্দর ও সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে সফল হয়েছে আত-তাহরীক। রাজনৈতিক দৈন্যদশায় প্রার্থীবিহীন নির্বাচনের মডেল উপস্থাপন করে আত-তাহরীক যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, তা এখন পর্যন্ত কেউ পারেনি। মহান আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা, মাসিক আত-তাহরীক-এর সাথে যারা সম্পৃক্ত যতদিন তারা বেঁচে থাকেন, আত-তাহরীকে কলম চালনার মতো সুস্থতা যেন মহান আল্লাহ তাদের দান করেন-আমীন!

ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী (জামালপুর) বলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর লেখকদের মিলনমেলায় সমবেত হ'তে পেরে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করছি। নবীন লেখক হিসাবে মাসিক আত-তাহরীক-এর মাধ্যমে লেখার যে প্রয়াস আমি পেয়েছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। আমার লেখার হাতেখড়ি আত-তাহরীক-এর মাধ্যমেই। আত-তাহরীক-এর সাথে যেভাবে আমার পথচলা তাহ'ল 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে রচনা প্রতিযোগিতা আহ্বান করা হ'ত। দেশ ও দেশের বাহির থেকে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। আমিও একজন প্রতিযোগী হিসাবে 'প্রচলিত সমাজ বনাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত সমাজ' এই বিষয়ের উপর ১৯৯৯ সালে অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করি। পরবর্তীতে মাসিক আত-তাহরীক আমার সেই লেখাটি পরিমার্জন করে প্রকাশ করে। তখন থেকেই আত-তাহরীক-এর সাথে আমার সুদৃঢ় সম্পর্ক। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই পত্রিকার মাধ্যমে আমরা যারা লেখার অভ্যাস গড়ে তুলেছি, পরিচিত হয়েছি লেখক হিসাবে তাদের পারস্পরিক কোন পরিচয় বা যোগাযোগ নেই। সেকারণ মাননীয় সম্পাদক ছাহেবকে আমাদের পারস্পরিক পরিচিতি ও লেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার স্বার্থে লেখক সম্মেলন করার অনুরোধ জানিয়েছিলাম। আজকে যা বাস্তবে রূপ লাভ করেছে। *ফালিল্লাহিল হামদ।* সমবেত লেখক বৃন্দের প্রতি আমার সবিনয় নিবেদন, মাসিক আত-তাহরীক-কে আমরা যেন ভুলে না যাই। আমরা সকলেই নিজেদের অবস্থান থেকে সময়ের সাথে সাথে তথ্যসমৃদ্ধ লেখা পাঠানোর মাধ্যমে আত-তাহরীক-কে আরো সমৃদ্ধ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ।

আব্দুল মালেক (ঝিনাইদহ) বলেন, আত-তাহরীক বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমাজ সংস্কারের যে আন্দোলন শুরু করেছে তার অগ্রযাত্রা অবারিত হোক, ধারাবাহিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকুক এটাই বিশেষভাবে কামনা করছি। মুসলিম জাতি হিসাবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দৃঢ় অবস্থানের পরিবর্তে বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আজ আমরা ঘৃণিত, অবহেলিত, লাঞ্ছিত জাতি হিসাবে দিনাতিপাত করছি। মুসলমানদের এই অবস্থার অন্তর্নিহিত কারণ ও প্রতিকারের চেতনা বিশেষভাবে আত-তাহরীক জাগ্রত করে যাচ্ছে এবং সামনের দিনগুলোতেও করে যাবে ইনশাআল্লাহ। উন্নত জাতি হিসাবে গড়ে ওঠার লক্ষ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমারোহে পদচারণা করার কোন বিকল্প নেই। কিন্তু এ বিষয়গুলোতে আমরা পশ্চাৎপদ জাতি হিসাবে পরিগণিত। আশা করছি আত-তাহরীক এ বিষয়টি সুবিবেচনা করবে।

তিনি বলেন, প্রত্যেক মাসের আত-তাহরীক আমার হস্তগত হওয়ার পর প্রথমেই সম্পাদকীয়টা পড়ি। কেননা সম্পাদকীয়তে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে জাতির জন্য বিশেষ দিকনির্দেশনা থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, গত সংখ্যার (অক্টোবর'১৬) সম্পাদকীয়'র মাধ্যমে ইহকাল ও পরকালের জগত সম্পর্কে উৎসাহিত ও উদ্দীপিত করা হয়েছে। আত-তাহরীকে যেভাবে কোটেশন দেয়া থাকে, তা অন্য কোন পত্রিকার মাঝে দেখা যায় না। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণেই বাংলাদেশের অন্যান্য পত্রিকার পথিকৃৎ হিসাবে আত-তাহরীক সমাদৃত হবে। তবে পত্রিকার কলেবরটা ছোট। আমি জানি না এর সুনির্দিষ্ট কারণটা কি? পত্রিকার লেখক সংখ্যা কম হ'তে পারে অথবা পরিচালকদের আর্থিক সংগতির টানাপোড়েনও থাকতে পারে। আমি একজন লেখক হিসাবে অনুধাবন করি লেখার মান আরও সমৃদ্ধ করতে সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে আমাদের জন্য সুপরামর্শ আসবে। বাংলাদেশে বাংলা ভাষার বানান রীতি যেহেতু এখন পর্য্যন্ত স্থির হয়নি, সেক্ষেত্রে আত-তাহরীক তার নিজস্ব বানান পদ্ধতি ব্যবহার করে, যা অন্যদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আত-তাহরীকের নিজস্ব বানান পদ্ধতিরও সফলতা কামনা করছি।

শামসুল আলম (যশোর) বলেন, আমি ১৯৮৯ সালে আমীরে জামা'আতের মাধ্যমে আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর সদস্য হই। তখন থেকে আজ অবধি আমার কাছে সর্বাধিক আকর্ষণীয়, ঐতিহাসিক, জ্ঞানগর্ভ এবং সর্বাধিক স্মরণযোগ্য হচ্ছে আজকের এই লেখক সম্মেলন। প্রথমত, আত-তাহরীক-এর সাথে পুরোনো স্মৃতির কিছুটা অংশ সবার মধ্যে বণ্টন করতে চাচ্ছি। ১৯৯৫ সাল। তখন আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এলএলবি'র ছাত্র। পাশাপাশি সাংবাদিকতার সাথেও জড়িত। আমীরে জামা'আত মাসিক আত-তাহরীক পত্রিকা নিবন্ধনের দায়িত্বটা আমাকে দিলেন। সেই বছরই আমরা আবেদন করি, কিন্তু ছাড়পত্র পাইনি। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনেক চেষ্টার পর ছাড়পত্র পেলাম। মহান আল্লাহ্র রহমতে কোনরকম উপঢৌকন ছাড়াই আমরা পত্রিকাটির ছাড়পত্র পেয়েছি। *ফালিল্লাহিল হামদ।* আমি আশা করব কোন অন্যায় ও বাধার কাছে মাসিক আত-তাহরীক কখনই মাথা নত করবে না ইনশাআল্লাহ।

পত্রিকা সম্পর্কে কি বলব সেটাই ভেবে পাচ্ছি না। কারণ আত-তাহরীক মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই অবদান রেখে চলেছে। যেমন- অক্টোবর ২০১৫ সংখ্যার মাসিক আত-তাহরীক-এর সম্পাদকীয়তে সিরিয়ার সাগরতীরে পড়ে থাকা ছোট্ট তিন বছরের শিশু আইলানের মৃতদেহের করুণ আকুতি ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে এ বিষয়ে সচেতন করার প্রেক্ষিতে লেখাটা এখনও হৃদয়ে রেখাপাত করে আছে। ঐ সম্পাদকীয়তে সুন্নী-শী'আ দ্বন্দ্বের মাধ্যমে পশ্চিমা পরাশক্তিরা কিভাবে তাদের স্বার্থ হাছিল করছে, সে বিষয়ে

বিশদভাবে তথ্যসহ আলোচিত হয়েছে।

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ) বলেন, পৃথিবীতে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষক, প্রশিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু লেখনী এমন একটা বিষয় যার জন্য নির্দিষ্ট কোন শিক্ষক বা প্রতিষ্ঠান নেই। বরং এটা মহান আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত। একজন মানুষ নিজস্ব প্রতিভার মাধ্যমে অব্যাহত চর্চার দ্বারা তা অর্জন করে। ১৯৯৮ সালে মাসিক আত-তাহরীক-এর দ্বিতীয় বর্ষের ২য় সংখ্যায় আমার লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়। সেটি ছিল বিশিষ্ট ছাহাবী, সর্বাধিক হাদীছ বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর জীবনী। সেই থেকে অদ্যাবধি আত-তাহরীকের সাথে আমার সম্পর্ক অটুট আছে। আমি কেন লিখি? আমার লেখার উদ্দেশ্য কি? আমি মনে-প্রাণ চাই আমার লেখা যেন সর্বদা জাতির কল্যাণে ও ইসলামের প্রচার-প্রসারে কাজে লাগে। এই লেখনীর মাধ্যমে কোন একজন মানুষের মধ্যে যদি সামান্যতম পরিবর্তন আসে, তার ভুল আমলগুলো সংশোধন হয়, তাহ'লে সেটা পারলৌকিক জীবনে আমার জন্য ছাদাকায়ে জারিয়া হিসাবে গণ্য হবে। আমি সেজন্যই লেখার চেষ্টা করি।

মাসিক আত-তাহরীকের ফৎওয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, ১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যা আত-তাহরীকে মাত্র ৩টি ফৎওয়া প্রদান করা হয়েছিল। দ্বিতীয় সংখ্যায় ১০টি এবং পর্যায়ক্রমে বর্তমানে ৪০টি করে ফৎওয়া প্রদান করা হয়। নভেম্বর'১৬ পর্যন্ত সর্বমোট ৮২৩০টি ফৎওয়া মাসিক আত-তাহরীকে প্রকাশিত হয়েছে। অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আমাদের মাননীয় মুফতীগণ ফৎওয়া সমূহ লিখে থাকেন। এক্ষেত্রে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করে সর্বোচ্চ ভূমিকা পালন করেন সম্পাদক মণ্ডলীর সম্মানিত সভাপতি। তিনি রাত-দিন কষ্ট করে এই ফৎওয়াসমূহ সংশোধন ও পরিমার্জন করে আত-তাহরীকে প্রকাশ করেন। মহান আল্লাহ্‌র বাণী মোতাবেক সার্বিক জীবনের সকল বিষয়ের ফৎওয়া সমূহ আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেয়ার চেষ্টা করি। এজন্যই অন্যান্যদের ফৎওয়া'র সাথে মাসিক আত-তাহরীক-এর ফৎওয়ার মিল পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রায় সবাই আত-তাহরীকের ফৎওয়ার মুখাপেক্ষী থাকে।

গবেষণা সহকারী নূরুল ইসলাম (রাজশাহী) বলেন, মাসিক আত-তাহরীক একটি নাম, একটি ইতিহাস। প্রতিভা বিকাশের এক অনন্য শিক্ষাকেন্দ্র। আমরা আজ যারা তরুণ লেখক মোটামুটি কলমটা সোজা করে লিখতে পারি, কলমের খোঁচায় নিজের অব্যক্ত ভাবগুলোকে প্রকাশ করতে পারি, এই সুযোগ যেখান থেকে আমরা পেয়েছি, এই শিক্ষা যেখান থেকে লাভ করেছি, সেটা হচ্ছে মাসিক আত-তাহরীক। ১৯৯৯ সালের আগস্ট মাস, সদ্য দাখিল পাশ করা তরুণ আমি। মুহতারাম আমীরে জামা'আত আমাকে আত-তাহরীকের প্রুফ রিডার হিসাবে নিয়োগ দান করলেন। সেই থেকে আত-তাহরীকের সাথে আমার পথচলা শুরু এবং অদ্যাবধি অব্যাহত রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আত-তাহরীকে যে বিষয়গুলো লিখি, আমাদের লেখকরা লিখেন, এ লেখাগুলোকে আত-তাহরীকে প্রকাশের যোগ্য করে তোলার জন্য সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব স্যার, মাননীয় সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক এবং সম্পাদনা বিভাগের সাথে যারা জড়িত আছেন, তাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অনেক সময় আমরা দেখতে পাই একটা লেখার পুরো খোলনলচে পাল্টে ফেলতে হয় আত-তাহরীকে প্রকাশযোগ্য করার জন্য। সেজন্যই আত-তাহরীক হচ্ছে শিক্ষাকেন্দ্র, মানুষের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ কেন্দ্র। আমরা জানি প্রতিভা অনেকেরই রয়েছে। কিন্তু প্রতিভা বিকাশের জন্য একটি উপযুক্ত প্লাটফর্ম প্রয়োজন হয়। আর সে প্লাটফর্ম আমাদের দিয়েছে আত-তাহরীক। সুতরাং আত-তাহরীকের সাথে আমরা যারা সম্পৃক্ত হ'তে পেরেছি তারা ধন্য। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশে'র অনন্য মুখপত্র মাসিক আত-তাহরীক টিকে থাকবে যুগ যুগান্তরে এটাই আমাদের অন্তরের একান্ত কামনা।

আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া) বলেন, মাসিক আত-তাহরীক এক ঝাঁক যোগ্য লেখকের লেখনীর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে সমাজ সংস্কারে মুখ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কথা বললে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু লেখার স্থায়ীত্ব হবে সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত। যাতে নতুন প্রজন্ম বিশ্লেষণ করে তাদের সময়ের সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারবে। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) ও অন্যান্য নবী-রাসূলগণের মৌলিক কাজ ছিল সমাজ সংস্কার করা। তাই তাবলীগ, তানযীম ও তারবিয়াতের মাধ্যমে সমাজ সংস্কারের কামনা করছি। তিনি সমবেত প্রবীণ ও নবীন লেখকদের নিকটে আত-তাহরীকের পাশাপাশি 'যুবসংঘে'র মুখপত্র 'তাওহীদের ডাকে'ও লেখা প্রেরণের আহ্বান জানান।

আব্দুল হালীম (রাজশাহী) বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই পৃথিবীতে আমাদেরকে যত নে'মত দান করেছেন, যত সম্পদ দান করেছেন, এর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে আমার আপনার ছোট্ট সোনামাণিরা। অভিভাবক হিসাবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমরা নিজেরা যেমন জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার চেষ্টা করব, তেমনি আমাদের সোনামণি ও আমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করব। আহলেহাদীছ আন্দোলন ও তার অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহ সে লক্ষ্যেই পরিচালিত হচ্ছে। একই লক্ষ্যে মাসিক আত-তাহরীক, তাওহীদের ডাক ও সোনামাণি প্রতিভা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। আমরা 'সোনামণি প্রতিভায়' লেখা পাঠাতে সোনামণিদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য আপনাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

উন্মুক্ত আলোচনায় লেখকদের পক্ষ হ'তে **ড. মুহাম্মাদ আবু তাহের (গাইবান্ধা)** দু'টি প্রস্তাব পেশ করেন। (১) আত-তাহরীক এর লেখার মান আরও বৃদ্ধি ও যোগ্য লেখক তৈরীর লক্ষ্যে মাঝে মধ্যে *লেখক প্রশিক্ষণ কর্মশালার* ব্যবস্থা করা ও (২) মাসিক আত-তাহরীক-এর পাশাপাশি একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করা। যার মাধ্যমে সারা দেশে অনেক লেখক ও সাংবাদিক তৈরী হবে।

উন্মুক্ত আলোচনায় আত-তাহরীক-এর অসুস্থ প্রবীণ কবি **আমীরুল ইসলাম মাষ্টার (রাজশাহী)** স্বরচিত নিম্নোক্ত কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনান-

জামা'আতী ঐক্যের ডাক

নভোমণ্ডল ভূমণ্ডল ও বিশ্ব বসুধা
সৃজিলেন যিনি তিনিইতো রব বিশ্ব পালনকর্তা।
তাঁর দেয়া পথে চলি একসাথে এক অভিন্ন দলে
সে পথেই যাই নবী ও রাসূল যে পথে গেছেন চলে।
আখেরী নবীর উম্মত মোরা তাই উম্মাতে মুহাম্মাদী
সরল পথের পথিকেরে মোরা একই সূত্রে বাঁধি।
এক মন এক প্রাণ একই ঈমান লয়ে
একই পথে যাই এক কাফেলায় থাকি এক হয়ে।
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা একটাই সবার তাই
মরণের পরে আখেরাতে যেন জান্নাতে ঠাঁই পাই।
তবে কেন এই ভোগ বিলাসের বৃদ্ধিটারে আঁকড়ে ধরি
দু'দিনের তরে এই খেলাঘরে লোভ-লালসা হিংসা-নিন্দায় মরি।
সন্তান-সন্ততি বিষয়-সম্পত্তি চমক লাগায় এ ভবে

জান্নাতের পথে আল্লাহ্র মতে এরাইতো বাধা হবে।
সুনাম-সুখ্যাতি নেতৃত্ব কৃতিত্ব লয়ে
এত দ্বন্দ্ব এত মারামারি সব পড়ে রবে
ধরার ধূলায় ছেড়ে যাবে যবে জীবন তরী।
ইবাদত-বন্দেগী সারা যিন্দেগী করে কিবা হবে লাভ
মিথ্যা ভবের রোষানলে পুড়ে সব যদি হয় ছাফ।
এসো এসো ভাই একই কাফেলায় আল্লাহ্র পথে চলি
অতীতের যত হিংসা-নিন্দা দ্বন্দ্ব-বিভেদ আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভুলি।
এসো আজি সবে কুরআন ও হাদীছের সঠিক পথটি ধরি
যাবার বেলায় মরণ খেলায় মুসলিম হয়ে মরি।

রফীক আহমাদ (৮২) (দিনাজপুর) বলেন, সনদপত্রের আধিক্য না থাকলেও শিক্ষকতা পেশার পাশাপাশি বাংলা ভাষা চর্চা আমার প্রিয় বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল। ভাষা চর্চার সাথে সাথে যৌবনের প্রারম্ভে হৃদয়ে লেখালেখির সুপ্ত বাসনাটাও উপলব্ধি করতাম। লালিত স্বপ্ন বিকশিত করার ক্ষেত্রে আত-তাহরীক আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে। তাই এটা আমার জীবনের অত্যন্ত প্রিয় পত্রিকা ও সঙ্গী। জীবনের পড়ন্ত বেলায় এসেও আমি আত-তাহরীককে ঘিরে স্বপ্নে বিভোর থাকি। আমার লেখনী, আমার কল্যাণকামীতা সবসময় ছায়া হয়ে আত-তাহরীককে সমৃদ্ধ করবে এই কামনা করছি। উপস্থিত সকলের নিকট অনুরোধ আপনারা আমার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করবেন যাতে আমি মৃত্যু পর্যন্ত আত-তাহরীকের জন্য কলম চালিয়ে যেতে পারি।

যহুর বিন উছমান (দিনাজপুর) বলেন, আমি আত-তাহরীকের শুরু থেকে দীর্ঘ ১৫ বছর উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মসজিদের গেইটে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আত-তাহরীক বিক্রি করেছি। ঘাড় ধাক্কা খেয়েছি, মার খেয়েছি, অপমানিত হয়েছি। কিন্তু আত-তাহরীকের প্রচার থেকে বিরত হই নাই। তিনি বলেন, এ দেশের পঞ্চাশের অধিক ইসলামী পত্রিকা আমার সংগ্রহে আছে। আমার বিবেচনায় বাংলাদেশের মাটিতে যতগুলো ইসলামী পত্রিকা আছে তার মধ্যে প্রথম সারির প্রথম নম্বর পত্রিকা হচ্ছে মাসিক আত-তাহরীক। একজন আলেম বলেছিলেন, এদেশে হয়তো ইতিপূর্বে ছহীহ হাদীছের কথা কেউ বলেছেন, কিন্তু ছহীহ হাদীছ ব্যাপকভাবে সর্বত্র প্রচারের কাজটি করেছেন প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। আর এর জন্য অনন্য ভূমিকা পালন করেছে মাসিক আত-তাহরীক। এই পত্রিকার উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি কামনা করছি।

লেখক সম্মেলনে ৪০ জন লেখক-লেখিকাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। যাদের অধিকাংশ উপস্থিত হন। এছাড়াও ছিলেন মহানগরীর উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ বিদ্বানমণ্ডলী ও সুধীমণ্ডলী। সবশেষে পরিচালক কর্তৃক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও বৈঠকভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে 'লেখক সম্মেলন' সমাপ্ত হয়। *ফালিল্লাহিল হামদ*।

আন্দোলন

রোহিঙ্গাদের উপর নির্মম রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

সম্প্রতি রোহিঙ্গা মুসলমানদের উপর অব্যাহত হত্যা, নির্যাতনসহ চূড়ান্ত বর্বরতার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** এক বিবৃতিতে বলেন, মায়ানমারের শান্তির ধ্বজাধারী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সরকার রোহিঙ্গা মুসলমানদের গণহারে হত্যা করছে। শান্তিতে নোবেলধারী তথাকথিত গণতন্ত্রী নেত্রীর বর্মী বাহিনী পৈশাচিক উন্মত্ততায় অসংখ্য নিষ্পাপ নারী-পুরুষ ও শিশুদের হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে হত্যা করছে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে একটা জাতিকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা করছে। অথচ সকল আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ বরাবরের মত নিশ্চুপ। উপরন্তু তারা এখন সীমান্তে পাহারা জোরদার করে জীবন বাঁচাতে পালিয়ে আসা নির্যাতিত মুসলিম ভাই-বোনদের পুনরায় ফিরিয়ে দিচ্ছে।

বিবৃতিতে তিনি রোহিঙ্গা মুসলিম ভাইদের উপর এই নিষ্ঠুর নির্যাতন বন্ধে মিয়ানমার সরকারকে বাধ্য করার জন্য ওআইসিসহ মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবী জানান। সাথে সাথে বাংলাদেশ সরকারকে নির্যাতিত রোহিঙ্গাদেরকে ফিরিয়ে না দিয়ে মানবিক আশ্রয়দান এবং যরূরী ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সকল ফোরামে বিষয়টি উত্থাপন করে এই ভয়াবহ মানবিক সংকট উত্তরণে যথাযথ পন্থা অবলম্বনের আহ্বান জানান *(দৈনিক ইনকিলাব ১৯শে নভেম্বর ১২ পৃষ্ঠা ২য় কলামে প্রকাশিত)*।

মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানের সিনিয়র নায়েবে আমীর আল্লামা আব্দুল আযীয হানীফের মৃত্যুতে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের শোক বার্তা

(প্রেরিত উর্দূ চিঠির বঙ্গানুবাদ)

মুহতারাম প্রফেসর সাজেদ মীর হাফিযাহুল্লাহ তা'আলা ওয়া রা'আহু
আমীর, মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, পাকিস্তান

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকাতুহু

আশা করি, আল্লাহ্র রহমতে ছহী-সালামতে আছেন। লাহোরের সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, আপনার জমঈয়তের মুহতারাম সিনিয়র নায়েবে আমীর আল্লামা আব্দুল আযীয হানীফ গত ৯ই সেপ্টেম্বর'১৬ শুক্রবার জুম'আর খুৎবাদানরত অবস্থায় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ঢলে পড়েন এবং কিছুক্ষণ পর নশ্বর পৃথিবী থেকে চির বিদায় নেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন*।

আল্লামার বেদনাদায়ক মৃত্যুতে আপনাদের মতো আমরা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কর্মীরাও অত্যন্ত মর্মাহত। বিশুদ্ধ দ্বীনের প্রচারে এই বীর সৈনিকের মৃত্যু শুধু আহলেহাদীছদের জন্য নয়; বরং সমগ্র মানবতার জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। আল্লাহ জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানকে মরহূমের উত্তম বিকল্প দান করুন-আমীন!

আমরা মরহূমের মাগফিরাতের জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দো'আ করছি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাদেরকে উত্তমভাবে ছবর করার তাওফীক দান করুন!

আমাদের 'আন্দোলন'-এর মুখপত্র মাসিক আত-তাহরীক নভেম্বর ২০১৬ (২০/২) সংখ্যায় আল্লামার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যা আপনার খিদমতে প্রেরণ করা হ'ল। আন্দোলন-এর সকল কর্মীর পক্ষ থেকে আমাদের সালাম গ্রহণ করুন।

সমব্যথী
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

রাজশাহী, বাংলাদেশ
২০শে অক্টোবর ২০১৬

(প্যাড সহ উর্দূ চিঠিটি প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' (উর্দূ) লাহোর, পাকিস্তান, ৪৭ বর্ষ, ৪৪ সংখ্যা, ১১-১৭ই নভেম্বর'১৬, পৃ. ৮ এবং সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম' (উর্দূ) লাহোর, পাকিস্তান, ৬৮ বর্ষ, ৪২ সংখ্যা, ২৮শে অক্টোবর-৩রা নভেম্বর'১৬, পৃ. ৩২)।

সুধী সমাবেশ

বাংগাবাড়ী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ৮ই নভেম্বর, মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার গোমস্তাপুর উপযেলাধীন শ্যামপুর চৌমহনী জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাংগাবাড়ী এলাকার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আলাউদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক দুরুল হুদা। চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সাধারণ সম্পাদক হাফীযুর রহমান-এর পরিচালনায় উক্ত অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সদর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ মুবীনুল ইসলাম এবং চাঁপাই নবাবগঞ্জ-উত্তর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা আবুল হোসেন।

যুবসংঘ

(১১) খুলনা ৩রা অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া জামে মসজিদে এক 'কর্মী ও সুধী সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ শু'আইব আহমাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ গোলাম মুক্তাদির। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ শু'আইব আহমাদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ রবীউল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট খুলনা যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। সমাবেশে যেলার বিভিন্ন এলাকা হতে বহুসংখ্যক নেতা-কর্মী, সুধী ও সমর্থক যোগদান করে।

(১২) পার্বতীপুর, দিনাজপুর ৫ই অক্টোবর বুধবার : অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে যেলার পার্বতীপুর উপযেলাধান মনিরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসায়েনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মামূনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে সাজ্জাদ হোসায়েনকে সভাপতি ও আরাফাত ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(১৩) নওদাপাড়া, রাজশাহী ৬ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৪-টায় 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদ্রীস আলী। অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও অর্থ সম্পাদক আব্দুলাহিল কাফী। অনুষ্ঠানে আব্দুর রহীমকে সভাপতি ও যিলুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। একই অনুষ্ঠানে রাকীবুল ইসলামকে সভাপতি ও তরীকুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট 'যুবসংঘ' রাজশাহী কলেজ শাখা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(১৪) বাঁকাল, সাতক্ষীরা ৬ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলা কমিটি পুনর্গঠন উপলক্ষ্যে এক 'কর্মী ও সুধী সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামুনের সভাপতিত্বে এবং মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক, মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা রবীউল ইসলাম প্রমুখ। সমাবেশে যেলার বিভিন্ন এলাকা হতে বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মী, সুধী ও সমর্থক যোগদান করে। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামুনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ মুজাহিদুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে 'যুবসংঘে'র ১০ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(১৫) চণ্ডীপুর, যশোর ৭ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে চণ্ডীপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক 'কর্মী ও সুধী সমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বযলুর রশীদের সভাপতিত্বে এবং মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলামের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আবুল খায়ের, মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয, ডাঃ ইবরাহীম খলীল ও মুহাম্মাদ আসাদুযযামান প্রমুখ। সমাবেশে যেলার বিভিন্ন এলাকা হ'তে বহুসংখ্যক নেতা-কর্মী, সুধী ও সমর্থক যোগদান করে। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আকরাম হোসাইনকে সাধারণ সম্পাদক করে 'যুবসংঘে'র যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(১৬) জয়পুরহাট ৭ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে পলিকাদোয়া মাদরাসা সংলগ্ন মসজিদে যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাহফূযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আবুল কালাম ও ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর। অনুষ্ঠানে আব্দুর রহমানকে সভাপতি ও মুজাহিদুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১) : জেহরী ছালাতে ইমামের ক্বিরাআতের সময় চুপ করে থাকলে মনোযোগ বিনষ্ট হয়। এসময় দুনিয়াবী চিন্তা আসলে ছালাত কবুল হবে কি?

-মুহাম্মাদ শামসুল হক, ধুনট, বগুড়া।

উত্তর : জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদী কেবল সূরা ফাতেহা পড়বে। অতঃপর মনোযোগ দিয়ে ক্বিরাআত শুনবে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, (একদিন) রাসূল (ছাঃ) উঠে ওযূ করলেন এবং ছালাতে দাঁড়ালেন। অতঃপর কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর বুক ভিজে গেল। এমনকি একপর্যায়ে (পায়ের নীচের) মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। বেলাল তাঁকে (ফজরের) ছালাতের সংবাদ দিতে এসে দেখেন, তিনি কাঁদছেন। বেলাল বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কাঁদছেন! অথচ আল্লাহ আপনার পূর্বের ও পরবর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন! রাসূল (ছাঃ) বললেন, হে বেলাল! আমি কি আল্লাহ্র কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? আজ রাতে আমার উপর কয়েকটি আয়াত إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... *(আলে-ইমরান ১৯০)* নাযিল হয়েছে। যে এগুলো পড়বে, কিন্তু চিন্তা-ভাবনা করবে না, সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(ছহীহ ইবনু হিব্বান; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬৮)*।

এছাড়া রাসূল (ছাঃ) ছালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'তুমি ছালাতে মৃত্যুকে স্মরণ কর। কারণ যে ব্যক্তি ছালাতে মৃত্যুকে স্মরণ করবে, তার ছালাত যথার্থ সুন্দর হবে। আর তুমি সেই ব্যক্তির ন্যায় ছালাত আদায় কর, যে জীবনে শেষবারের মত ছালাত আদায় করে নিচ্ছে' *(দায়লামী; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪২১)*।

মূলতঃ শয়তান মুছল্লীর মনে ওয়াসওয়াসা দিয়ে ছালাত ও ক্বিরাআতের মধ্যে গোলমাল সৃষ্টি করে। এরূপ অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তুমি এদের অস্তিত্ব বুঝতে পারবে, তখন শয়তান থেকে আল্লাহ্র পানাহ চেয়ে *আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম* বলে বাম দিকে তিনবার থুক মারবে। রাবী ওছমান বিন আবুল 'আছ বলেন, এরূপ করাতে আল্লাহ আমার থেকে ঐ শয়তানকে দূরে সরিয়ে দেন *(মুসলিম হা/২২০৩; মিশকাত হা/৭৭)*।

ছালাতে খুশূ-খুযূ বা একাগ্রতা আবশ্যক *(মুমিনূন ১-২)*। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে দুনিয়াবী চিন্তা আসায় একাগ্রতার ঘাটতি হ'লে ছালাত বাতিল হবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৫)*। বরং ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে এবং নেকীতে কম-বেশী হবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, মুছল্লী ছালাত আদায় করে, কেউ পায় দশভাগ নেকী, কেউ নয়ভাগ, আটভাগ, সাতভাগ, ছয়ভাগ, পাঁচভাগ, চারভাগ, তিনভাগ আবার কেউ অর্ধেক নেকী পায়' *(আহমাদ হা/১৮৯১৪, ছহীহুল জামে' হা/১৬২৬)*।

প্রশ্ন (২/৮২) : স্বামীর চেয়ে স্ত্রী ধর্মীয় জ্ঞান ও কুরআন তেলাওয়াতে বহুগুণ পারদর্শী হ'লে ফরয বা নফল ছালাতে স্ত্রী ইমামতি করতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন, ঢাকা।

উত্তর : ফরয হোক বা নফল হোক কোন ছালাতে মহিলারা পুরুষদের ইমামতি করতে পারবে না *(আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩১২)*। কেননা আল্লাহ বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৪/৩৪)*। তাছাড়া এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন নির্দেশ নেই এবং তাঁর ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এর কোন নযীর নেই। আর এটাই স্বতঃসিদ্ধ যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় যা দ্বীন ছিল না, পরে তা দ্বীন হিসাবে গৃহীত হবে না *(আহমাদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/১৬৫ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩/৮৩) : কবরস্থানে নতুন কবর দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরাতন কবরের উপর দিয়ে হাটাহাটি করা হ'লে তাতে গুনাহ হবে কি?

-মশীউর রহমান, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তর : কবর দেওয়া ও পায়ের হেফাযতের স্বার্থে জুতা পায়ে দিয়ে কবরে মাটি দেওয়া ও কবরস্থানে যাওয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মানুষ যখন দাফন সেরে চলে আসে, কবরে মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়ায শুনতে পায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৬)*। তবে বিলাসী জুতা পরে গর্ব সহকারে কবরস্থানে যাওয়া যাবে না *(আবুদাঊদ হা/৩২৩০; আওনুল মা'বূদ শরহ আবুদাঊদ উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৪/৮৪) : দুই সিজদার মধ্যে আঙ্গুল নাড়ানো যাবে কি? এ মর্মে ইবনু খুযায়মা বর্ণিত হাদীছ ছহীহ কি?

-মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন, ঢাকা।

উত্তর : দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা যাবে না। এব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি 'শায' বা বিরল *(আহমাদ হা/১৮৮৭৮; আলবানী, তামামুল মিন্নাহ ১/২১৪; ছহীহাহ হা/২২৪৭-এর আলোচনা দ্রঃ)*। অতএব এর উপর আমল থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

প্রশ্ন (৫/৮৫) : ছালাতরত অবস্থায় সালাম ফিরানোর পূর্বে ঋণমুক্তি ও পিতা-মাতার জন্য দো'আ করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আকাইদ, ময়মনসিংহ।

উত্তর : সালাম ফিরানোর পূর্বে ঋণমুক্তির দো'আ, পিতা-মাতার জন্য দো'আ সহ যে কোন দো'আ পাঠ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আত্তাহিইয়াতু' পড়ার পর মুছল্লী তার ইচ্ছামত দো'আ পড়বে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৯)*। ইবনু হাজার বলেন, এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুছল্লী তাশাহহুদের পর দুনিয়া এবং আখিরাতের যেকোন বিষয়ে

প্রার্থনা করতে পারবে *(ফাৎহুল বারী ২/৩২১)*। তবে কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দো'আ ব্যতীত অন্য কিছু না পড়াই উত্তম। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই এ ছালাতের মধ্যে মানুষের কোন কথাবার্তা সিদ্ধ নয়। এটা হ'ল তাসবীহ, তাকবীর এবং তেলাওয়াতে কুরআন' *(মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৯৭৮)*।

প্রশ্ন (৬/৮৬) : আকীকার মাধ্যমে কি নাম নির্ধারিত হয়ে যায়? আকীকা হয়ে যাওয়ার পর নামের কোন অংশ ভুল হয়ে গেলে তা পরিবর্তন করা যাবে কি?

-রহমাতুল্লাহ সাঈদ
রংপুর ক্যান্টনমেন্ট, রংপুর।

উত্তর : আক্বীক্বার মাধ্যমে নাম রাখা হয়। কিন্তু ভুল নাম হ'লে তা পরিবর্তন করা যাবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) মন্দ নাম পরিবর্তন করে দিতেন *(তিরমিযী হা/২৮৩৯; মিশকাত হা/৪৭৭৪; ছহীহাহ হা/২০৭; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮২৯)*। তাঁর কাছে আগন্তুক কোন ব্যক্তির নাম অপসন্দনীয় মনে হ'লে তিনি তা পাল্টে দিয়ে ভাল নাম রেখে দিতেন *(মুসনাদুশ শামেঈন হা/১৬২৭; ছহীহাহ হা/২০৯)*। আর এজন্য তিনি আক্বীক্বা করতেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব নাম পরিবর্তনে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (৭/৮৭) : ব্যবসার ক্ষেত্রে সামান্য মিথ্যা বলা যাবে কি? যেমন কোন পণ্য ৫০ টাকা দিয়ে কেনা থাকলেও বিক্রি করার সময় ১০০ টাকার উপরে কেনা আছে এরূপ বলা যাবে কি?

-মোকাদ্দেস হোসাইন, পাঙ্গাশী, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : এরূপ মিথ্যা বলা যাবে না। যে তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের মধ্যে অন্যতম হ'ল ঐ ব্যবসায়ী, যে মিথ্যা শপথ করে তার পণ্য বিক্রি করে' *(মুসলিম হা/১০৫, মিশকাত হা/২৭৯৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, হে ব্যবসায়ীর দল! তোমরা মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাকো *(ত্বাবারাণী, ছহীহুত তারগীব হা/১৭৯৩)*। তিনি বলেন, 'হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! ব্যবসাকার্যে বাজে কথা এবং অপ্রয়োজনে কসম করা হয়ে থাকে। তাই ছাদাক্বা দ্বারা তোমরা তার প্রায়শ্চিত্ত কর' *(তিরমিযী; মিশকাত হা/২৭৯৮)*। তিনি বলেন, মিথ্যা পাপের পথ দেখায়। আর পাপ জাহান্নামের পথ প্রদর্শন করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮২৪)*। এছাড়া হাদীছে মিথ্যুকের শাস্তি হিসাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মিথ্যুকের এক চোয়াল থেকে আরেক চোয়াল পর্যন্ত মাথা বাঁকা লোহার অস্ত্র দিয়ে চিরে ফেলা হবে। অতঃপর তা ভাল হয়ে যাবে। আবার চেরা হবে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তার শাস্তি চলতে থাকবে *(বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১)*। অতএব মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (৮/৮৮) : মৃত গবাদিপশুকে কোথাও পুঁতে দিতে হবে, না কবর খুঁড়ে উত্তমভাবে দাফন করতে হবে?

-ইমতিয়াযুদ্দীন
সাগরদিঘী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : গবাদি পশুকে উত্তমরূপে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে *(মায়েদাহ ৫/৩১)*। তবে এটি আবশ্যক নয়। বাইরে পড়ে থাকাতে মানুষের কষ্ট হ'লে পুঁতে দিবে। এক্ষেত্রে মানুষের ন্যায় দাফন কার্য সম্পাদন করার প্রয়োজন নেই। কারণ শরী'আতের বিধান কেবল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৪৪৪-৪৪৫)*।

প্রশ্ন (৯/৮৯) : আমাদের বাসায় চল্লিশটি ক্বাফযুক্ত দো'আ আছে। যা পড়লে নাকি অনেক নেকী হয়। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-আবু তাহের, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : বিদ'আতীরা এরূপ ক্বাফ যুক্ত কিছু আয়াতকে একসাথে করে বিভিন্ন ফযীলত বর্ণনা করে দো'আ বানিয়ে থাকে, যার কোন অস্তিত্ব ইসলামী শরী'আতে নেই। কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দো'আই কেবল আমলযোগ্য দো'আ হিসাবে গৃহীত হবে।

প্রশ্ন (১০/৯০) : 'এক ঘন্টা আল্লাহ্র সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করা ৭০ বছর ইবাদত করার চেয়ে উত্তম' মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে কি?

-আব্দুল আউয়াল
নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৭৩, ৩৯৭৮; যঈফুল জামে' হা/৩৯৮৮)*। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ ছহীহ নয় *(আল মাওযূ'আত ৩/১৪৪)*। মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন, এটি কোন হাদীছ নয় *(আল-মাছনূ' পৃ. ৮২)*।

প্রশ্ন (১১/৯১) : আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া যাবে কি? কারু জানাযা না পড়া হ'লে এবং কবরস্থ হয়ে গেলে তার জন্য পিতা-মাতার করণীয় কি?

-যিয়াউর রহমান, চৌহালী, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : আত্মহত্যাকারীর জানাযা পড়া যাবে। তবে মসজিদের ইমাম বা কোন বুযর্গ আলেম তার জানাযায় শরীক হবেন না। অন্যেরা ছালাত পড়াবেন। কারণ আত্মহত্যাকারীর জানাযা রাসূল (ছাঃ) পড়েননি *(মুসলিম হা/৯৭৮; নাসাঈ হা/১৯৬৪)*। আর এটি ছিল তাঁর পক্ষ হ'তে অন্যকে আদব শিখানোর জন্য' *(ইবনু মাজাহ হা/১৫২৬)*। সন্তানের জানাযা না হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হ'লে পিতা তার জানাযা আদায় করতে পারে। যেমনভাবে অমুসলিম দেশে কোন ব্যক্তি মারা গেলে এবং তার জানাযা না হ'লে ঐ ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা আদায় করা যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫২)*। আর কবরস্থ হয়ে গেলে কবরের উপরেই জানাযার ছালাত পড়া যাবে *(মুসলিম হা/৯৫৪; নাসাঈ হা/২০২৫)*।

প্রশ্ন (১২/৯২) : সূরা আ'লা পাঠ করার সময় 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা আল-মুকতাদিরাহ' পাঠ করা যাবে কি?

-ইমরোজ হাসান, শেরপুর, বগুড়া।

উত্তর: ইমাম 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা' পাঠ করলে-এর জবাবে 'সুবহানা রব্বিয়াল আলা' বলতে হবে *(আহমাদ,*

আবুদাঊদ, হাকেম, মিশকাত, 'ছালাতে ক্বিরা'আত' অধ্যায় হা/৮৫৯; ছহীহুল জামে' হা/৪৭৬৬)। তবে এর সাথে 'আল-মুকতাদিরাহ' যোগ করার কোন প্রমাণ নেই।

প্রশ্ন (১৩/৯৩) : মাসিক চলাকালীন সময়ে কোন মহিলা কোন মৃত মহিলাকে গোসল দিতে পারবে কি?

-যুবায়ের এহসান, ঢাকা।

উত্তর : পারবে। কারণ মাইয়েতকে গোসল করোনোর জন্য পবিত্র থাকা শর্ত নয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/৩৬৯; উছায়মীন, লিকাউল বাবিল মাফতূহ ১/৭৮; নববী, শারহুল মুহাযযাব ৫/১৪৫)*। ইবনু কুদামাহ বলেন, হায়েযা ও অপবিত্র ব্যক্তি কর্তৃক মাইয়েতকে গোসল দেওয়া ও তার চোখ বন্ধ করা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তবে পবিত্র ব্যক্তিদের দ্বারা করানো মুস্তাহাব *(মুগনী ২/১৬২)*।

প্রশ্ন (১৪/৯৪) : ব্যাংক বা এনজিও থেকে সূদভিত্তিক ঋণ নিয়ে ব্যবসা করলে উক্ত ব্যবসা হালাল হবে কি?

-মনীরুযযামান টুটুল, ঠাকুরগাঁও।

উত্তর : সূদের উপর টাকা নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা সূদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-৭৯)* এবং সূদগ্রহীতা ও সূদদাতা উভয়কে লা'নত বা অভিসম্পাত করেছেন *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূদের দ্বারা সম্পদ যতই বৃদ্ধি পাক না কেন তার শেষ পরিণতি হ'ল নিঃস্বতা' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৮২৭, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৫/৯৫) : আমি সরকারী প্রতিষ্ঠানের হিসাব শাখায় চাকুরীরত। মূল দায়িত্ব না হ'লেও এর পাশাপাশি আমাকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সংক্রান্ত কাজও করতে হয়। এমতাবস্থায় এ চাকুরী আমার জন্য হালাল হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তর : হালাল হবে। আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড সংক্রান্ত কাজ থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। তবে সরাসরি সূদী লেনদেন হয় যেমন ব্যাংক, বীমা সহ এরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মে অংশগ্রহণ করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৬/৯৬) : বিভিন্ন কারণে গত ৯ বছরে ৬ বার আমার স্ত্রীর অপারেশন করতে হয়েছে। খুবই সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। সে আমার চাহিদা পূরণে অক্ষম। আমিও তার সেবায় নিয়োজিত। এমতাবস্থায় স্ত্রী কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও দ্বিতীয় বিবাহ করা যাবে কি?

-তাওহীদ মণ্ডল, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তর : যাবে। বরং এরূপ পরিস্থিতিতে ক্ষমতা থাকলে দ্বিতীয় বিবাহ করাই উত্তম *(নিসা ৪/৩)*। এক্ষেত্রে স্ত্রীরও উচিত স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য উৎসাহিত করা। যেমন উম্মুল মুমিনীন সাওদা (রাঃ) বার্ধক্যকালে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক তাঁর জন্য নির্ধারিত দিনটি আয়েশা (রাঃ)-এর জন্য ছেড়ে দেন *(আবুদাঊদ হা/২১৩৫, মিশকাত হা/৩২৩৭)*। তবে স্ত্রীদের মাঝে অবশ্যই সমতা স্থাপন করতে হবে। অসুস্থ বা অক্ষম হওয়ায় প্রথমা স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা বা অবহেলা করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কারো নিকট যদি দু'জন স্ত্রী থাকে আর সে তাদের মাঝে ইনছাফ না করে, তাহ'লে সে ক্বিয়ামতের দিন এক অঙ্গ পতিত অবস্থায় উঠবে' *(তিরমিযী হা/১১৪১; মিশকাত হা/৩২৩৬)*।

প্রশ্ন (১৭/৯৭) : গরুর প্লীহা, কলিজা, ভুড়ি ইত্যাদি খাওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-রফীক বিন নায়েব, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : এসব খাওয়ায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। রুচি হ'লে যে কোন অঙ্গ খাওয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের জন্য দু'টি রক্ত হালাল করা হয়েছে। তা হ'ল কলিজা ও প্লীহা' *(ইবনু মাজাহ হা/৩৩১৪; মিশকাত হা/৪২৩২)*। স্মর্তব্য যে, কেউ কেউ মুরগীর কোন কোন অংশকে হারাম মনে করেন, যা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (১৮/৯৮) : এশার ছালাতের ওয়াক্ত রাত্রি কয়টা পর্যন্ত থাকে?

-মিনজু খান, রংপুর।

উত্তর : মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর হ'তে এশার ওয়াক্ত শুরু হয় এবং মধ্যরাতে শেষ হয় *(তিরমিযী হা/১৫১; ছহীহাহ হা/১৬৯৬)*। তবে যরূরী কারণবশতঃ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এশার ছালাত আদায় করা জায়েয আছে *(মুসলিম হা/৬৮১ 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায়-৫, 'ক্বাযা ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ-৫৫; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৭৯)*।

প্রশ্ন (১৯/৯৯) : ফরয ছালাত শেষে দো'আসমূহ সরবে না নীরবে পড়তে হবে?

-সিরাজুল ইসলাম, সাহেবগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : সালাম ফিরানোর পরে একবার সরবে 'আল্লাহু আকবার' এবং তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' বলবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৫৯, ৯৬১)*। অতঃপর অন্যান্য দো'আসমূহ নীরবে পাঠ করবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রভুকে ডাক, বিনীতভাবে ও চুপে চুপে' *(আ'রাফ ৭/৫৫)*। তিনি বলেন, তুমি তোমার ছালাত উচ্চৈঃস্বরে আদায় করো না এবং চুপে চুপে আদায় করো না। বরং এ দু'য়ের মধ্যবর্তী স্বরে আদায় কর' *(ইসরা ১৭/১১০)*। অতএব নীরবে বা মৃদু স্বরে দো'আ-দরূদ পড়াই উত্তম।

প্রশ্ন (২০/১০০) : উষ্ট্রের যুদ্ধে কারণ, ফলাফল ও সেখানে আয়েশা ও আলী (রাঃ)-এর ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-ইহসান ইলাহী যহীর
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : ৩৫ হিজরীর যিলহজ্জ মাসে ওছমান (রাঃ) বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদত বরণ করলে লোকেরা আলী (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করে। বিদ্রোহীরাও আলী (রাঃ)-এর হাতে বায়'আত নেয়। আলী (রাঃ) প্রথমে রাষ্ট্রীয় শৃংখলা ফিরিয়ে আনার পরিকল্পনায় এবং বিদ্রোহীদের

সংখ্যাধিক্যের কারণে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কিছুটা বিলম্ব করেন। এতে কেউ কেউ আলী (রাঃ)-এর প্রতি রুষ্ট হন। অন্যদিকে হজ্জের মওসুম হওয়ায় রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ সহ বহু ছাহাবী হজ্জব্রত পালনে মক্কায় ছিলেন। এভাবে চার মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পর তালহা ও যুবায়ের (রাঃ) মক্কায় গমন করেন। সেখানেই ওছমান হত্যার ক্বিছাছ গ্রহণের প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য বছরায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আয়েশা (রাঃ), তালহা, যুবায়ের প্রমুখ ছাহাবী বছরার পথে রওয়ানা হন।

পথিমধ্যে আয়েশা (রাঃ) বছরার নিকটবর্তী 'হাওআব' (ماء الحوأب) নামক স্থানে পৌঁছলে কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। তখন তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের কথা মনে পড়ে যায়। একদা রাসূল (ছাঃ) তাঁকে বলেন, كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلاَبُ الْحَوْأَبِ 'তোমাদের মধ্যকার একজনের অবস্থা কেমন হবে, যখন হাওআবের কুকুর তার বিরুদ্ধে ঘেউ ঘেউ করবে? *(হাকেম হা/৪৬১৩; আহমাদ হা/২৪২৯৯; ছহীহাহ হা/৪৭৪)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন,

أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ، تَخْرُجُ فَيَنْبَحُهَا كِلَابُ حَوْأَبَ، يُقْتَلُ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ يَسَارِهَا قَتْلَى كَثِيرٌ، ثُمَّ تَنْجُو بَعْدَمَا كَادَتْ-

'তোমাদের মধ্যে উটে আরোহণকারিনীর অবস্থা কি হবে, যখন সে বের হবে? অতঃপর তার বিরুদ্ধে হাওআবের কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করবে? তার ডানে ও বামে বহু মানুষ নিহত হবে। এরপর কোন মতে সে প্রাণে রক্ষা পাবে' *(মুসনাদে বাযযার হা/৪৭৭৭; মাজমাঊয যাওয়ায়েদ হা/১২০২৬, সনদ ছহীহ)*। তখন আয়েশা (রাঃ) বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করলেন। এমন সময় যুবায়ের (রাঃ) বললেন, না বরং আপনি সামনে অগ্রসর হন। লোকেরা আপনাকে দেখে হয়ত সন্ধিতে চলে আসবে। আল্লাহ আপনার মাধ্যমে হয়ত বিবদমান দু'টি দলের (আলী ও মু'আবিয়া) মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। তখন তিনি সামনে অগ্রসর হন' *(হাকেম হা/৪৬১৩; আহমাদ হা/২৪২৯৯; ছহীহাহ হা/৪৭৪)*।

অন্যদিকে তাদের এই পদক্ষেপকে আলী (রাঃ) খেলাফতের অখণ্ডতার জন্য হুমকি মনে করেন এবং সেনাবাহিনী সহ বছরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অনেক প্রসিদ্ধ ছাহাবী তাঁর এই পদক্ষেপ থেকে নিজেদের দূরে রাখেন। এমনকি হাসান বিন আলী (রাঃ) স্বীয় পিতাকে এ পদক্ষেপ থেকে ফিরানোর জন্য বহু চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হন।

আলী (রাঃ) প্রথমে আয়েশা, তালহা ও যুবায়ের (রাঃ)-এর নিকটে কা'কা' বিন আমরকে মুসলমানদের ঐক্য অটুট রাখা ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান নিয়ে প্রেরণ করেন। এসময় আয়েশা (রাঃ) জবাব দেন যে, আমরা মুসলমানদের মধ্যে মীমাংসা করতে এসেছি। কা'কা' বিন আমর উক্ত সংবাদ আলী (রাঃ)-এর নিকট পেশ করলে তিনি খুশী হন। আয়েশা (রাঃ) আলীর নিকট দূত পাঠিয়ে বলেন যে, আমরা যুদ্ধের জন্য আসিনি। বরং মীমাংসার জন্য এসেছি। এরপর আলী (রাঃ) লোকদের শান্ত করতে বিভিন্ন ঘটনা স্মরণ করিয়ে বক্তব্য দেন। যাতে তিনি বলেন, আমরা আগামীকাল চলে যাব, ওছমান হত্যায় যারা জড়িত তারা ব্যতীত সকলে আমাদের সাথে যাবে।

এতে ফিৎনাবাজ আশতার, শুরাইহ বিন আওফা, আব্দুল্লাহ বিন সাবা ও ওছমান হত্যার সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত আড়াই হাযার লোক ভীত হয়ে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত হয় (এদের মধ্যে কোন ছাহাবী ছিলেন না)। প্রথমে তারা আলী (রাঃ)-কে হত্যার পরিকল্পনা করে। কিন্তু তা অসম্ভব দেখে অন্য ষড়যন্ত্র করে। রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তখন তারা তালহা ও যুবায়ের (রাঃ)-এর বাহিনীর উপর হামলা করে এবং ফজরের পূর্বেই পালিয়ে যায়। এতে তাঁরা মনে করেন যে, এটি আলী (রাঃ)-এর বাহিনী করেছে। ফলে উভয় দলের মধ্যে অনাকাংখিত যুদ্ধ বেধে যায়। আয়েশা (রাঃ) যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য উটের উপর আরোহণ করে ময়দানে অবতীর্ণ হন। কিন্তু খারেজীরা তাঁর বাহনের পায়ে তীর মারলে তিনি নিচে পড়ে যান। পরে তাঁকে নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হয় *(আল-বিদায়াহ ৭/২২৯-২৪০)*।

এ যুদ্ধের মূল কারণ ছিল ওছমান হত্যার বিচার থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হত্যাকারীদের নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র। আয়েশা (রাঃ) এই অনাকাংখিত যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ইবনু ওমর (রাঃ)-কে বলেন, হে আবু আব্দুর রহমান! আপনি আমাকে উটের যুদ্ধে যেতে বাধা দেননি কেন? উত্তরে তিনি বলেন, আপনার উপর এক ব্যক্তি (অর্থাৎ ইবনু যুবায়ের) প্রভাব বিস্তার করেছিল, এজন্য কিছু বলিনি। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনি নিষেধ করলে আমি যেতাম না' *(যায়লাঈ. নাছবুর রায়াহ ৪/৭০; আল-ইস্তী'আব ১/২৭৫; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/১৯৩, ৩/২১১; ছহীহাহ হা/৪৭৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

অন্য বর্ণনায় এসেছে আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমাকে আমার গৃহে রাসূল (ছাঃ) ও পিতা আবুবকরের পাশে দাফন করা হবে। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আমি একটি ঘটনা ঘটিয়েছি। সেজন্য তোমরা আমাকে রাসূল (ছাঃ)-এর অন্য স্ত্রীদের সাথে দাফন করবে। অতঃপর তাঁকে বাকী' গোরস্থানে দাফন করা হয় *(হাকেম হা/৬৭১৭; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ২/১৯৩, সনদ ছহীহ)*।

আলবানী বলেন, 'আমরা এতে নিঃসন্দেহ যে, আয়েশা (রাঃ)-এর বের হওয়াটা ভুল ছিল। আর এজন্য তিনি হাওআবে নবী করীম (ছাঃ)-এর সতর্কবাণী মনে পড়ার পর ফিরে যাওয়ার সংকল্প করেছিলেন। কিন্তু যুবায়ের (রাঃ) 'আল্লাহ আপনার মাধ্যমে হয়ত বিবদমান দু'টি দলের (আলী ও মু'আবিয়া) মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন' একথা বলে তাঁকে ফিরে যেতে বাধা দেন। আমরা নিঃসন্দেহ যে, তিনিও এ ব্যাপারে ভুলকারী ছিলেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৭৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

অপরদিকে আলী (রাঃ) যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বলেছিলেন, হায় যদি আমি এর বিশ বছর পূর্বে মারা যেতাম! *(হাকেম হা/৪৫৫৭; মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৫৯৯০, সনদ ছহীহ)*। আলী (রাঃ) এজন্য অনুতপ্ত হন এবং বার বার আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন *(আল-ইস্তী'আব, আলী ক্রমিক... ১/২৯২)*। অন্যদিকে যুবায়ের (রাঃ) যুদ্ধ ত্যাগ করে উপত্যকায় চলে যান। তাঁকে ঘুমন্ত অবস্থায় আমর বিন জুরমূয হত্যা করে। আলী (রাঃ) জানতে পারলে দুঃখ করে বলেন, হে যুবায়ের-এর হত্যাকারী! তুমি জাহান্নামের দুঃসংবাদ গ্রহণ কর *(হাকেম হা/৫৫৮০; আহমাদ হা/৭৯৯, সনদ হাসান)*। আর তালহা (রাঃ) জনৈক ব্যক্তির তীরের আঘাতে নিহত হ'লে আলী (রাঃ) নিহতদের মধ্যে তাকে দেখতে পান। তখন তিনি তাঁর মুখমণ্ডল থেকে ময়লা সরাতে সরাতে বলেছিলেন, হে আবু মুহাম্মাদ! আপনার প্রতি আল্লাহ্র রহমত নাযিল হোক। আকাশের তারকারাজির নিচে আপনাকে এ অবস্থায় দেখাটা আমার জন্য খুবই কষ্টকর' *(আল-বিদায়াহ ৭/২৪৭)*।

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ) যুদ্ধ করেননি এবং যুদ্ধ করার জন্য বেরও হননি। বরং তিনি মুসলমানদের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য বের হয়েছিলেন। কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, তার বের হওয়াতে মুসলমানদের কল্যাণ রয়েছে। পরে তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁর বের না হওয়াতেই কল্যাণ ছিল। সেজন্য জঙ্গে জামালে যাওয়ার কথা স্মরণ হ'লে তিনি এতো বেশী কাঁদতেন যে, তাঁর ওড়না ভিজে যেত।...অনুরূপভাবে ত্বালহা, যুবায়ের ও আলী (রাঃ) এই অনাকাংখিত যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হন। কারণ এটি তাঁদের কারোরই এখতিয়ারাধীন ছিল না *(মিনহাজুস সুন্নাহ ১/২২৮)*। *(বিস্তারিত দ্রঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৭৪-এর আলোচনা; ইবনুল 'আরাবী, আল-'আওয়াছিম মিনাল ক্বাওয়াছিম ১/১৫৬-১৬২; সায়ফ বিন ওমর আসাদী, আল-ফিৎনাতু ওয়া ওয়াক্ব'আতুল জামাল; ড. আকরাম যিয়া উমরী, 'আছরুল খিলাফাতির রাশেদাহ পৃ. ৪৫০-৪৬১)*।

মনে রাখা আবশ্যক যে, ছাহাবায়ে কেরামের মতভেদগত বিষয়ে চুপ থাকাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নীতি। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার ছাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা চুপ থাকো *(ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হ'ল, তারা ছাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে তাদের হৃদয় ও জিহ্বাকে সংযত রাখেন... এবং তাদের মাঝে মতভেদগত বিষয়ে চুপ থাকেন *(মাজমূ' ফাতাওয়া ৩/১৫৪-৫৫)*।

প্রশ্ন (২১/১০১) : ছাহাবায়ে কেরামের নামের শেষে 'রাযিয়াল্লাহু 'আনহু' এবং অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের ব্যাপারে 'রাহেমাহুল্লাহ', 'হাফিযাহুল্লাহ' এগুলি বলা হয় কেন?

-আল-আমীন, পোতাহাটি, ঝিনাইদহ।

উত্তর : এসব বাক্য ছাহাবায়ে কেরামের শানে তাদের জন্য দো'আ হিসাবে বলা হয়। এগুলি সালাফে ছালেহীনের রীতি। আল্লাহ বলেন, 'মুহাজির ও আনছারগণের মধ্যে যারা অগ্রবর্তী ও প্রথম দিককার এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে নিষ্ঠার সাথে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট' *(তওবা ৯/১০০)*। উক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে ছাহাবায়ে কেরামের ক্ষেত্রে বিদ্বানগণ 'রাযিয়াল্লাহু 'আনহু' দো'আটি ব্যবহার করেছেন এবং পরবর্তী ওলামায়ে কেরামের ক্ষেত্রে 'রাহেমাহুল্লাহ' ('আল্লাহ তার উপর অনুগ্রহ করুন') ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ সবগুলিই বিদ্বানদের নিকটে প্রচলিত দো'আ *(বিস্তারিত দ্রঃ উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ দারব, অডিও টেপ নং ৪১৬)*।

প্রশ্ন (২২/১০২) : একটি বইয়ে পড়েছি ছাহাবায়ে কেরাম ফাসেক ও বিদ'আতীদের সালাম দিতেন না। এর সত্যতা আছে কি? এরূপ কাজ বর্তমানে অনুসরণযোগ্য কি?

-মুমিনুর রহমান, মুন্সীগঞ্জ।

উত্তর : সালাফে ছালেহীনের মাঝে ফাসেক ও কুফরী পর্যায়ভুক্ত বিদ'আতীদের সালাম না দেওয়ার প্রচলন ছিল *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ২৭৪)*। যেমন ছাহাবী জাবের (রাঃ) ফাসেক ও অত্যাচারী উমাইয়া গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে সালাম দেননি *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০২৫)*। জনৈক ব্যক্তি ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে রাফেযী প্রতিবেশীর প্রতি সালাম প্রদানের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি সালাম দিতে এমনকি উত্তর দিতেও নিষেধ করেন *(আবুবকর খাল্লাল, আস-সুন্নাহ হা/৭৮৮)*। ইমাম আওযাঈ জনৈক তাক্বদীর অস্বীকারকারী ব্যক্তিকে সালাম দিতে অস্বীকৃতি জানান *(উকাইলী, যু'আফা ১/১৭৯ পৃঃ)*। তবে ইবনে ওমর (রাঃ) 'মদ্যপায়ীকে সালাম প্রদান করতে নিষেধ করেছেন' মর্মে ছহীহ বুখারীতে তা'লীক্ব হিসাবে বর্ণিত আছারটি যঈফ *(আলবানী, যঈফুল আদাবিল মুফরাদ হা/১৫৮)*।

ফাসেক ও কুফরী পর্যায়ভুক্ত বিদ'আতী নয় এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশোধনের লক্ষ্যে সাময়িকভাবে সালাম প্রদান থেকে বিরত থাকা যাবে; স্থায়ীভাবে নয়। কারণ এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের যে ছয়টি অধিকার রয়েছে, তার মধ্যে সালাম বিনিময় অন্যতম *(মুসলিম হা/২১৬২; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৯২৫; মিশকাত হা/১৫২৫)*।

প্রশ্ন (২৩/১০৩) : স্ত্রীকে মোহর দেওয়ার ক্ষেত্রে সাক্ষী রাখা কি যরূরী? স্ত্রী পরবর্তীতে অস্বীকার করলে সেক্ষেত্রে স্বামীর করণীয় কি?

-আবু ছালেহ, বগুড়া।

উত্তর : সাক্ষী রাখা আবশ্যক। বরং যেকোন লেনদেনের ক্ষেত্রেই সাক্ষী রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, এ ব্যাপারে তোমরা তোমাদের মধ্যেকার দু'জন পুরুষকে সাক্ষী রাখবে। যদি দু'জন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী, ঐসব সাক্ষীদের মধ্যে যাদেরকে তোমরা পসন্দ কর। যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে অন্যজন স্মরণ করিয়ে দেয় *(বাক্বারা ২/২৮৩)*।

প্রশ্ন (২৪/১০৪) : পিতা-মাতা চান আমি ডাক্তার হই। আমি চাই ধর্মীয় বিষয়ে পড়াশুনা করতে। যাতে আমার অন্তরজগৎ আলোকিত হয় এবং আমি বেশী বেশী ইবাদত করতে পারি। ডাক্তার হতে গেলে আমাকে বিজ্ঞানের কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে এত বেশী সময় ব্যয় করতে হবে যে, আমি আবশ্যিক

ইবাদতগুলিই ঠিকমত করতে পারব না। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ রেযা, গাইবান্ধা।

উত্তর : সন্তানকে মানবতার সেবাদানের লক্ষ্যে গড়ে তোলার ব্রতে পিতা-মাতা যদি এরূপ কামনা করেন, তবে তাদের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং আল্লাহ্র নিকটে তাওফীক কামনা করতে হবে। কারণ উক্ত পেশার মাধ্যমে বহু মানুষের জীবন রক্ষা সম্ভব হয়। যা অত্যন্ত নেকীর কাজ। আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি একজন মানুষকে বাঁচালো, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে বাঁচালো *(মায়েদাহ ৫/৩২)*।

নববী যুগে যুদ্ধের ময়দানে নারীরা সৈনিকদের চিকিৎসা সেবা দিতেন। যেমন ওহোদ যুদ্ধ শেষে হযরত আয়েশা, উম্মে সুলায়েম, উম্মে সুলাইত্ব, হামনাহ বিনতে জাহশ প্রমুখ প্রখ্যাত নারীরা পিঠে পানির মশক বহন করে এনে আহত সৈনিকদের পানি পান করান ও চিকিৎসা সেবা দান করেন *(বুখারী, হা/৪০৬৪, ২৮৮১; ত্বাবারাণী, মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৫৪২৪, সনদ হাসান; সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) ৩৬১ পৃঃ)*।

স্মর্তব্য যে, শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের মূল উদ্দেশ্য হ'ল স্রষ্টাকে জানা এবং তাঁর প্রেরিত বিধানসমূহ অবগত হওয়া। প্রকৃত শিক্ষা হ'ল সেটাই যা খালেক্ব-এর জ্ঞান দান করার সাথে সাথে 'আলাক্ব-এর চাহিদা পূরণ করে। অর্থাৎ নৈতিক ও বৈষয়িক জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষা ব্যবস্থাই হ'ল পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা *(তাফসীরুল কুরআন, সূরা আলাকের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। তাই চিকিৎসা বিদ্যা যদি আল্লাহ্র পথে ব্যয়িত হয়, তবে সেটি জান্নাত লাভের অসীলা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২৫/১০৫) : মসজিদে আগত মুছল্লীদের জন্য টুপি ক্রয় করে রাখায় বাধা আছে কি?

-সুলতান আহমাদ, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তর : এতে কোন বাধা নেই। টুপি রাসূল (ছাঃ)-এর অভ্যাসগত সুন্নাত *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ১/১৩০)*। মস্তকাবরণ ব্যবহার করা উত্তম পোষাকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাতের সময় সুন্দর পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৭/৩১)*। অতএব বহিরাগত মুছল্লীদের সাহায্যার্থে এভাবে টুপি ক্রয় করে রাখায় কোন বাধা নেই। তবে টুপী ছাড়াও ছালাত হয়ে যাবে। স্মর্তব্য যে, বর্তমানে বিভিন্ন বিদ'আতী দলের নিদর্শন হিসাবে কোন কোন রংয়ের টুপি ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব টুপি পরিধান থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্ন (২৬/১০৬) : শবেকদর উপলক্ষে ২৭শে রামাযান দিবাগত রাতে উন্নতমানের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করায় শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-আব্দুর রহীম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : নির্দিষ্টভাবে কেবল ২৭ তারিখ নয়, বরং রামাযানের শেষ দশকের প্রত্যেক বেজোড় রাতেই কদর তালাশ করার জন্য শারঈ নির্দেশনা এসেছে *(বুখারী হা/২০১৭; মিশকাত হা/২০৮৩)*। আর ক্বদরের রাত্রিগুলিকে ইবাদতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়ার মাহফিলের জন্য নয়। অতএব এ রাতে মাহফিলের আয়োজন করা স্পষ্টতই বিদ'আত *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৩/৫৮-৬০, ফৎওয়া নং ৪৯৯০)*।

প্রশ্ন (২৭/১০৭) : অন্য কারু শিশু লালন-পালন করলে তাতে কোন নেকী হবে কি? তাদের কোন সম্পদ দেওয়া যাবে কি? এছাড়া জন্মনিবন্ধন বা আইডি কার্ডে তাদের পালক পিতা-মাতার নাম লেখা যাবে কি?

-খোকন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : শিশু অসহায়, ইয়াতীম বা দরিদ্র হ'লে তাদের লালন-পালন করায় প্রভূত নেকী রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়ক, চাই সে ইয়াতীম নিজের বংশের হৌক বা অন্যের হৌক, জান্নাতে এভাবে থাকব। একথা বলে তিনি নিজের শাহাদত ও মধ্যমা আঙ্গুলি দু'টি একত্রিত করে দেখালেন' *(মুসলিম হা/২৯৮৩; মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

মোট সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তাদের জন্য অছিয়ত করা যাবে *(বুখারী হা/২৭৪২; মুসলিম হা/১৬২৮; মিশকাত হা/৩০৭১-৭২)*। আর জন্মনিবন্ধন বা আইডি কার্ডে তাদের পালক পিতা-মাতার নাম লেখা যাবে না। বরং প্রকৃত পিতা-মাতার নামই লিখতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক; আল্লাহ্র কাছে এটাই অধিক ইনছাফপূর্ণ *(আহযাব ৩৩/০৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যের সাথে যে নিজেকে সম্পৃক্ত করবে তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা ও সকল মানুষের অভিশাপ *(মুসলিম হা/১৩৭০; তিরমিযী হা/২১২১)*। তবে প্রযত্নে পালক পিতার নাম দেওয়ায় কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন (২৮/১০৮) : প্রসিদ্ধ ৬ টি কিতাবকে 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলা যাবে কি? নামটির প্রচলনের কারণ কি?

-রোকনুযযামান
আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তর : প্রসিদ্ধ ৬টি কিতাবকে 'ছিহাহ সিত্তাহ' না বলে কুতুবুস সিত্তাহ বলাই উত্তম। মূলতঃ ছহীহ কিতাব শুধু বুখারী ও মুসলিম। যাকে একত্রে ছহীহায়েন বলা হয়। এ গ্রন্থদ্বয়ের সব হাদীছই ছহীহ। যেকারণ ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই স্ব স্ব কিতাবের নামে 'ছহীহ' যুক্ত করেছেন। কিন্তু এর বাইরে আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ এ চারটি কিভাবে অধিকাংশ হাদীছ ছহীহ হ'লেও তারা কেউই স্ব স্ব কিতাবকে ছহীহ বলে নামকরণ করেননি। কারণ সেখানে বেশ কিছু সংখ্যক যঈফ ও জাল হাদীছ সংকলিত হয়েছে। শায়খ আলবানীর হিসাব মতে এগুলিতে সর্বমোট তিন হাযারের অধিক যঈফ হাদীছ রয়েছে *(দেখুন : শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী, যঈফ আবুদাঊদ, যঈফ তিরমিযী, যঈফ নাসাঈ ও যঈফ ইবনু মাজাহ)*। তবে অধিকাংশ হাদীছ ছহীহ হওয়ার কারণে ছিহাহ সিত্তাহ নামে পরিচিতি পেয়েছে।

অতএব ছয়টি প্রসিদ্ধ কিতাব একত্রে বললে 'কুতুবে সিত্তাহ' অথবা পৃথকভাবে 'ছহীহায়েন' ও 'সুনানে আরাবা'আহ' বলা উচিত। মুহাদ্দিছগণের নিকটে এ দু'টি পরিভাষাই সমধিক পরিচিত।

প্রশ্ন (২৯/১০৯) : বিবাহের খুৎবা বর নিজেই পড়তে পারবে কি? এছাড়া উকীল পিতার কোন স্থান শরী'আতে আছে কি?

-ইনসান আলী, দিনাজপুর।

উত্তর : বিবাহের খুৎবা বর নিজেই পড়তে পারে। ইবনু হাবীব বলেন, তারা উত্তম মনে করতেন যে, বর প্রথমে আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করবে (খুৎবা পাঠ করবে) অতঃপর কনেকে বিবাহের প্রস্তাব দিবে *(ইবনু বাত্ত্বাল, শারহুল বুখারী ১৩/২৬০)*। ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, উত্তম হ'ল ঈজাব-কবুলের পূর্বে বর বা অন্য কেউ খুৎবা পাঠ করবে। এরপর বিবাহ সংঘটিত হবে *(আল-মুগনী ৭/৬২)*।

শরী'আতে উকীল পিতার কোন স্থান নেই। পিতার উপস্থিতিতে অন্য কেউ উকীল হ'তে পারে না। পিতার অনুপস্থিতিতে দাদা, অতঃপর তুলনামূলকভাবে নিকটবর্তী আত্মীয়রা উকীল হবে *(মুগনী ৯/৩৫৫)*। যেমন মা'ক্বিল বিন ইয়াসার (রাঃ) তার বোনকে বিবাহ দিয়েছিলেন *(বুখারী হা/৫১৩০)*।

প্রশ্ন (৩০/১১০) : জাতীয় পতাকার সম্মানে দাঁড়ানো, জাতীয় সংগীত গাওয়ার সময় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ইত্যাদি কার্যক্রমের ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি?

-রায়হান চৌধুরী, রানীরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : সঊদী ফাতাওয়া বোর্ডকে এ মর্মে প্রশ্ন করা হ'লে তারা উত্তরে বলেন- জাতীয় পতাকাকে সালাম দেয়া কিংবা জাতীয় পতাকার সম্মানে দেখিয়ে দাঁড়ানো নিকৃষ্ট বিদ'আত। এরূপ কাজ রাসূল (ছাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে ছিল না। এছাড়া এসব কর্মকাণ্ডের দ্বারা কাফেরদের রীতিনীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, যা সম্পূর্ণরূপে হারাম *(আবুদাঊদ হা/৪০৩১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ফৎওয়া নং ২১২৩, ৫৯৬৩; ১/১৪৯-১৫০)*।

প্রশ্ন (৩১/১১১) : মাগরিবের ছালাত ক্বাযা অবস্থায় মসজিদে গিয়ে এশার ছালাত চলতে দেখলে মুছল্লীর জন্য করণীয় কি? সে কি জামা'আতের সাথে আগে এশা আদায় করবে? না কি এশার জামা'আতের সাথে মাগরিবের নিয়ত করবে? যদি মাগরিব আদায় করে সেক্ষেত্রে রাক'আতের সমন্বয় কিভাবে করবে? কেননা মাগরিব হচ্ছে তিন রাক'আত আর এশা হচ্ছে চার রাক'আত। জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাওলানা ছফিউল্লাহ
জগৎপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : এক্ষেত্রে প্রথমে জামা'আতের সাথে এশা পড়বে। অতঃপর পৃথকভাবে মাগরিবের ছালাত আদায় করবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ' ফাতাওয়া ২২/১০৬)*।

প্রশ্ন (৩২/১১২) : অমুসলিমদের মৃত্যুতে বা তাদের কোন বিপদে আনন্দিত হওয়া যাবে কি?

-ফারূক হোসাইন, পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : মুসলিম-অমুসলিম যেকোন মানুষের মৃত্যু বা বিপদে দুঃখিত হওয়া এবং সমাবেদনা জানানোই মানুষের স্বাভাবিক কর্তব্য। তবে মুসলিম হৌক বা অমুসলিম হৌক, ইসলাম বিদ্বেষী যে কারো মৃত্যুতে বা তাদের কোন বিপদে আনন্দিত হওয়া যাবে *(আহযাব ৩৩/৯; বুখারী হা/১৩০১; মুসলিম হা/৯৪৯)*। যেমন চরম ইসলাম বিদ্বেষী ইহূদী নেতা কা'ব বিন আশরাফ নিহত হ'লে আল্লাহর রাসূল আনন্দ প্রকাশ করে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করেন *(ফাৎহুল বারী ৭/৩৪০)*। পাপিষ্ঠ ইবনু আবীদাউদ বিপদগ্রস্ত হ'লে ইমাম আহমাদকে আনন্দ প্রকাশ করার কথা বলা হলে তিনি বলেন, এতে কে না আনন্দ প্রকাশ করবে? *(খাল্লাল, আস-সুন্নাহ ৫/১২১)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, রাফেযী নেতা বদবখত হাসান বিন ছাফী বিন বাযদান তুর্কী মারা গেলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আলেমগণ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করেন *(আল-বিদায়াহ ১২/৩৩৮)*। তবে মৃতব্যক্তিকে গালমন্দ করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মৃতদের গালি দিবে না। কেননা তারা তাদের পূর্বে পেশকৃত অর্জনের প্রতি ধাবিত হয়েছে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৬৬৪ 'জানাযা' অধ্যায়)*। বর্তমান যুগে স্রেফ রাজনৈতিক ও দলীয় বিদ্বেষ বশতঃ কোন ব্যক্তির বিপদে বা মৃত্যুতে যেভাবে উল্লাস করা হয় ও মিষ্টি খাওয়া হয়, তা চরম ধৃষ্টতা ও শিষ্টাচার বিরোধী। এ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন (৩৩/১১৩) : শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞানহীন অনেক সাধারণ মানুষকে বর্তমানে বিভিন্ন বিষয়ে ফৎওয়ার ক্ষেত্রে নিজ সিদ্ধান্ত পেশ করতে দেখা যায়। এক্ষণে সাধারণ মানুষের জন্য ফৎওয়া দেওয়ার আদব কি?

-খায়রুল ইসলাম, ভাষানটেক, ঢাকা।

উত্তর : সাধারণ মানুষ হৌক বা আলেম হৌক, প্রত্যেকের জন্যই বিশুদ্ধ দলীল ভিত্তিক সঠিক উত্তর না জেনে ফৎওয়া দেয়া নিষিদ্ধ *(ইসরা ১৭/৩৬)*। কারণ দলীলবিহীন ভুল ফৎওয়া দিলে তার পাপ তার উপরেই বর্তাবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪২)*। তাই সাধারণ মানুষের জন্য কর্তব্য হবে, সম্ভব হ'লে দলীল জেনে ফৎওয়া দেওয়া অথবা বিশুদ্ধ ফৎওয়া দেওয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ কোন নির্ভরযোগ্য আলেমের ফৎওয়া পেশ করা।

স্মর্তব্য যে, ছাহাবীগণ একটি বিষয়ে একাধিক ছাহাবীর কাছে জানতেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১৫)* এবং পরস্পরের নিকট দলীলও চাইতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৫৪)*। আর অজানা বা সামান্য জানা বিষয়ে চুপ থাকতে হবে, এতেই মুক্তি নিহিত *(তিরমিযী হা/২৫০১)*। ইমাম মালেক (রহঃ) দুই-তৃতীয়াংশ ফৎওয়ার ক্ষেত্রে না জানার ওযর পেশ করেছেন। তিনি বলতেন, 'আলেমের রক্ষাকবচ হ'ল 'আমি জানি না বলা'। যদি সে এ রক্ষাকবচ ব্যবহারে গাফেল হয়, তাহ'লে সে ধ্বংসে নিক্ষিপ্ত হবে' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/১৬৭)*।

প্রশ্ন (৩৪/১১৪) : ঈদের জামা'আতে একবার শরীক হয়ে পরে কারণবশতঃ অন্য স্থানে এসে জামা'আত হ'তে দেখলে তাতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

-ফেরদাউস মিয়া, চেংমারী, রংপুর।

উত্তর : বিশেষ অবস্থায় এটি পড়া যাবে। প্রথমটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ হিসাবে এবং পরেরটি নফল হিসাবে। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে জামা'আতের

সাথে এশার ছালাত পড়তেন এবং নিজ সম্প্রদায়ে গিয়ে আবার তাদের ইমামতি করতেন *(বুখারী হা/৭১১, মুসলিম হা/৪৬৫)*। পরেরটি তাঁর জন্য নফল হ'ত *(বায়হাকী, দারাকুৎনী; সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১৫১)*।

প্রশ্ন (৩৫/১১৫) : ইসলামের দৃষ্টিতে ফরেক্স ব্যবসা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-মরিয়ম, কুমিল্লা।

উত্তর : আমাদের জানা মতে, ফরেক্স ব্যবসা হ'ল বিভিন্ন দেশের মুদ্রা বেচাকেনার ব্যবসা। বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মূল্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত কমবেশী হয়। তাই লভ্যাংশের ভিত্তিতে এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশের মুদ্রার সাথে বিনিময় করা জায়েয। তবে এটি নগদে হ'তে হবে *(শায়খ বিন বায. মাজমূ' ফাতাওয়া ১৯/১৭১-১৭৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সোনার বদলে সোনা, চাঁদির বদলে চাঁদি, গমের বদলে গম, লেনদেন (কম-বেশী না করে) একই রকম সমপরিমাণ ও নগদে হ'তে হবে। যখন ঐ বস্তুগুলির মধ্যে ভিন্নতা থাকবে তখন নগদে তোমরা ইচ্ছানুযায়ী ক্রয়-বিক্রয় কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৮ 'সুদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। তবে খেয়াল রাখতে হবে, যেন উক্ত ব্যবসার জন্য খোলা একাউন্টে কোন সূদের মিশ্রণ না থাকে। আর যদি এতে কোন প্রতারণা থেকে থাকে, তবে এ থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আমাদের সাথে প্রতারণা করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০)*। আর অস্পষ্টতা থাকলে তাও বাতিল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকে নিঃসন্দেহের দিকে ধাবিত হও' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৭৭৩)*।

প্রশ্ন (৩৬/১১৬) : খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী ও তাঁর আক্বীদা সম্পর্কে জানতে চাই।

-সারওয়ার, আসাম, ভারত।

উত্তর : তাঁর নাম খাজা মঈনুদ্দীন হাসান বিন খাজা গিয়াছুদ্দীন সিজযী। তিনি গরীবে নেওয়ায বা গরীবদের সাহায্যকারী হিসাবে ব্যাপক পরিচিত। ইরানের পূর্বাঞ্চল সীস্তান নগরীতে ৫৩৬/৫৩৭ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি বুখারা সহ বিভিন্ন দেশে সফর করেন।

তার ছূফী মতবাদ গ্রহণের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কথিত আছে যে, একদা তিনি ক্ষেতে পানি দিচ্ছিলেন। এ সময় শায়খ ইবরাহীম কুন্দুয নামে জনৈক ছুফী তার নিকট আগমন করেন। চিশতী ছাহেব তাকে কিছু ফল দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তার বিনিময়ে শায়খ তাকে এক টুকরো দাড়ি দিয়ে তা খেতে বলেন। চিশতী তা খেয়ে নিলে তার ভিতর আলোকিত হয়ে যায় এবং দুনিয়ার অনেক কিছু অবলোকন করেন। এভাবে তিনি নতুন এক জগতে পদার্পণ করেন। এরপর যাবতীয় সম্পদ গরীবদের মাঝে দান করে চিশতী ছাহেব জ্ঞান অর্জনে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। অবশেষে স্বপ্নে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশক্রমে তিনি পাকিস্তানের লাহোর হয়ে ভারতের রাজস্থান প্রদেশের আজমীরে স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। অতঃপর ৬২৭ হিজরী সনে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন *(আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী, নুযহাতুল খাওয়াতির ১/৯১, ২৩)*।

মঈনুদ্দীন চিশতীর আক্বীদা অন্যান্য ছূফীবাদী বাতিল আক্বীদার মতই। তার উদ্ভাবিত আল-মুরাকাবাতুল চিশতীয়া হ'ল- মাথা আবৃত করে কোন কবরে এক ঘন্টা, একদিন বা এক সপ্তাহ অবস্থান করা এবং আল্লাহকে হাযির ও নাযির বলে যিকির করা। এছাড়া তার ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারতের জন্য মদীনায় গমন করেন। সেখানে তিনি পৌঁছে মুনাজাত করলে আল্লাহ্র রাসূল তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন এবং চিশতী ছাহেব তাতে চুম্বন করেন। এছাড়া তারা কবরে সিজদা করে এবং মাদাদ ইয়া সাইয়েদী বলে ডাকতে থাকে। এরূপ বহু শিরকী আক্বীদা ও আমল তার উদ্ভাবিত তরীকা বাতিল হওয়ার প্রমাণ বহন করে *(আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ৯/৩১০-৩১১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২/৮৮-৯০)*।

প্রশ্ন (৩৭/১১৭) : বর্তমানে জাতীয় নেতাদের কবরে গিয়ে সাড়ম্বরে রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী বা পরিবারের সদস্যদের হাত তুলে ফাতেহা পাঠের যে প্রচলন দেখা যায়, তা শরী'আতসম্মত কি?

-নাজমুল হাসান, খুলশী, চট্টগ্রাম।

উত্তর : রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এভাবে ফাতেহা পাঠের কোন দলীল নেই *(আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয ৮২ পৃঃ)*। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। যা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল যার ব্যাপারে আমার কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*। ইসলামী শরী'আতে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য হ'ল মৃত্যু ও আখেরাতকে স্মরণ করা এবং মৃতের জন্য আল্লাহ্র নিকট মাগফেরাত কামনা করা। তাই যিয়ারতের সময় মৃতের জন্য কেবল এই দো'আ করাই যথেষ্ট, যা রাসূল (ছাঃ) শিখিয়ে দিয়েছেন, *আস্সালা-মু 'আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হেকূনা। নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়াতা' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪-৬৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২৫৩ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, এই দো'আর সময় একাকী দু'হাত উঠানো যাবে, দলবদ্ধভাবে নয়। বাক্বী' গোরস্থানে দীর্ঘক্ষণ একাকী দো'আ করার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন বার হাত উঠিয়েছিলেন *(মুসলিম হা/২২৫৫(৯৭৪), 'জানায়েয' অধ্যায়)*। দ্বিতীয়তঃ এইসব যিয়ারতের উদ্দেশ্য থাকে মূলতঃ দুনিয়া। যেখানে নেতা-নেত্রী, জনগণ বা গদ্দীনশীন পীরকে খুশী করাই লক্ষ্য থাকে। যা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। এ ধরনের লোক দেখানো যিয়ারত ও দো'আ আল্লাহ্র নিকটে কবুল হবে না *(কাহফ ১৮/১১০)*।

প্রশ্ন (৩৮/১১৮) : চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপরে বসতে হয়। এক্ষণে দু'রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতেও এভাবে বসতে হবে কি?

-মানছূরা, কাছনা, রংপুর।

উত্তর : চার রাক'আত হৌক বা দুই রাক'আত বিশিষ্ট ছালাত হৌক, শেষ তাশাহহুদে নিতম্বের উপর বসা তথা তাওয়াররুক

করা সুন্নাত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শেষ রাক'আতে নিতম্বের উপর বসার জন্য বলেছেন *(বুখারী হা/৮২৮; ইরওয়া হা/৩৬৫)*। ছাহাবীগণ বলেন, যে রাক'আতে সালাম রয়েছে সে বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিতম্বের উপরে বসতেন *(আবুদাঊদ হা/৯৬৪; মিশকাত হা/৭৯২, সনদ ছহীহ)*। আবু হুমায়েদ আস-সা'এদী এভাবেই দশজন ছাহাবীর সম্মুখে ছালাত আদায় করে দেখান এবং সকলে তা সমর্থন করেন *(আবুদাঊদ, দারেমী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৮০১; নায়ল ৩/১৪৩-৪৫ 'তাশাহহুদে বসার নিয়ম' অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১১৮)*। ইমাম শাফেঈ, নববী প্রমুখ বিদ্বান একই মত পোষণ করেছেন *(ফৎহুলবারী হা/৮২৮-এর আলোচনা; নববী, আল-মাজমূ' ৩/৪৩১)*। বস্তুতঃ শেষ তাশাহহুদে প্রথম তাশাহহুদের চেয়ে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে হয়। সেকারণ অধিক স্বস্তির সাথে দীর্ঘ সময় দো'আ-দরূদ পাঠের জন্যই শরী'আতের এরূপ নির্দেশনা বলে অনুমিত হয়।

প্রশ্ন (৩৯/১১৯) : রুকূতে তিনবারের কম বা বেশী তাসবীহ পাঠ করা যাবে কি?

-জান্নাতুল ফেরদাউস লিমা, মালিবাগ, ঢাকা।

উত্তর : সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম ও সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা কম পক্ষে তিনবার বলবে *(আবুদাঊদ হা/৮৭১, ৮৮৫; ইবনু মাজাহ হা/৮৮৮)*। বেশী বলার নির্ধারিত সংখ্যা নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো কখনো দীর্ঘ সময় রুকূ ও সিজদাতে থাকতেন এবং দো'আ সমূহ পাঠ করতেন *(আবুদাঊদ হা/৮৭৪)*। উল্লেখ্য, সর্বাধিক দশবার দো'আ পাঠের হাদীছ যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৮৮৮; মিশকাত হা/৮৮৩)*। এছাড়া অন্য দো'আও পাঠ করা যাবে। বিশেষতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবনের শেষদিকে এসে রুকূ ও সিজদাতে অধিকাংশ সময় নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তেন- *সুবহ-নাকা আল্লা-হুম্মা রব্বানা ওয়া বিহাম্দিকা, আল্লা-হুম্মাগ্ফিরলী* 'হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রশংসার সাথে আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! *(বুখারী হা/৭৪৯; মুসলিম হা/৪৮৪; মিশকাত হা/৮৭১)*।

এছাড়া এ সময়ে পঠিতব্য আরো অনেক দো'আ বর্ণিত হয়েছে *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল ১০৫ পৃঃ)*। শাওকানী বলেন, 'রুকূ ও সিজদাতে তাসবীহ পাঠের নির্ধারিত কোন সংখ্যা নেই; বরং ছালাতকে দীর্ঘ করে পড়ার জন্য অধিক হারে তাসবীহ পাঠ করাই বাঞ্ছনীয়' *মির'আত হা/৮৮৭-এর ভাষ্য)*।

প্রশ্ন (৪০/১২০) : ছহীহ বুখারীতে সংকলিত বিভিন্ন হাদীছ, অধ্যায় বা বাবের সাথে সংযুক্ত তা'লীক্বগুলির হুকুম কি? অন্য হাদীছগুলির ন্যায় এগুলিও কি ছহীহ?

-আব্দুল মালেক
কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : 'তা'লীক্ব' বলতে ঐ সকল হাদীছকে বুঝানো হয়, যার সনদ থেকে হাদীছ সংকলক মুহাদ্দিছ এক বা একাধিক রাবীর নাম বিলুপ্ত করে দেন অথবা কখনও মূল উৎসসহ পূর্ণ সনদই বিলুপ্ত করে দেন। সাধারণতঃ সংক্ষেপায়নের উদ্দেশ্যেই তাঁরা এমনটি করে থাকেন। যেমন ছহীহ বুখারীতে মারফূ', মাওকূফ, মাকতূ' মিলিয়ে ১৩৪১টি হাদীছ এমনভাবে উদ্ধৃত হয়েছে। তবে এর মধ্যে ১৬০টি ব্যতীত অন্য সব হাদীছই ছহীহ বুখারীর অন্য স্থানে পূর্ণ সনদে উল্লেখিত হয়েছে। ফলে সেগুলি নিঃসন্দেহে ছহীহ। বাকী ১৬০টি হাদীছ পরবর্তীতে ভাষ্যকার ইবনু হাজার (রহঃ) পূর্ণ সনদে উল্লেখ করেছেন তাঁর লিখিত তাগলীকুত তা'লীক্ব গ্রন্থে। এগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। (১) যেগুলো ইমাম বুখারী দৃঢ়তাসূচক শব্দ (যেমন : قال فـــلان 'অমুক বলেছেন') বাক্য ব্যবহার করে উল্লেখ করেছেন সেগুলি ছহীহ। (২) যেগুলোর ক্ষেত্রে দৃঢ়তার ছীগাহ ব্যবহার করেননি (যেমন : يـــذكر، يـــروى 'বর্ণিত হয়েছে' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেছেন) সেগুলো তিনভাগে বিভক্ত। তার কিছু ছহীহ, কিছু হাসান, আবার কিছু যঈফও রয়েছে। যেগুলোর কিছু ইমাম বুখারী নিজেই উল্লেখ করেছেন, কিছু করেননি। উল্লেখ্য যে, এ সকল সনদবিহীন হাদীছের একটিও তিনি মূল ছহীহ সংকলনে উল্লেখ করেননি। কেবলমাত্র কোন অধ্যায় বা অনুচ্ছেদের শুরুতে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যার প্রয়োজনে উল্লেখ করেছেন *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১/১৭-১৯; তাগলীকুত তা'লীক্ব 'আলা ছহীহিল বুখারী ১-৫ খণ্ড; মুক্বাদ্দামা ইবনুছ ছালাহ ১/৩৬)*।

তাওহীদের ডাক ২৮তম সংখ্যা
(সেপ্টেম্বর-অক্টোবর'১৬) প্রকাশিত হয়েছে
-: প্রাপ্তিস্থান :-
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩। **ফোন :** ০৭২১-৮৬১৬৮৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩ (বিকাশ)
ই-মেইল : tawheederdak@gmail.com
ওয়েবসাইট : www. tawheederdak.at-tahreek.com

ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন একটি সুস্পষ্ট বিদ'আত
এ সম্পর্কে জানার জন্য পাঠ করুন-

মীলাদ প্রসঙ্গ
মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
মূল্য : ১০/-

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৭২৬-৯৯৫৬৩৯